সংক্ষিপ্ত

আর্য্যানুষ্ঠান

প্রথম কাণ্ড

আহ্নিক-তত্ত্ব

হাতিবাগান-নিবাসী

শ্রীহেরম্বনাথ তত্ত্বরত্ন

সঙ্কলিত

শ্রীউমাচরণ তর্করত্ন

সংশোধিত

কলিকাতা

২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৯১

বিতরিতব্য

☞ ইহার মুদ্রাঙ্কণ-ব্যয়ের যথেচ্ছ সাহায্য প্রার্থনীয়।

Presented to the Bagbazar Reading Club
Binoy Krishna
25/12/92

বিজ্ঞাপন।

এই আর্য্যানুষ্ঠানে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত (প্রত্যূষ) হইতে নৈশ শয়ন পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের প্রায় যাবতীয় অনুষ্ঠান স্মৃতি তন্ত্র ও পুরাণ হইতে সঙ্কলন করিয়া, কি দ্বিজাতি, কি স্ত্রীজাতি, কি শূদ্রজাতি, সকলেরই সুখবোধের জন্য মন্ত্রভিন্ন সমস্তই বঙ্গভাষায় অর্থ করিয়া লিখিত হইয়াছে।

এখন সবিনয় প্রার্থনা, যদি কেহ ইহাতে কোন ভ্রম বা প্রমাদ দেখিতে পান, জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

এই সঙ্কলন বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালীকমল তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বিদ্যারত্ন এই দুই মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইতি

কলিকাতা
হাতিবাগান

শ্রীহেরম্বনাথ শর্ম্মা।

নিবেদন।

কৃত্যতত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, ব্রততত্ত্ব, ব্যবস্থাতত্ত্ব প্রভৃতি এই প্রণালীতে ক্রমে ক্রমে মুদ্রাঙ্কন করিবার ইচ্ছা আছে। এই সমস্ত মুদ্রাঙ্কণে ব্যয়বাহুল্য; যদি আর্য্য-ধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করেন, তাহা হইলে এই বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনে চিরাভিলাষ পূর্ণ হয়। ইতি

কলিকাতা
হাতিবাগান

শ্রীহেরম্বনাথ শর্ম্মা।

নির্ঘণ্ট।

বিষয়	পৃষ্ঠ
প্রাতঃকৃত্য	১
পাঠ্য মন্ত্র	১
মানস-গুরু-পূজা	২
প্রাণায়াম	২
জপ-নিয়ম	৩
জপ-সমর্পণ	৫
আজ্ঞাগ্রহণ	৬
স্ত্রী-গুরুপূজা	৬
কুলকুণ্ডলিনী-পূজা	৬
কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান	৭
চৌরগণেশ-ন্যাস	৮
অজপামন্ত্র-জপ-সমর্পণ	৮
প্রার্থনা	৯
প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত।	
ভূমির নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা	১০
বিণ্মূত্র-ত্যাগ	১০
শৌচক্রিয়া	১১
হস্তপদে মৃত্তিকা-লেপন	১২
পাদ-প্রক্ষালন	১২
দন্তমার্জন	১৩
দন্তমার্জনে নিষিদ্ধ দ্রব্য	১৩
মুখ-ধাবন	১৪
তৈল-মর্দ্দন	১৪
স্নান-বিধি	১৫
অবগাহন-স্নান	১৫
উদ্ধৃত জলে স্নান	১৭
স্নানানুকল্প	১৮
গঙ্গা-স্নান	১৮
তান্ত্রিক স্নান	১৮
তন্ত্রমতে গঙ্গাস্নানে অসমর্থদিগের পৃথক্ বিধান	১৯
শৌচক্রিয়া সমাপ্ত।	
বস্ত্র-পরিধান	২০
তিলক বা ফোঁটা	২০
তিলক-দ্রব্য	২১
স্থান-বিশেষে তিলক-বিশেষ	২১
ধারণ-স্থান	২১
ধারণ-মন্ত্র	২১
চন্দন-তিলক-ধারণ-মন্ত্র	২১
তন্ত্রমতে নিবেদিত চন্দনাদি দ্রব্য ধারণ-মন্ত্র	২২

বিষয়	পৃষ্ঠ	বিষয়	পৃষ্ঠ
শাক্ত-তিলক	২২	তান্ত্রিক সন্ধ্যা	৩৭
বৈষ্ণব তিলক	২২	গায়ত্রীর ধ্যান	৩৯
ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ	২৩	ব্রহ্মযজ্ঞ	৪০
ধারণ-স্থান	২৩	পুষ্প-চয়ন	৪১
ধারণ নিয়ম	২৩	তুলসী-চয়ন	৪২
ধারণ-মন্ত্র	২৩	চয়ন-মন্ত্র	৪২
ভস্ম-শোধন	২৪	বিল্বপত্র-চয়ন	৪২
হোমান্তে ভস্ম-তিলক-ধারণ	২৪	চয়ন-মন্ত্র	৪২
শিখা-বন্ধন	২৪	পাদ-প্রক্ষালন	৪৩
শিখামোচনমন্ত্র	২৫	দেবযজ্ঞ বা পূজা-প্রকরণ	৪৩
আচমন	২৫	পঞ্চশুদ্ধি	৪৩
আচমন-নিয়ম	২৫	স্থানশুদ্ধি	৪৪
তান্ত্রিক আচমন	২৬	দ্রব্যশুদ্ধি	৪৪
বৈষ্ণব আচমন	২৭	আত্মশুদ্ধি	৪৪
সন্ধ্যা বিধি	২৭	দেবশুদ্ধি	৪৪
সূর্য্যোপস্থান-বিধি	২৯	মন্ত্রশুদ্ধি	৪৪
গায়ত্রী-জপ-বিধি	২৯	তন্ত্রমতে পূজার্থ জলানয়ন বা গ্রহণ মন্ত্র	৪৫
পঞ্চযজ্ঞ	৩০	তন্ত্রমতে ভূমিশোধন মন্ত্র	৪৫
পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ	৩০	আসন	৪৬
তর্পণ-প্রয়োগ	৩২	উপবেশন	৪৬
যম-তর্পণ	৩৩	উপচার	৪৭
পিতৃ-তর্পণ	৩৪	অষ্টাদশ উপচার	৪৭
মাতৃ-তর্পণ	৩৫	ষোড়শ উপচার	৪৭
রামকৃত তর্পণ	৩৬	দশোপচার	৪৮
লক্ষ্মণকৃত তর্পণ	৩৬	পঞ্চোপচার	৪৯
বন্ধু-তর্পণ	৩৬	মধুপর্ক	৪৯
বস্ত্র-নিষ্পীড়ন	৩৬	শৈব গন্ধ	৪৯
ভীষ্ম-তর্পণ	৩৭		

বিষয়	পৃষ্ঠ
বৈষ্ণব ও সৌর গন্ধ	৪৯
শাক্ত গন্ধ	৪৯
পুষ্পাদি	৫০
নিষিদ্ধ পুষ্প	৫০
দেবতা-বিশেষে নিষিদ্ধ পুষ্প	৫১
দেবতা-বিশেষে বিহিত পুষ্প	৫১
ধূপ	৫২
দীপ	৫২
নৈবেদ্য	৫৩
নীরাজন (আরাত্রিক)	৫৩
প্রণাম	৫৩
প্রদক্ষিণ	৫৪
বিসর্জ্জন	৫৪
প্রার্থনা	৫৪
আত্ম-সমর্পণ	৫৫
পার্থিব শিব নির্ম্মাণ	৫৬
ধারণার্থ রুদ্রাক্ষ-সংস্কার	৫৬
পঞ্চামৃত ৫পং	৫৭
পঞ্চগব্য ১৪পং	৫৭
আচমনান্তে পুষ্পস্থাপন-মন্ত্র	৫৮
পুষ্পশোধন-মন্ত্র	৫৮
সামান্যার্ঘ্য	৫৯
অর্ঘ্যদ্রব্য	৫৯
সংক্ষিপ্ত পূজাক্রম	৫৯
জলশুদ্ধি	৬১
দ্বারদেবতা-পূজা	৬১
আসন-শুদ্ধি	৬২
বিঘ্নাপসারণ	৬২
ভূতাপসারণ	৬২
করশুদ্ধি	৬৩
তালত্রয়	৬৩
দিগ্বন্ধ	৬৩
সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি	৬৩
অন্যপ্রকার	৬৪
বৃহৎ ভূতশুদ্ধি	৬৪
মাতৃকা-ন্যাস	৬৬
মাতৃকা-ষড়ঙ্গ-ন্যাস	৬৬
অন্তর্মাতৃকা-ন্যাস	৬৭
বাহ্যমাতৃকা-ন্যাস	৬৮
পীঠন্যাস	৬৯
ব্যাপক ন্যাস	৬৯
শিববিষয়ে পীঠশক্তি-ন্যাস	৭০
পীঠমনু	৭০
ঋষিন্যাস	৭০
মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস	৭০
স্নাপন	৭২
পূজার বিঘ্নশান্তি-বলি	৭২
পঞ্চ মুদ্রায় আবাহনাদি	৭৩
সূর্য্যার্ঘ্য	৭৩
ধ্যান	৭৪
পূজা	৭৫
সংবিদা-শোধন ৭পং	৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠ
পানমন্ত্র ২৪পং	৭৫
আবরণ-পূজা	৭৬
শিবের অষ্টমূর্ত্তি-পূজা	৭৭
অষ্ট বিষ্ণুপূজা	৭৮
শিবের পঞ্চবক্ত্র-পূজা	৭৮
প্রণাম	৭৮
গালবাদ্য	৭৯
বিসর্জ্জন	৭৯
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে পূজা	৭৯
বাণলিঙ্গ-পূজা	৮৯
বিষ্ণুপূজা	৮০
ধারণার্থ তুলসীমালা-সংস্কার ২০পং	৮০
বিষ্ণুবিষয়ে পীঠন্যাস	৮১
পীঠমন্ত্র	৮১
ঋষিন্যাস	৮১
করাঙ্গন্যাস	৮১
মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস	৮২
স্নাপন	৮২
ধ্যান	৮২
তুলসী-দানের মন্ত্র	৮৩
আবরণ-পূজা	৮৩
নৈবেদ্য-নিবেদন	৮৪
প্রণাম	৮৪
ইষ্টদেবতার নিত্য সংক্ষিপ্ত হোম	৮৪
ভূতযজ্ঞ বা বৈশ্বদেব-বলি	৮৬
ভূতবলি	৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠ
কাম্যবলি	৮৭
অন্নোৎসর্গ	৮৮
মাংস-শোধন (তন্ত্রমতে)	৮৯
মৎস্য-শোধন (তন্ত্রমতে)	৮৯
মুদ্রা-শোধন (তন্ত্রমতে)	৮৯
নৃযজ্ঞ বা অতিথি-সৎকার	৯০
গোগ্রাস	৯০
বৈদিক শান্তি মন্ত্র	৯১
যজ্ঞোপবীত-ধারণ	৯১
বিপ্রপাদোদক-পান-মন্ত্র	৯২
বিষ্ণুর চরণামৃত-পান-মন্ত্র	৯২
ক্ষৌর	৯২
ভোজন	৯৩
জলপান	৯৬
অন্ন ভোজন	৯৬
গণ্ডূষ বা পাত্র-পরিত্যাগ	৯৭
ভোজনান্তে আচমন	৯৮
তাম্বূল-ভক্ষণ	৯৯
দ্রব্যশুদ্ধি	৯৯
বিবিধ কার্য্য	১০০
রাত্রিকৃত্য	১০১
শয়নবিধি	১০১
শয়ন-নিষেধ	১০১
দারোপগমন	১০২

পরিশিষ্ট।

জপরহস্য	১০৩
কাম্য জপ	১০৩

বিষয়	পৃষ্ঠ	বিষয়	পৃষ্ঠ
গুরু-প্রণাম	১০৬	নারায়ণ-স্তব	১৪২
গুরু-স্তোত্র	১০৭	বিষ্ণুর নামাষ্টক	১৪৩
গুরু-কবচ	১০৮	পৌরাণিক শান্তিমন্ত্র	১৪৩
গুরুগীতা	১১০	বাণলিঙ্গ-স্তব	১৪৪
স্ত্রীগুরু-স্তোত্র	১২২	বাণলিঙ্গ-কবচ	১৪৬
স্ত্রীগুরু-কবচ	১২৪	তুলসীবৃক্ষে জলদান বা স্নাপনের মন্ত্র	১৪৭
স্ত্রীগুরু-গীতা	১২৬	তুলসীর প্রণাম	১৪৭
কুণ্ডলিনীর স্তব	১২৭	অশ্বত্থ বৃক্ষ স্নাপন	১৪৭
গঙ্গার নিকট প্রার্থনা	১২৭	বিশেষার্ঘ্য	১৪৮
গঙ্গাস্তব	১২৭	মুদ্রা-প্রকরণ	১৪৯
মহিম্নঃ স্তোত্রম্	১২৯	শিবের মুদ্রা	১৪৯
ব্যাসকৃত শিবস্তব	১৩৬	বিষ্ণুর মুদ্রা	১৫০
শিবের ষড়ক্ষর-স্তব	১৩৭	দৌর্গী মুদ্রা	১৫৩
শিবের ষড়ক্ষর-কবচ	১৩৮	দেববিষয়ে প্রাণাদি মুদ্রা	১৫৬
শিবের দ্বাদশ নাম	১৩৯	ভোজনে প্রাণাদি মুদ্রা	১৫৬
পার্থিব-শিব-কবচ	১৪০		

শুদ্ধিপত্র।

☞ নিম্নলিখিত অশুদ্ধিগুলি অগ্রে শোধন করিয়া পশ্চাৎ পাঠ করিলে অনুগৃহীত হইব।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠ	পংক্তি
কেতু	কেতুঃ	১	১৩
বামহস্তের সংখ্যাও ঐরূপে রাখিবে	০	৫	৩
কর্ণদ্বয়	০	২১	১০
ইষে	ইসে	৪১	৭
বায়বঃ	বায়ব	৪১	৭
রভীষ্টয়ে	রভিষ্টয়ে	৪১	১৫
স্বাহা	(শক্তিবিষয়ে) স্বাহা, (অন্যবিষয়ে) নমঃ	৪৭	১৩
দুই	চারি	৫৩	৭
৬ মধু—পূর্ব্বমন্ত্র	০	৫৭	২১
বল	বন	৭০	৫
রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ	রৌদ্র্যৈ, অম্বিকায়ৈ, বলবিকরিণ্যৈ, ফলবিকরিণ্যৈ, কাল্যৈ	৭০	৫
শ্রীকণ্ঠন্যাস	০	৭১	৬
শূলপাণয়ে	পশুপতয়ে	৭২	৯
হার, গ্রীবা	হায়গ্রীবী	৮২	১৫
জগন্মোহিনী	ত্রৈলোক্যমোহিনী	৮২	১৫।১৬
বলিবে		৮৩	১২

ওঁ পরদেবতায়ৈ নমঃ।

সংক্ষিপ্ত আর্য্যানুষ্ঠান।

প্রথম কাণ্ড।

প্রাতঃকৃত্য (১)।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে (প্রায় চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে) নিদ্রা ত্যাগ রিয়া শয্যাতেই উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য য়ো এই মন্ত্রগুলি পাঠ ও গুরুপূজা করিবে।

পাঠ্য মন্ত্র।

১। প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

২। ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতু
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥

৩। কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্॥

---

(১) প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো জনো ভক্তিতোঽর্চ্চয়েৎ।
নিষ্ফলা তস্য পূজা স্যাৎ শৌচহীনা যথা ক্রিয়া॥

৪। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥

মানস-গুরু-পূজা (১) (দীক্ষিতমাত্রেরই কর্ত্তব্য)।

ধ্যান—প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্॥

এষঃ গন্ধঃ ঐং গুরবে নমঃ (অমুক দেবশর্ম্মণে ঐং গুরবে নমঃ—সর্ব্বত্র এইরূপও বলিতে পার), এতৎ পুষ্পং ঐরূপ, এষঃ ধূপঃ ঐরূপ, এষঃ দীপঃ ঐরূপ, এতন্নৈবেদ্যং ঐরূপ, এতৎ পানার্থোদকং ঐরূপ (২)। এইরূপ মনে মনে পূজা করিয়া ঐং মন্ত্রে প্রাণায়াম ও অষ্টোত্তরশত জপ ও পুনঃ প্রাণায়াম করিবে।

প্রাণায়াম।

দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া, বাম নাসিকা দ্বারা (ইড়া দ্বারা) বায়ু টানিতে টানিতে, বাম হস্তের অনামার

---

(১) রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া পূজা করিলে ভাল হয়। মলমূত্রের বেগ রোধ করিয়া করিবে না।

(২) তন্ত্রমতে কনিষ্ঠা দ্বারা গন্ধ, তর্জনী দ্বারা পুষ্প ও ধূপ, মধ্যমা দ্বারা দীপ, অনামা দ্বারা নৈবেদ্য ও জল,—এই সমস্ত বৃদ্ধাঙ্গুলি যোগে দিবার বিধি আছে।

দ্বিতীয় পর্ব্ব হইতে মূলমন্ত্রে (ইষ্টদেবতা হইলে) নতুবা মূলে বা প্রণবে ১৬ বার জপিবে। ইহাকে পূরক বলে। পরে দক্ষিণ নাসিকা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আর বাম নাসিকা অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা, টিপিয়া (মধ্য নাড়ী সুষুম্না দ্বারা) বায়ু রোধ করিয়া ৬৪ বার বাম হস্তে জপিবে। ইহাকে কুম্ভক বলে। পরে দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়া, ঐ নাসিকা দিয়া (দক্ষিণ নাড়ী পিঙ্গলা দ্বারা) ৩২ বার জপিতে জপিতে অল্পে অল্পে বায়ু ত্যাগ করিবে (যদি হস্তে তূলা রাখা যায়, তাহাও যেন না উড়ে, এইভাবে ত্যাগ করিবে), ইহাকে রেচক বলে।

পুনর্ব্বার বাম নাসিকা অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা টিপিয়া ১৬ বার, পরে দুই নাসিকা টিপিয়া ৬৪ বার, পরে বাম নাসিকা ছাড়িয়া ৩২ বার, ঐরূপ করিবে। এইরূপ তিনবার উল্টা পাল্টা করিয়া করিবে।

অসমর্থ হইলে—ঐক্রমে ৪ বার, ১৬ বার, ৮ বার বাম হস্তে জপিবে। ইহাতেও অসমর্থ হইলে ঐরূপে ১ বার, ৪ বার, ২ বার বাম হস্তে জপিবে।

জপ-নিয়ম।

জপ তিনপ্রকার—বাচিক, উপাংশু, ও মানসিক। বাক্য দ্বারা মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া যে জপ, তাহাকে বাচিক বলে। জিহ্বা এবং ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ নড়িবে, আর বর্ণোচ্চারণ আপনিমাত্র শুনিতে পাইবে, এইরূপ জপকে উপাংশু বলে। জিহ্বা ও ওষ্ঠ

নড়িবে না, শব্দও শুনা যাইবে না, এরূপ জপকে মানসিক বলে।

বর্ণ ও পদচ্যুতিরহিত, অদ্রুত, অবিলম্বিত, মুক্তাহার-গুম্ফিতের ন্যায় জপ করিবে। হৃদয়ে বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত, দুই হস্তই যেন আড়ভাবে থাকে। আবার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকল যেন পরস্পর মিলিত থাকে; যেন ছিদ্র না থাকে। জপের আদ্যন্তে প্রাণায়াম ও জপের শেষে জপ-সমর্পণ করিতে হয়।

শক্তি বা শক্তি-গায়ত্রী বিষয়ে—দক্ষিণ হস্তের অনামার (১) মধ্য পর্ব্ব (গাঁইট বা রেখা ভিন্ন যে অংশ, তাহাকে পর্ব্ব বলে) হইতে আরম্ভ করিয়া অনামার মূল, কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্র, অনামার অগ্র, মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল, তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত অঙ্গুষ্ঠের অগ্র দিয়া জপিবে। তাহা হইলেই দশবার হইবে। এইরূপ দশবার করিলে শতবার হইবে। একশত আটবার জপিবার সময় আটবার এইরূপে জপিবে—অনামার মূল হইতে মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত। বাম হস্তের সংখ্যা অঙ্গুলির গাঁইটে রাখিবে।

বৈদিক গায়ত্রী বা দেব-গায়ত্রী বা দেব-বিষয়ে—পূর্ব্বের ন্যায় অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত (মধ্যমার মধ্য ও মূলপর্ব্ব বাদ)। এইরূপ দশবার জপিলে একশতবার হইবে। আর অনামার মূল হইতে তর্জনীর মধ্য পর্য্যন্ত জপিলে আটবার হইবে। অঙ্গুলির পর্ব্ব-রেখায়

---

(১) বুড় আঙ্গুলটী বৃদ্ধা, তাহার পরেরটী তর্জনী, তাহার পরেরটী মধ্যমা, তাহার পরেরটী অনামা, তাহার পরেরটী কনিষ্ঠা (কড়ে আঙ্গুল)।

যেন অঙ্গুষ্ঠের অগ্রপর্ব্ব না পড়ে। পড়িলে পুনর্ব্বার আরম্ভ করিতে হয়। একমনে অর্থবোধ করিয়া জপ করিতে হয়। বাম হস্তের সংখ্যাও ঐরূপে রাখিবে।

জপ-সমর্পণ।

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব! ত্বৎপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে॥

(স্ত্রীলিঙ্গ হইলে গোপ্তা স্থলে গোপ্ত্রী ও দেব স্থলে দেবি! বলিতে হইবে।)

এই বলিয়া দেবের দক্ষিণ হস্তে ও দেবীর বাম হস্তে জল দিবে।

প্রণাম।

নমোঽস্তু গুরবে তুভ্যং ইষ্টদেবস্বরূপিণে॥
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্॥

অথবা—অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

প্রণাম, স্তব, কবচ, গীতা, পরিশিষ্টে দেখ।

আজ্ঞাগ্রহণ।

বিহিতং বিদধে বাথ বিধেয়ং যৎ কৃপাময়।
অনিরুদ্ধং ভবেৎ সর্ব্বং তৎ ত্বদীয়প্রসাদতঃ॥

স্ত্রীগুরুপূজা।

ধ্যান—সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাম্।
প্রসন্নবদনাং ক্ষীণ-মধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুম্॥
পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাম্।
রক্তকঙ্কণপাণিঞ্চ রক্তনূপুরশোভিতাম্॥
শরদিন্দুপ্রতীকাশ-রক্তোদ্ভাসিতকুণ্ডলাম্।
স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাম্॥

পূজাদি পূর্ব্বের ন্যায়। প্রণাম, স্তব ও কবচ পরিশিষ্টে দেখ।

কুলকুণ্ডলিনী-পূজা।

মূলাধার পদ্মের (১) কর্ণিকার মধ্যস্থিত ত্রিকোণ যন্ত্র, তন্মধ্যস্থিত অধোমুখ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, তাহাতে অধোমুখ সার্দ্ধ-

---

(১) মলদ্বারের চারি অঙ্গুলি উপরে মূলাধার নামক চতুর্দ্দল পদ্ম স্বর্ণবর্ণ; লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্দল পদ্ম বিদ্যুদ্বর্ণ; নাভিদেশে মণিপূরক নামক দশদল পদ্ম নীলবর্ণ; হৃদয়ে অনাহত নামক দ্বাদশদল পদ্ম প্রবাল-বর্ণ; কণ্ঠে বিশুদ্ধ নামক ষোড়শদল পদ্ম ধূম্রবর্ণ; ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা নামক দ্বিদল পদ্ম শ্বেতবর্ণ; মস্তকে সহস্রদল পদ্ম শুক্লবর্ণ।

ত্রিবলয়বেষ্টিনী, প্রসুপ্তসর্পাকৃতি নীবারকের (ধান্যের শুঁয়া) ন্যায় সূক্ষ্মা, দ্বাদশাঙ্গুলিপরিমিতা, কোটি কোটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাময়ী, আপনার ইষ্টদেবতারূপিণী কুলকুণ্ডলিনীকে, "হূং" বা "হংসঃ" এই মন্ত্রে মূলাধার-ত্রিকোণস্থ অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক জাগরিত করিয়া, "সোঽহং"মন্ত্রে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া, সুষুম্নার (১) মধ্য দিয়া সহস্রদল পদ্মে অবস্থিত পরম-শিবে সংযুক্ত করিবে। পরে তত্রত্য সুধায় তাঁহাকে আপ্লুত করিয়া ও সেই সুধা পান করাইয়া, পুনর্ব্বার সুষুম্না-পথ দিয়া মূলাধারে স্থাপিত করিয়া পূজা করিবে।

কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান।

প্রসুপ্ত-ভুজগাকারাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাশ্রিতাম্।
বিদ্যুৎকোটিপ্রভাং দেবীং বিচিত্রবসনান্বিতাম্।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং সর্ব্বদা কারণপ্রিয়াম্।

ঐং বীজে মানসোপচারে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ, নৈবেদ্য ও পানার্থোদক দিয়া ঐং বীজে প্রাণায়াম ও অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া ইষ্টদেবতার নমস্কার-মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

পরে ঐরূপ মানসোপচারে গন্ধাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া ১০৮ বার জপিবে। অনুস্বারযুক্ত মাতৃকাবর্ণে অনুলোম

---

(১) বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, মধ্যে সুষুম্না নাড়ী; ইহার মধ্যে ষট্‌পদ্ম বা ষট্‌চক্র।

বিলোম ক্রমে (উল্টাপাল্টা করিয়া) বর্ণমালায় মন্ত্র পুটিত করিয়া মনে মনে জপ প্রশস্ত (১)।

চৌরগণেশ-ন্যাস।

এই সময় এই ন্যাস না করিলে পুজাদি কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

হৃদয়ে—ক্রোং এই মন্ত্র দশবার জপিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে—হ্রীং হ্রীং ১০ বার, বাম চক্ষুতে ঐরূপ, দক্ষিণ কর্ণে ঐরূপ, বাম কর্ণে ঐরূপ; দক্ষিণ নাসিকায়—হুং হুং ১০ বার, বাম নাসিকায় ঐরূপ; মুখে—হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং ১০ বার—নাভিতে ঐং হ্লং ১০ বার; লিঙ্গে—হ্‌সৌ ১০ বার; গুহ্যে—ব্লুং ১০ বার; ভ্রূমধ্যে—হুং ১০ বার, জপিবে।

অজপামন্ত্র-জপ-সমর্পণ।

অস্য অজপা-গায়ত্রী-মন্ত্রস্য হংস ঋষিঃ অব্যক্ত-গায়ত্রী চ্ছন্দঃ পরমহংসো দেবতা হং বীজং সঃ শক্তিঃ পরমাত্মপ্রীতয়ে উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসাভ্যাং ষট্‌শতাধিকৈকবিংশতিসহস্র-জপং পূর্ব্বভূতেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ।

ন্যাস—শিরসি হংসঋষয়ে নমঃ, মুখে অব্যক্তগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি পরমহংসদেবতায়ৈ নমঃ, লিঙ্গে হং বীজায় নমঃ, গুহ্যে সঃশক্তয়ে নমঃ।

---

(১) ক্ষ এই বর্ণের পরিবর্ত্তে ল বলিতে হয়।

মূলাধারে গায়ত্রীসহিতায় গণনাথায় ষট্শতসংখ্যকজপম্ অহর্নিশং সমর্পয়ামি নমঃ, স্বাধিষ্ঠানে সাবিত্রীসহিতায় ব্রহ্মণে ষট্সহস্রসংখ্যকজপং সমর্পয়ামি নমঃ, মণিপূরে লক্ষ্মীসহিতায় বিষ্ণবে ষট্সহস্রসংখ্যকজপং সমর্পয়ামি নমঃ, অনাহতে গৌরী-সহিতায় শিবায় ষট্সহস্রসংখ্যকজপং সমর্পয়ামি নমঃ, বিশুদ্ধে জীবাত্মনে সহস্রসংখ্যকজপং সমর্পয়ামি নমঃ, আজ্ঞাপদ্মে মায়া-সহিতায় গুরুমূর্ত্তয়ে সহস্রসংখ্যকজপং সমর্পয়ামি নমঃ, ব্রহ্ম-রন্ধ্রে পরমাত্মনে সহস্রসংখ্যকজপং সমর্পয়ামি নমঃ। অষ্টোত্তর-শত "হংসঃ" এই মন্ত্র জপ করিবে।

প্রার্থনা।

প্রাতঃপ্রভৃতি সায়ান্তং সায়াদি প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগত্যর্থে তদস্তু তব পূজনম্।
অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্॥
লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে (১)॥

---

(১) ত্রৈলোক্যরক্ষাধিময়ে স্বরেশি
শ্রীপার্ব্বতি ত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

শাক্তদিগের ইহাও পাঠ্য।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ (কেনাপি দেবেন) হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

ভূমির নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা।

সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পুরুষ দক্ষিণ চরণ, স্ত্রী বাম চরণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ, এই বলিয়া প্রণাম করিবে।

বিণ্মূত্র-ত্যাগ।

দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞসূত্র রাখিয়া মৌনী হইয়া গৃহের দূর-প্রদেশে (১) মলমূত্রাদিরহিত তৃণবেষ্টিত স্থানে বিণ্মূত্র ত্যাগ করা বিধি।

পথে, গোষ্ঠে, চষা ভূমিতে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে, বিল্ব, অশ্বত্থ প্রভৃতি পূজ্য বৃক্ষের তলায়, উৎকৃষ্ট ফলদ বৃক্ষের তলায়, জলে,

(১) বাণ ক্ষেপণ করিলে সেই বাণ যতদূর যাইতে পারে তৎপরিমাণ (প্রায় ১৫০ হস্ত) দক্ষিণ বা বায়ুকোণে বিণ্মূত্র ত্যাগ করা বিধি। দিবসে ও সন্ধিসময়ে উত্তরাস্য, রাত্রিতে দক্ষিণাস্য, হইয়া করা বিধি। এই সময় থুতু ফেলিতে ও শ্বাসগ্রহণ করিতে নাই।

প্রাণিযুক্ত গর্ত্তে, বল্মীকে, ভস্মে, শ্মশানে, চিতায়, নদী-তীরে, পর্ব্বতে, দেবালয়-চত্বর মধ্যে, বিণ্মূত্র-ত্যাগ নিষেধ।

যাইতে যাইতে, বা দণ্ডায়মান হইয়া, বা জলপাত্র স্পর্শ করিয়া, বা পাদুকাপদ হইয়া, ত্যাগ করা অবিধি।

কোন প্রাণিসংসৃষ্ট পদার্থের উপর বসিয়া ত্যাগ করা নিষেধ। কদাচ বেগ রোধ করিবে না (১)।

শৌচক্রিয়া।

বিণ্মূত্র ত্যাগের পর, প্রথম মূত্রদ্বারে ত্রিপর্ব্বী-পরিমিত (২) মৃত্তিকা দিয়া ধৌত করিবে, পরে লোষ্ট্র, প্রস্তর, বা তৃণ দ্বারা অগ্রে গুহ্যের মল পরিষ্কার করিয়া, বামহস্তের ত্রিপর্ব্ব দ্বারা গুহ্যে অর্দ্ধকোষপরিমিত মৃত্তিকা দিবে, পরে তদর্দ্ধ, পরে তদর্দ্ধ মৃত্তিকা দিয়া জল দ্বারা ধৌত করা বিধি। নাভির ঊর্দ্ধে বাম হস্তে, নাভির নিম্নদেশে দক্ষিণ হস্তে, শৌচ করিতে নাই। জল-পাত্রের অভাবে জল হইতে অরত্নিমিত (মুটুম-হাত) স্থান পরি-ত্যাগ করিয়া শৌচ করিবে। গুহ্যক্ষালনের পর বাম হস্তে কাছা দিবে না, বা ঐ হস্তে জলপাত্র স্পর্শ করিবে না।

(১) বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবিত স্থানে, অন্ধকার, বা ছায়াতে যে কোন দিকে মুখ করিয়া করিলে দোষ নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, গো, বায়ু, জলাশয়, ব্রাহ্মণ বা অন্য পূজ্যতমের দিকে অভিমুখ হইয়া করিবে না। মস্তক বস্ত্রে আবৃত করিয়া ত্যাগ করা বিধি।

(২) তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামার একত্রীকৃত অগ্র-পর্ব্বত্রয়।

হস্তপদে মৃত্তিকা-লেপন।

বাম-হস্ত-তলে দশবার (বাম হাত দিয়া), বাম-হস্ত পৃষ্ঠে ছয়-বার (দক্ষিণ হস্ত দিয়া), পরে উভয় হস্ত দিয়া সাতবার, কর-তলে ও করতল-পৃষ্ঠে, ত্রিপর্ব্বী-পরিমিতের ন্যূন না হয়, এরূপ মৃত্তিকা লেপন করিয়া ক্ষালন করিবে, পরে যাবৎ গন্ধ না যায়, তাবৎ এরূপ করিবে। (অনুপনীত, স্ত্রী এবং শূদ্রের পক্ষে গন্ধ-ত্যাগ পর্য্যন্ত নিয়ম-সংখ্যার নিয়ম নাই)। পরে দুই পদে তিন বার করিয়া মৃত্তিকা দিয়া ধৌত করিয়া, জলপাত্র মৃত্তিকা বা গোময় দিয়া মাজিয়া, সেই পাত্র ও শৌচস্থান ধৌত করিবে। পরে উভয় হস্তের নখের মলা সকল তৃণ দ্বারা বাহির করিয়া, পুনর্ব্বার তিনবার মৃত্তিকা দিয়া ক্ষালন করিবে (১)।

মূত্র-ত্যাগের পর—মূত্রদ্বারে একবার, বাম-হস্ত-তলে তিন-বার, উভয় হস্তে দুইবার, প্রতিপদে একবার, করিয়া মৃত্তিকা দিয়া ধৌত করা বিধি। শুক্রশৌচেও এই নিয়ম।

পাদ-প্রক্ষালন (২)।

পূর্ব্ব বা পশ্চিমাস্য হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক অগ্রে বাম পাদ, পরে দক্ষিণ পাদ (যজুর্ব্বেদীরা অগ্রে দক্ষিণ,

---

(১) রাত্রিতে ইহার অর্দ্ধমাত্রা, পীড়িতাবস্থায় বা বিপদ্দশায় তাহার অর্দ্ধমাত্রা, এবং পথে তাহারও অর্দ্ধমাত্রা দ্বারা শুদ্ধি হয়।

(২) পূজাদি কার্য্যে বামপাদম্ অবনেনিজে, এই মন্ত্রে বাম পাদ, দক্ষিণ-পাদম্ অবনেনিজে, এই মন্ত্রে দক্ষিণ পাদ, ধৌত করিবে। তন্ত্রমতে ওঁ হ্রীঁ বিশুদ্ধ সর্ব্বপাপানি সময়াশেষবিকল্পমপনয় হুঁ ফট্ স্বাহা।

পরে বাম পাদ) ধৌত করিবে; শূদ্র দ্বারা ক্ষালিত করিতে হইলে অগ্রে বাম পাদ ধৌত করাইবে; দৈব কার্য্যে উত্তরাস্য ও পৈত্র কার্য্যে দক্ষিণাস্য হইয়া পাদ-প্রক্ষালন করিবে। পরে আচমন, বা গো-পৃষ্ঠ স্পর্শ, বা সূর্য্য-দর্শন, বা দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ, করিবে।

দন্তমার্জন। (১)

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া, ত্বক্‌বিশিষ্ট কাষ্ঠে (২) বা চূর্ণাদি দ্রব্যে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা এই মন্ত্রে দন্তমার্জন করিবে;—

"আয়ুর্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাপশুবসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ তন্নো ধেহি বনস্পতে॥"

দন্তমার্জনে নিষিদ্ধ দ্রব্য।

তৃণ, অঙ্গার, ইষ্টক, লোষ্ট্র, প্রস্তর, বালুকা, লৌহ, খর্পর

---

(১) চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, প্রতিপদ, ষষ্ঠী, নবমী, সংক্রান্তি, শ্রাদ্ধ, জন্ম, বিবাহ, ব্রত বা উপবাস দিনে দন্তকাষ্ঠ-ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই সকল দিনে যে কোন উপায়ে দন্ত-মার্জন করিয়া (যেন রক্তপাত না হয়) জিহ্বা-মার্জনপূর্ব্বক দ্বাদশবার কুল্লি করিবে।

(২) তিক্ত, কষায়, কটু, কণ্টকিত বা ক্ষীরযুক্ত কাষ্ঠই প্রশস্ত। পলাশ, রক্তকাঞ্চন, চালতা, শোণ, নিসিন্দা, শেফালিকা, খর্জ্জুর, নারিকেল, গুবাক, তাল ও কেতকী নিষিদ্ধ।

(খোলা), বা কেবলমাত্র অঙ্গুলি, কেবলমাত্র লবণ ও কেবল মাত্র মৃত্তিকা দ্বারা করা অবিধি।

মুখ-ধাবন।

পরে জিহ্বা মার্জন করিয়া দ্বাদশ বারের কম না হয় বসিয়া কুলি করিবে। (আহারান্তেও এই নিয়ম)। তন্ত্রে, মূলে বা "ক্লীং কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় নমঃ" এই মন্ত্রে মুখ-ধাবনের বিধি আছে। পরে রাত্রিবাস ত্যাগ করিবে।

তৈল-মর্দ্দন।

তিল, সর্ষপ, পুষ্পবাসিত এবং গন্ধ তৈল ও ঘৃত প্রশস্ত। অগ্রে "অশ্বত্থায়ে নমঃ" বলিয়া কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধা দ্বারা ভূমিতে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিয়া প্রথমে পদদ্বয়ে, পরে মস্তকে, তৎপরে অন্য অন্য অবয়বে, মর্দ্দন করিবে।

রবি, (১) মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, দ্বাদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে, ব্রত ও শ্রাদ্ধ দিনে, গ্রহণ, সংক্রান্তি, যোগবিশেষ ও প্রাতঃস্নানে, তৈল-মর্দ্দন নিষেধ। গাত্র নির্ম্মল করিবার নিমিত্ত তিল-কল্ক (খোল), আমলচূর্ণ ও দ্বিদল-চূর্ণ (ব্যাসম) ব্যবহার করিবে। তৈল-মর্দ্দন করিয়া শৌচ প্রস্রাব ত্যাগ করা নিষিদ্ধ(২)।

---

(১) আবশ্যক হইলে রবিবারে তৈলে পুষ্প, মঙ্গলবারে মৃত্তিকা, বৃহস্পতিবারে, দূর্ব্বা, এবং শুক্রবারে গোময়, দিয়া মাখিবে।

(২) মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া করিবার প্রথা আছে।

স্নান-বিধি (১)।

অরুণোদয়ই প্রাতঃস্নানের মুখ্যকাল। স্নান না করিলে দৈব ও পৈত্র ক্রিয়ায় অধিকার হয় না। স্নান সাতপ্রকার—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, মানস, এবং বারুণ। "শন্ন আপঃ" ইত্যাদি ঋক্‌চতুষ্টয় পাঠপূর্ব্বক মার্জনের নাম "মান্ত্র" (ইহা বেদাধিকারীর পক্ষে); গঙ্গা-মৃত্তিকা দ্বারা তিলক-ধারণ করার নাম "ভৌম"; গাত্রে বিভূতি লেপনের নাম "আগ্নেয়"; গোক্ষুর-সমুত্থিত ধূলি স্পর্শের নাম "বায়ব্য"; সূর্য্য-কিরণস্থিত ব্যক্তির গাত্রে মেঘ-বর্ষণ-বিন্দু পাতের নাম "দিব্য"; বিষ্ণু স্মরণ (২) করার নাম "মানস"; এবং অবগাহন স্নানকে "বারুণ" কহে।

নাভিপর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া স্নান করিবে। স্নানের সময় ম্লেচ্ছ ও পতিতের সহিত আলাপ করিতে নাই।

অবগাহন-স্নান।

পরখাত জলাশয়ে (৩) স্নান করিতে হইলে অগ্রে সাতবার বা তিনবার মৃৎপিণ্ড তুলিয়া ফেলিতে হয়; পরে একবার

---

(১) বমন, ধূমোদ্গার, অশ্রুপাত, রেতঃপাত ও ক্ষৌরকর্ম্মান্তে, জলৌকা, (জোঁক) প্রভৃতি জন্তু স্পর্শ করিলে, এবং গুরুলোককে, তিরস্কার ও ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে, স্নান না করিলে নিত্য কর্ম্মে অধিকার হয় না।

(২) বিষ্ণুর চরণ-নিঃসৃত-গঙ্গা-জলে স্নান করিতেছি, এইরূপ চিন্তা।

(৩) অন্ত্যজ জাতির জলাশয়ে স্নান নিষেধ।

জলমগ্ন (ডুবা) হইয়া আচমনপূর্ব্বক সংকল্প (১) করিয়া যেখানে দণ্ডায়মান থাকিবে, তাহার চতুর্দ্দিকে "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রে চারি হস্ত মাপিয়া এই মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে—

"বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি॥
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবাশিবা॥
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসারিণী।
ক্ষমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী॥
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী (২)॥

---

(১) বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতয়ে (গঙ্গাদিতে তীর্থের নাম উল্লেখ করিতে হয় যেমন গঙ্গায়াং, যমুনায়াং ইত্যাদি) স্নানমহং করিষ্যে।

(২) এই সময়ে এই মন্ত্রে মৃত্তিকা মাখিবারও বিধি আছে,—

"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি, সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়॥
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতে।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥

পরে জলোপরি "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া করপুটে তিন, চারি, পাঁচ, বা সাতবার মস্তকে জল দিয়া, কেশবন্ধন মোচন করিয়া মুখ, নাসিকা, চক্ষু, ও কর্ণ রন্ধ্র হস্তদ্বয়ে আচ্ছাদনপূর্ব্বক, তিনবার ডুব দিবে।

অনুপনীত স্ত্রী বা শূদ্র কেবল প্রণামপূর্ব্বক স্নান করিবে। প্রভূত, অপবিত্র, অবিজ্ঞাত জলে স্নান করিবে না। আহারান্তে, বা কিছু আহার করিতে করিতে, সন্ধ্যাকালে বা, রাত্রিতে নিষেধ। (রাত্রিতে নৈমিত্তিক কার্য্যে নিষেধ নাই)।

একবস্ত্রে, বহুবস্ত্রে, জীর্ণবস্ত্রে, বা সিলাইযুক্ত বস্ত্রে, উলঙ্গ, বা উবু হইয়া, স্নান করিবে না। জলে বা পাদদ্বয়ে বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। পিতৃহীন ব্যক্তির তর্পণের পূর্ব্বে বস্ত্র-নিষ্পীড়ন নিষেধ। স্নানের পর আর্দ্র বস্ত্রে পুরীষ মূত্র ত্যাগ করিলে পুনর্ব্বার প্রাণায়াম করিয়া স্নান করিতে হয়।

উদ্ধৃত জলে স্নান।

পরখাত কূপে স্নান করিতে হইলে অগ্রে তিন ঘট জল তুলিয়া ফেলিতে হয়; চতুর্দ্দিকে চারি-হস্ত-পরিমিত তীর্থ কল্পনা করিয়া "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র পড়িয়া সূর্য্যাভিমুখে স্নান করিবে, সমর্থ হইলে পূর্ব্বলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিবে।

উদ্ধৃত জলে রত্ন, স্বর্ণ, পুষ্প, তিল, শ্বেতসর্ষপ, বা কুশ দিয়া স্নান করা প্রশস্ত। উদ্ধৃত জল শঙ্খে করিয়া মস্তকে দিলে গঙ্গা-স্নান তুল্য হয়। পরোদ্ধৃত বা উত্তাপবিশিষ্ট জলে স্নানের বিধি নাই। পরিধেয় বস্ত্রে বা কেবল হস্ত দ্বারা গাত্রমার্জন নিষেধ।

স্নানানুকল্প।

পূর্ব্বোক্ত স্নানে অসমর্থ হইলে গলদেশপর্য্যন্ত ধৌত করিলে বা আর্দ্র গাত্রমার্জনী দ্বারা গাত্র মার্জন করিলে স্নান সিদ্ধ হয়।

গঙ্গা-স্নান।

গঙ্গাকূলে অবতরণ করিয়া—

"ওঁ সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥"

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া, কিঞ্চিৎ জল মস্তকে দিয়া, জলে অবতরণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠান করিয়া, এই মন্ত্রটী পাঠপূর্ব্বক স্রোতোঽভিমুখে ডুব দিবে।

বিষ্ণুপাদার্ঘসংভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্॥

গঙ্গায় মুখ-ধাবন, মল-ক্ষালন, গাত্র-মার্জন, ও সন্তরণাদি করিতে নাই। গাত্র-মার্জন করিতে হইলে জলসমীপে গাত্র-মার্জন করিয়া জলে অবতরণ করিবে।

তান্ত্রিক স্নান (তন্ত্রদীক্ষিতের কর্ত্তব্য)।

বৈদিক স্নানের পর তান্ত্রিক স্নান। প্রথমে সংকল্প—পূর্ব্ববৎ-অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে। পরে

ষড়ঙ্গ-ন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া, "গঙ্গে চ" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশ-মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিবে। পরে "বং" মন্ত্রে ধেনু-মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া, "হুঁং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন-মুদ্রা দেখাইয়া, অস্ত্র মুদ্রা দ্বারা রক্ষা করিবে,(পরিশিষ্টে মুদ্রা-প্রকরণ দেখ) অনন্তর জলে একাদশবার মূল-মন্ত্র জপ ও সূর্য্যাভিমুখে দ্বাদশবার জলধারা নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই মন্ত্রিত জল ইষ্টদেবতার পাদপদ্ম-নিঃসৃত মনে করিয়া, মগ্ন বা তত্ত্ব-মুদ্রা দ্বারা তিনবার মস্তকে সিঞ্চনপূর্ব্বক, মূল-মন্ত্র ১০৮ বার জপিবে। তাহার পর জলে তিনবার জপ করিয়া, কলস মুদ্রা দ্বারা তিনবার সেই জল নিজ মস্তকে দিয়া, ডুব দিবে।

তন্ত্রমতে গঙ্গাস্নানে অসমর্থদিগের পৃথক্ বিধান (১)।

ধ্যান—শুদ্ধস্ফটিকসংকাশাং শুভ্রাম্বরবিভূষিতাম্।
শুদ্ধমুক্তাময়ীং মালাং হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥
শ্বেতপদ্মসমাসীনাং শ্বেতাভরণভূষিতাম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং ব্রহ্মাদিপরিষেবিতাম্॥

এই ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীঁ গঙ্গায়ৈ ওঁ হ্রীঁ স্বাহা" এই নবাক্ষর মন্ত্র এবং "ওঁ গঙ্গায়ৈ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিলে, গঙ্গাস্নানের কার্য্য হইবে।

---

(১) তন্ত্রমতে গঙ্গা-স্নান ব্যতীত পূজাদি কার্য্যে অধিকার হয় না।

বস্ত্র-পরিধান।

প্রণবে বা মূলে ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র পরিধান ও উত্তরীয় বন্ধন করিয়া যজ্ঞোপবীতের ন্যায় ধারণ করিবে (১), বস্ত্র জানুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত পতিত হওয়া আবশ্যক। ছিন্ন, মলিন, দগ্ধ, কীট বা মূষিক দ্বারা ছিদ্রীকৃত, জীর্ণ, দশাহীন, সিলাই করা, নীলবর্ণ, রক্তবর্ণ বা কাষায় (২), অক্ষালিত রজকগৃহাগত বস্ত্র, পরকীয় বস্ত্র, অক্ষালিত বস্ত্র, বা কটিনিঃসৃত (ছাড়া) বস্ত্র, পরিয়া পূজাদি করা কর্ত্তব্য নয়। ক্ষৌম বস্ত্র পরিয়া অন্ন আহার করিলে তাহা ধৌত না করিয়া পরিধান করিয়া পূজাদি করিতে নাই।

তিলক বা ফোঁটা।

পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া বিপ্রেরা নাসিকা মূল হইতে কেশপর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। ক্ষত্রিয়েরা ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্যেরা অর্দ্ধচন্দ্র, শূদ্রেরা বর্ত্তুলাকার, ধারণ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা করিতে নাই (৩)।

---

(১) ত্রিদণ্ডী যজ্ঞসূত্র গলদেশে থাকিলেই উত্তরীয়ের কার্য্য করে।

(২) তান্ত্রিক কার্য্যে রক্ত ও কাষায় বস্ত্র প্রশস্ত।

(৩) প্রাণতোষিণীতে আছে—অমাবস্যায়, বা রাত্রিতে, বা আহারান্তে, করিতে নাই।

তিলক-দ্রব্য।

চন্দন, বিল্ব, (মতান্তরে নিষেধ), তুলসী, পদ্ম, ও তমাল নিম্ব, রক্তচন্দন ইহাদের কাষ্ঠ, যজ্ঞকাষ্ঠ, মৃত্তিকা, গোপীচন্দন, রোচনা, কুঙ্কুম, গোময়—ইহাদের একতম। ইহাদের অভাবে কেবল জল।

স্থান-বিশেষে তিলক-বিশেষ।

ললাটে দীপশিখা-সদৃশ, বাহুদ্বয়ে বিল্বপত্রাকৃতি, হৃদয়ে পদ্মবৎ, গ্রীবায় চন্দ্রের ন্যায়।

ধারণ-স্থান।

ললাট, মস্তক, হৃদয়, কণ্ঠ, কর্ণদ্বয়, বাহুমূলদ্বয়, নাভি, পৃষ্ঠ, পার্শ্বদ্বয়, মস্তকমধ্যে—এই সকল স্থানে যথাক্রমে করিবে।

ধারণ-মন্ত্র।

কেশবানন্দ গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু॥

চন্দন-তিলক-ধারণ-মন্ত্র।

কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্॥

তন্ত্রমতে নিবেদিত চন্দনাদি দ্রব্য ধারণ-মন্ত্র।

যং যং স্পৃশামি পাদেন যো মাং পশ্যতি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যাতু রাজানো দুষ্টদস্যবঃ ॥

শাক্ত-তিলক।

ললাটে রক্তচন্দনে, বা কুঙ্কুমে, বা চন্দনে, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটী রেখা করিয়া, তন্মধ্যে সিন্দূরবিন্দু দিবে।

এই দ্রব্যগুলিকে দেবীর পদরজঃ চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্রে ধারণ করিবে।

ললাটে ইষ্টদেবতার বীজ এইরূপে লিখিবে, যেন কেহ পড়িতে বা বুঝিতে না পারে; হৃদয়ে শ্বেতপদ্মাকৃতি করিয়া হ্রীঁ বীজ লিখিবে; বাহুদ্বয়ে বীরণাকৃতি (বেণার ন্যায়), অন্যত্র বিন্দুর ন্যায় করিবে।

বৈষ্ণব তিলক।

বাহুদ্বয়ে বংশপত্রতুল্য, হৃদয়ে অশ্বত্থপত্রবৎ, অন্যত্র তুলসী পত্রের ন্যায় (১) ললাটে নাসামূল হইতে কেশপর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র উর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে।

---

(১) ললাটে কেশবায়, কণ্ঠে পুরুষোত্তমায়, বামবাহুতে বাসুদেবায়, দক্ষিণবাহুতে দামোদরায়, নাভিতে নারায়ণায়, হৃদয়ে মাধবায়, দক্ষিণপার্শ্বে গোবিন্দায়, বামপার্শ্বে ত্রিবিক্রমায়, বামকর্ণমূলে বিষ্ণবে, দক্ষিণকর্ণমূলে মধুসূদনায়, শিরোমধ্যে হৃষীকেশায়, পৃষ্ঠে পদ্মনাভায়, নমঃ সর্ব্বত্র বলিবে। হস্তক্ষালন জল বাসুদেবায় নমঃ বলিয়া মস্তকে দিবে।

ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ।

ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ না করিলে পূজাদি কার্য্যে অধিকার হয় না, অতএব সকলেরই ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ কর্ত্তব্য।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের পর ত্রিপুণ্ড্র করিতে হয়। ভস্মই প্রধান দ্রব্য, অভাবে চন্দন, বা মৃত্তিকা, বা জল।

ধারণ-স্থান।

ললাট, হৃদয়, নাভি, স্কন্ধ, গল, বাহুদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয় (হস্তের কব্জি), পৃষ্ঠ, ককুদ্ (ঘাড়)। ললাটে করিতেই হইবে।

ধারণ-নিয়ম।

ভ্রূমধ্য হইতে দক্ষিণ-কর্ণ-মূল পর্য্যন্ত টানিয়া পুনর্ব্বার তথা হইতে (বিলোমক্রমে) বাম-কর্ণ-মূল পর্য্যন্ত, মধ্যমা অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে তিনটী বক্ররেখা (অর্দ্ধচন্দ্রাকার) করিবে।

ধারণ-মন্ত্র।

কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষম্। পরে ত্র্যম্বকং যজামহে সমিদ্ধং পুষ্টিবর্দ্ধনম্, উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ এইগুলি তিনবার পাঠ করিয়া ধারণ করিবে। অসমর্থ হইলে অমন্ত্রক ধারণ করিবে।

ভস্ম-শোধন।

হোমীয় ও যজ্ঞীয় ভস্মের শোধন করিতে হয় না। ভস্ম-নির্ম্মাণ যত্নসাধ্য ও তৎসংস্কারমন্ত্রও অনেক, সুতরাং সাধকদিগের সুবিধার জন্য হৌঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্রে ভস্ম শোধন করিয়া ধারণ করিবে।

হোমান্তে ভস্ম-তিলক-ধারণ।

ললাটে—কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং, কণ্ঠে—জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং, বাহুদ্বয়মূলে—যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং, হৃদয়ে—তন্মে (অন্যকে ধারণ করাইতে হইলে তৎ তে) অস্তু ত্র্যায়ুষম্।

শিখা-বন্ধন (১)।

দ্বিজেরা গায়ত্রী দ্বারা, শূদ্রেরা—

"ব্রহ্মবাণীসহস্রাণি শিববাণীশতানি চ।
বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্॥

এই মন্ত্রে—বন্ধন করিবে।

তন্ত্রমতে, সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্—এই মন্ত্রে বন্ধন করিবে।

---

(১) নাসিকার মুল ভ্রূমধ্যের অধঃস্থান হইতে বিতস্তি (বিগত) পরিমাণ—মস্তকের উপরিস্থ কেশকলাপের দক্ষিণ ভাগ শিখা, বাম ভাগ জুটিকা।

শিখামোচনমন্ত্র।

গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্যত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তিং করোম্যহম্॥

এই মন্ত্রে মোচন করিবে।

আচমন।

উত্তরাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া আসনে আসীন হইয়া জানুদ্বয়ের মধ্যে হস্তদ্বয় রাখিয়া আচমন ও সন্ধ্যাদি কার্য্য করিতে হয়।

আসনের উপরে চরণ-তল রাখিয়া (উবু হইয়া) করিতে নাই। জলমধ্যে করিতে হইলে আর্দ্র বস্ত্রে করিবে। জলপ্রান্তে করিতে হইলে শুষ্ক বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক এক পাদ স্থলে ও এক পাদ জলে রাখিয়া বসিয়া করিবে। এখানে উবু হইয়া বসিয়া করিলে দোষ নাই।

পিতল, কাঁসা, লৌহ ও সীসার পাত্রে আচমন করা নিষেধ। বৃষ্টির জলে, অনুৎসর্গ জলাশয়ের জলে, পর্য্যুষিত বা শূদ্রানীত জলে (তীর্থজল ভিন্ন), আচমন, সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজা নিষেধ।

আচমন-নিয়ম।

দক্ষিণ-হস্ত-তলে এরূপ পরিমাণ ফেনা ও বুদ্বুদ রহিত, শীতল ও পবিত্র জল রাখিবে, যাহাতে একটী মাষকলাই ডুবিতে পারে। সেই জল দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলের উত্তর রেখা দ্বারা(১)

(১) ইহাকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ দেবতীর্থ, তর্জনীর মূল পিতৃতীর্থ।

ওঁ বিষ্ণুঃ এই মন্ত্রে তিন বার পান করিবে (২)। পরে অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা অধরোষ্ঠের অলোমস্থান দুই বার মার্জন করিবে। পরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম হস্তে, পদদ্বয়ে, মস্তকে জল অভ্যুক্ষণ করিবে। যজুর্ব্বেদীরা পাদদ্বয়ে ও মস্তকে জল অভ্যুক্ষণ করিয়া ইন্দ্রিয় ও মস্তক স্পর্শ করিবে। পরে তর্জনী মধ্যমা ও অনামা দ্বারা অধরোষ্ঠের মধ্যস্থান স্পর্শ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ স্পর্শ করিবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা নাভি স্পর্শ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিবে। পরে হস্ততল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়া সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। পরে সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিবে। এই সমস্ত স্পর্শ আর্দ্র হস্তে এই মন্ত্রে করিবে। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। এইরূপ দুইবার আচমন করিতে হয়।

অনুপনীত, স্ত্রী ও শূদ্রের, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নমো বিষ্ণুঃ বলিয়া অধরোষ্ঠে তিন বার জলক্ষেপ করিয়া পূর্ব্ববৎ ইন্দ্রিয় স্পর্শ করিবে, মন্ত্র পড়িতে হইবে না।

তান্ত্রিক আচমন।

আত্মতত্ত্বায় স্বাহা (পাদাদি নাভি পর্য্যন্ত), বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা (নাভি হইতে হৃদয়-পর্য্যন্ত), শিবতত্ত্বায় স্বাহা (হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চিন্তা); এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত আচমনবিধিক্রমে আচমন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা মূলে মুখনাসিকাদি স্পর্শ করিবে।

(২) বিপ্রের হৃদয়, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ, বৈশ্যের তালু পর্য্যন্ত পানের বিধি।

স্ত্রী শূদ্রে স্বাহার পরিবর্ত্তে নমঃ বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা যোগে ওষ্ঠদ্বয়ে তিনবার জলক্ষেপ করিয়া মূলে মুখাদি স্পর্শ করিবে।

সর্ব্বত্রই স্বাহা বষট্ বৌষট্ ইত্যাদি বেদমন্ত্রের পরিবর্ত্তে নমঃ বলিবে। কারণ উহাদের বেদে অধিকার নাই।

বৈষ্ণব আচমন।

কেশবায়, নারায়ণায়, গোবিন্দায়। (সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ শেষে নমঃ বলিতে হয়)। এই তিনটী মন্ত্রে তিনবার জল পান করিবে। মাধবায় বিষ্ণবে—হস্তক্ষালন, মধুসূদনায় ত্রিবিক্রমায়—ওষ্ঠমার্জ্জন, বামনায় শ্রীধরায়—মুখমার্জ্জন, হৃষী-কেশায়—হস্তক্ষালন, পদ্মনাভায়—পদক্ষালন, দামোদরায়—মস্তকমার্জ্জন, সঙ্কর্ষণায়—মুখ, বাসুদেবায়—দক্ষিণ নাসিকা, প্রদ্যুম্নায়—বাম নাসিকা, অনিরুদ্ধায়—দক্ষিণ নেত্র, পুরুষো-ত্তমায়—বাম নেত্র, অধোক্ষজায়—দক্ষিণ কর্ণ, নৃসিংহায়—বাম কর্ণ, অচ্যুতায়—নাভি, জনার্দ্দনায়—বক্ষঃ, উপেন্দ্রায়—মস্তক, হরয়ে—দুই স্কন্ধ, এই সকল মন্ত্রে এই সকল স্থান স্পর্শ করিবে।

সন্ধ্যা-বিধি।

প্রাতঃসন্ধ্যার প্রকৃত সময় সূর্য্যোদয়ের এক দণ্ড পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যোদয়ের পর এক দণ্ড পর্য্যন্ত; মধ্যাহ্নসন্ধ্যার প্রকৃত সময়

অষ্টম মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দিনকে ১৫ ভাগ করিয়া তাহার অষ্টম ভাগ; সায়ংসন্ধ্যার প্রকৃত সময় সূর্য্যের অর্দ্ধাস্তগমন ও নক্ষত্র-দর্শনসময়, অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব এক দণ্ড ও অস্তময়ের পর এক দণ্ড, এই দুই দণ্ড।

প্রাতঃসন্ধ্যা পূর্ব্বাস্য, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য, ও সায়ংসন্ধ্যা বায়ুকোণের অভিমুখ হইয়া করিবে। সময় অতীত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিতে হয়। ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ পূর্ব্বসন্ধ্যার বাধ হইলে পরসন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বসন্ধ্যা করিবে। যদি একেবারেই তিনটী সন্ধ্যার বাধ হয়, তাহা হইলে উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাতে অসমর্থ হইলে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অথবা ব্রাহ্মণকে মূল্য দিবে (১)। সন্ধ্যায় অসমর্থ (২) হইলে দশবারের ন্যূন না হয় গায়ত্রী জপ করিবে।

অগ্রে বৈদিক সন্ধ্যা, পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা। অশৌচ হইলে সন্ধ্যাদি নিষেধ, কেবল শিবপূজা ও ইষ্টপূজা করিবে। মানসিক বিষ্ণুপূজারও বিধি আছে। সংক্রান্তি, দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও শ্রাদ্ধবাসরে সায়ংসন্ধ্যা নাই। তন্ত্রমতে কিছুতেই তান্ত্রিক সন্ধ্যার বাধ হয় না। অশৌচ হইলেও করিতে পারে।

---

(১) নিত্যকর্ম্মের বাধ হইলেও এই বিধি।

(২) পীড়িত বা অতিবিপদ্‌গ্রস্ত স্থলে।

সূর্য্যোপস্থান-বিধি।

প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া গুল্ফ উত্তোলনপূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া করিবে। মধ্যাহ্নে ঐরূপে দণ্ডায়মান হইয়া বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক করিবে। সন্ধ্যাকালে উপবেশনপূর্ব্বক পুটাঞ্জলি হইয়া করিবে।

সন্ধ্যাদি কার্য্যের সময় কাহারও সহিত কথা কহিবে না। হাঁচি, থুতু ফেলা, হাই তোলা, বাতকর্ম্ম করিলে, বা নিদ্রার আবির্ভাব হইলে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে।

গায়ত্রী-জপ-ধিধি।

জপের আদ্যন্তে গায়ত্রী-কবচ-পাঠ এবং জপের আদিতে গায়ত্রীর শাপোদ্ধার পাঠ করিবারও বিধি আছে। প্রাতঃসন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যার সময় দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যাভিমুখে দশবারের ন্যূন না হয় করিবে। প্রাতঃকালে উত্তানকরে (বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত চিত করিয়া), মধ্যাহ্নে তির্য্যক্ হস্তে (হস্তদ্বয় ঈষৎ অধোমুখ করিয়া), সায়াহ্নে হস্তদ্বয় অধোমুখ করিয়া করিবে। জপকালে স্ত্রীলোক বা শূদ্র দর্শন হইলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবে। জপের নিয়ম জপরহস্যে দেখ।

গায়ত্রীর তিন নাম—প্রাতঃকালে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী, সায়াহ্নে সরস্বতী।

পঞ্চযজ্ঞ।

পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ (১) বা ভূতবলি, ও নৃযজ্ঞ। নিত্যশ্রাদ্ধতর্পণাদির নাম পিতৃযজ্ঞ, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ (২), দেবতা পিতৃ ও ইতর প্রাণীদিগকে সমন্ত্র অন্নাদি দিবার নাম দেবযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ, অতিথি পূজার নাম নৃযজ্ঞ।

পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ (৩)।

সামবেদীর সূর্য্যোপস্থানের পর ও প্রাতঃসন্ধ্যার গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে, যজুর্ব্বেদীর প্রাতঃসন্ধ্যার পর এবং ঋগ্বেদীর বৈশ্বদেবপ্রয়োগের পূর্ব্বে।

যাহার পিতা নাই, তাহারই তর্পণে অধিকার। জলে

---

(১) জীবৎপিতৃকের অধিকার নাই। শূদ্রেরা বেদ ভিন্ন অন্য মন্ত্র পাঠ করিবেন।

(২) বেদ—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব, এই চারিভাগে বিভক্ত। চারিখানি পাঠে অসমর্থ হইলে একখানি (তিনি যে বেদী সেই বেদ পাঠ), তাহাতে অসমর্থ হইলে কিয়দংশ, তাহাতেও অসমর্থ হইলে অন্ততঃ চারি বেদের চারিটী মন্ত্র, পাঠ করা বেদাধিকারীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পূর্ব্বাভিমুখে আসীন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। সামবেদীরা প্রাতঃসন্ধ্যার পর পাঠ করিবেন। যজুর্ব্বেদীরা তর্পণের পরে করিবেন। শূদ্রেরা বেদ ভিন্ন অন্য শাস্ত্র পাঠ করিবেন। তান্ত্রিক সন্ধ্যার পর দেখ।

(৩) নিত্যশ্রাদ্ধে অসমর্থ হইলে তর্পণ দ্বারা পিতৃযজ্ঞ সিদ্ধ হয়। তর্পণে অসমর্থ হইলে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তম্ ইত্যাদি লক্ষ্মণকৃত মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিলে তর্পণ সিদ্ধ হয়।

করিতে হইলে নাভিমাত্র জলে করিবে। স্থলে করিতে হইলে এক পদ জলে ও এক পদ স্থলে রাখিয়া শুষ্ক বস্ত্রে উপবিষ্ট হইয়া করিবে। কেবল ভূমিতে তর্পণজল ত্যাগ করিতে নাই। জলাশয়ে করিলে জলমধ্যে, এবং গৃহে করিলে তাম্র, রৌপ্য বা সুবর্ণাদি পাত্রে, বা কুশোপরি ত্যাগ করিবে। কুশের রৌপ্যের বা স্বর্ণের অঙ্গুরীয় অনামায় ধারণ করিয়া করিতে হয়। এক হস্তে তর্পণ নিষেধ। দেব-তর্পণে যব ও ত্রিপত্র, পিতৃ-তর্পণে তিল ও মটক আবশ্যক, তদভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য বা কুশ সংস্পৃষ্ট জলে করিতে হয়। বৃষ্টিসম্পর্ক জলে ও অন্ত্যজ জাতির জলাশয়ের জলে তর্পণ নিষেধ।

রবি বা শুক্র বারে, শ্রাদ্ধবাসরে, সংক্রান্তিতে, সপ্তমী, দ্বাদশী বা জন্মতিথিতে, গঙ্গাজলভিন্ন জলে তিলতর্পণ নিষেধ(১)।

প্রাদেশপরিমিত স্থানের উচ্চ হইতে তর্পণ-জল ক্ষেপণ নিষেধ। বামহস্তের অলোম স্থানে তিল রাখিতে হয়। কেবল তর্জ্জনী-বা কেবল অঙ্গুষ্ঠে বা অনামাসংযুক্ত অঙ্গুষ্ঠে তিল লইতে হয়। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধবাসরে বস্ত্রনিষ্পীড়ন-জলে তর্পণনিষেধ। জল হইতে উঠিয়া মৃত্তিকায় বস্ত্রনিষ্পীড়ন-তর্পণজল ত্যাগ করিবে। তর্পণের পর নৈমিত্তিক বা কাম্য স্নান করিলে পুনর্ব্বার তর্পণ করিতে হয়।

---

(১) অয়ন ও বিষুব সংক্রান্তিতে, তীর্থে, প্রেততর্পণে ও গ্রহণকালে দোষ নাই।

তর্পণ-প্রয়োগ।

যজ্ঞসূত্র ও উত্তরীয় বাম স্কন্ধে রাখিয়া (১) পূর্ব্বাভিমুখে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দেবতর্পণ করিবে (২)। যথা, ব্রহ্মা তৃপ্যতাম্, বিষ্ণুস্তৃপ্যতাম্, রুদ্রস্তৃপ্যতাম্, প্রজাপতিস্তৃপ্যতাম্। প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ (যে কেচিৎ) পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতৎ দীয়তে সলিলং ময়া॥

এই মন্ত্রে একাঞ্জলি জল দিবে।

পরে উত্তরীয় যজ্ঞোপবীত মালার ন্যায় করিয়া সামবেদীরা পশ্চিম মুখে, অন্যবেদীরা উত্তর মুখে, কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশ

---

(১) উত্তরীয় বামে থাকিলে উপবীতী, মালার ন্যায় থাকিলে নিবীতী, দক্ষিণ স্কন্ধে থাকিলে প্রাচীনাবীতী বলে।

(২) কেহ কেহ এই সময়ে বৈদিক মন্ত্রে আবাহন করেন—

বিশ্বেদেবা স আগত শৃণুতাম ইমং হবং ইদং বর্হি নিষীদত।

কৃতাঞ্জলি হইয়া—

বিশ্বেদেবা শৃণুতেমং হবং যে মে অন্তরীক্ষে য উপদ্যবিষ্ঠ।
যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা, আসাদ্যাস্মিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্॥

ওঁ ওষধয়ঃ সমবদন্তঃ সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং পারয়ামসি।

সামবেদীদিগের সমস্ত, যজুর্ব্বেদীদিগের শেষ দুটী।

দ্বারা সাক্ত (আতপচাউল-মিশ্রিত) জলে সনকাদি ঋষিগণের তর্পণ করিবে। যথা,

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়াস্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥

এই বলিয়া দুই অঞ্জলি জল দিবে। এক একটীর নাম উল্লেখ করিয়াও দিতে পার।

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাম্, অত্রিস্তৃপ্যতাম্, অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাম্, পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাম্, পুলহস্তৃপ্যতাম্, ক্রতুস্তৃপ্যতাম্, প্রচেতাস্তৃপ্যতাম্, বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাম্, ভৃগুস্তৃপ্যতাম্, নারদস্তৃপ্যতাম্। প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

পরে দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরীয় ও যজ্ঞসূত্র রাখিয়া, দক্ষিণাভিমুখ হইয়া, বাম জানু পাতিত করিয়া, তিল ও মটক দিয়া, বৃদ্ধা ও তর্জ্জনীর মধ্যদেশ দ্বারা দিব্য-পিতৃতর্পণ করিবে। যথা, ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং (যে তীর্থে তর্পণ করিবে, সেই তীর্থজলের নাম উল্লেখ করিয়া করিবে, সরোবরাদিতে হইলে সতিলোদকং) তেভ্যঃ স্বধা। সৌম্যাস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা। এইরূপ হবিষ্মন্তঃ, উষ্মপাঃ, সুকালিনঃ, বর্হিষদঃ, আজ্যপাঃ। প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

যম-তর্পণ।

যম-দ্বিতীয়ায় ও ভূতচতুর্দ্দশীতে অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যেকের

নাম উল্লেখ করিয়া তিনবার করিয়া তর্পণ করিতে হয়। প্রতিদিন করিবারও বিধি আছে।

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

একবার সতিল জলাঞ্জলি দিবে।

পিতৃ-তর্পণ (১)।

সামবেদীদিগের প্রথম আবাহন (ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া)—

আগচ্ছন্তু মে পিতরঃ ইমং গৃহ্লন্তপোঽঞ্জলিম্।

সামবেদীরা বলিবেন—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্মৈ স্বধা। সর্ব্বত্র প্রথমান্ত পদ ব্যবহার। এই বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে।

যজুর্ব্বেদীরা বলিবেন—অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা। সর্ব্বত্র সম্বোধনপদ।

---

(১) কোন কোন মতে বৈদিক আবাহন—এত পিতরঃ সৌম্যাসঃ গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভিঃ দত্ত্বাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চন সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত। উশন্তস্ত্বা নিধীমহি উশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশতঃ আবহ পিতৃন্ হবিষে আত্তবে। আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সৌম্যাসঃ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্। সামবেদীদিগের সমস্ত, যজুর্ব্বেদীদিগের শেষের দুটী।

শূদ্রেরা বলিবেন—নমঃ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদাস তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলগঙ্গোদকং নমঃ।

এইরূপ পিতামহ, প্রপিতামহ, তিন পুরুষ পর্য্যন্ত; মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, তিন পুরুষ পর্য্যন্ত।

মাতৃ-তর্পণ।

বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতাম্ এতৎ সতিলগঙ্গোদকং তস্যৈ স্বধা। ইহা সামবেদীরা বলিবেন। এইরূপ পিতামহী, প্রপিতামহী, তিন পুরুষ পর্য্যন্ত।

যজুর্ব্বেদীরা বলিবেন—বিষ্ণুরোঁ অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকি দেবি তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলগঙ্গোদকং স্বধা। এইরূপ তিন পুরুষ পর্য্যন্ত।

শূদ্রেরা বলিবেন—বিষ্ণুর্নমঃ অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকি দাসি তৃপ্যস্ব এতৎ তে সতিলগঙ্গোদকং নমঃ।

এইরূপ মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী।

মাতৃ-তর্পণে প্রত্যেককে তিন অঞ্জলি দিবে। মাতামহী প্রভৃতি-পক্ষে এক এক অঞ্জলি দিবে।

পিতামহাদির মধ্যে যাঁহারা জীবিত, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া করিবে। গোত্র, নাম জানা না থাকিলে যথাগোত্র বলিয়া পরে সম্পর্ক উল্লেখ করিয়া করিবে।

জেঠা, খুড়া, ভ্রাতা ইত্যাদির তর্পণ কাম্য। ইহাদের এক অঞ্জলি। অসবর্ণের তর্পণ নাই।

রামকৃত তর্পণ।

ওঁ আব্রহ্মভুবনা লোকা দেবর্ষিমুনিমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

এই বলিয়া একাঞ্জলি দিবে।

লক্ষ্মণকৃত তর্পণ।

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।

এই বলিয়া তিনবার অঞ্জলি দিবে।

বন্ধু-তর্পণ।

ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥

এই বলিয়া একাঞ্জলি জল দিবে।

বস্ত্র-নিষ্পীড়ন।

যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্॥

এই বলিয়া বস্ত্র-নিষ্পীড়ন-জল ভূমিতে ত্যাগ করিবে।

প্রণাম।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥ (১)

পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রী কেবল স্বামীর, শ্বশুরের ও শ্বশুরের পিতার তর্পণ করিতে পারেন।

ভীষ্মতর্পণ (ভীষ্মাষ্টমীতে কর্ত্তব্য)।

বিপ্রেরা তর্পণের শেষে, অন্য বর্ণেরা তর্পণের অগ্রে করিবে।

বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

নমস্কার—

ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতি পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্॥

তান্ত্রিক সন্ধ্যা।

সময় অতিক্রম হইলে তন্ত্রোক্ত আচমন করিয়া (২৬ পৃষ্ঠে দেখ) দশবার গায়ত্রী জপ করিবে। তাহার পর জলে অঙ্কুশ-মুদ্রা (বৃদ্ধা ও মধ্যা উন্নত, অন্য অঙ্গুলি অবনত করণ) দ্বারা—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

---

(১) এই সময়ে কেহ কেহ এই রুচিস্তবটীও পাঠ করেন—
পিতৃন্ নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্ত্যাঃ স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।

এই মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। পরে মূলে কুশ বা বৃদ্ধা ও অনামার যোগ দ্বারা তিনবার ভূমিতে সেই জল ক্ষেপ করিয়া সাতবার মস্তকে অভিষেক করিবে। তাহার পর মূলে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে (১)। পরে বাম হস্তে জল রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদনপূর্ব্বক হং, যং, বং, লং, রং এই বীজ তিনবার উচ্চারণ করিয়া, বাম হস্তের অঙ্গুলির ছিদ্র হইতে গলিত

(১) অঙ্গুলিন্যাস (ফেরাণ)—মূল মন্ত্রে করিতে হয়, ক্রীং বীজে করিতে হইলে ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্রে দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলে দুই তর্জনীর অগ্র, ক্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা এই মন্ত্রে দুই তর্জনীমূলে দুই বৃদ্ধার অগ্র, ক্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্ এই মন্ত্রে দুই মধ্যমার মূলে দুই বৃদ্ধার অগ্র, ক্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং এই মন্ত্রে দুই অনামার মূলে দুই বৃদ্ধার অগ্র, ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ এই মন্ত্রে দুই কনিষ্ঠার মূলে দুই বৃদ্ধার অগ্র, সংলগ্ন করিবে। পরে ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে বামহস্ততলে দক্ষিণ তর্জনী ও মধ্যমার তাল দিবে।

ষড়ঙ্গন্যাস—ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয়ে মধ্যমা তর্জনী ও অনামা, ক্রীং শিরসে স্বাহা এই মন্ত্রে মস্তকে মধ্যমা ও তর্জনী, ক্রুং শিখায়ৈ বষট্ এই মন্ত্রে শিখায় অঙ্গুষ্ঠ, ক্রৈং কবচায় হুং এই মন্ত্রে দুই বাহুতে দশ অঙ্গুলি, ক্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ এই মন্ত্রে অনামা মধ্যমা ও তর্জ্জনী তিন চক্ষুতে, অনামা বাম চক্ষুতে, মধ্যমা ঊর্দ্ধ চক্ষুতে, তর্জ্জনী দক্ষিণ চক্ষুতে সংলগ্ন করিবে। (চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যস্থলোপরি আর একটী চক্ষু কল্পনা করিতে হয়। যে দেবতার দুই চক্ষু, তথায় কল্পনা করিতে হয় না; সেখানে নেত্রদ্বয়ায় বলিবে।) ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ পূর্ব্বের ন্যায়। এইরূপ হ্রীং বীজে হ্রাং হ্রীং। শ্রীং বীজে শ্রাং শ্রীং ইত্যাদি। আত্মশুদ্ধি স্থলে এই নিয়ম। কেহ কেহ বলেন অঙ্গুলিন্যাস করিতে হয় না, হৃদয়াদি ন্যাস করিলেই হয়। দেবশুদ্ধিতে ও হোমাদিতে ষড়ঙ্গ বলিলে কেবল হৃদয়াদি ন্যাস করিলেই সিদ্ধ হয়।

জলবিন্দু তত্ত্বমুদ্রায় (বৃদ্ধা ও অনামার যোগে) সাতবার মস্তকে অভিষেক করিবে। পরে অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া, সেই জল তেজোরূপ চিন্তা করত, ঈড়া নাড়ী দ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক শরীরের মধ্যস্থ পাপ প্রক্ষালন করিয়া, সেই জল পাপরূপ কৃষ্ণবর্ণ চিন্তা করিয়া, পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা বাহির করিয়া সম্মুখে একটী বজ্রশিলা কল্পনা করিয়া, তাহাতে ফট্ এই মন্ত্রে পাপপুরুষরূপ সেই জল ক্ষেপণ করিবে।

তাহার পর আচমন করিয়া তর্পণ করিবে। দেবান্ তর্পয়ামি, ঋষীন্ তর্পয়ামি, পিতৄন্ তর্পয়ামি, গুরূন্ তর্পয়ামি, পরমগুরূন্ তর্পয়ামি, পরাপরগুরূন্ তর্পয়ামি, পরমেষ্ঠিগুরূন্ তর্পয়ামি (১)। পরে অমুকদেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা (২)। ওঁ হ্রীং হংসঃ ইদম্ অর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা—এই বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। অথবা ঘৃণিসূর্য্য আদিত্য এই মন্ত্রেও সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। তাহার পর ওঁ সূর্য্যমণ্ডলসংস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে অথবা ইষ্ট গায়ত্রী মন্ত্রে তিনবার জল ক্ষেপ করিয়া গায়ত্রীর ধ্যান পড়িয়া দশবারের ন্যূন না হয় গায়ত্রী জপিবে।

গায়ত্রীর ধ্যান।

প্রাতঃকালে—

উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েৎ তারকিতেঽম্বরে॥

---

(১) সায়াহ্নে তর্পণ নাই।

(২) দেবতার ষড়ঙ্গ ও প্রত্যেক আবরণ দেবতার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক করিবার বিধি আছে।

মধ্যাহ্নে—

শ্যামবর্ণাং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্॥

সায়াহ্নে—বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ (১)।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্।
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥

কালিকা-গায়ত্রী—কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নোঽঘোরে প্রচোদয়াৎ।

জগদ্ধাত্রী-গায়ত্রী—দুর্গায়ৈ বিদ্মহে চিৎস্বরূপায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবি প্রচোদয়াৎ। (২)

অন্নপূর্ণা-গায়ত্রী—ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ।

যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি সেই গায়ত্রী দশবারের ন্যূন না হয় জপ করিয়া ১০৮ বারের ন্যূন না হয় মন্ত্র জপ করিবে। প্রাণায়াম, ষড়ঙ্গ ও করাঙ্গন্যাস সকল জপেরই আদ্যন্তে করিতে হয়।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

পূর্ব্বাস্য ও কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পড়িবে। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ। পরে প্রণব ব্যাহৃতিপূর্ব্বক একবার গায়ত্রী পাঠ করিবে।

---

(১) এইটী তন্ত্রসারে নাই, নিম্নস্থটী আছে।

(২) কেহ কেহ বলেন দুর্গাগায়ত্রীদ্বারা এই গায়ত্রী জপ সিদ্ধ হয়। দুর্গাগায়ত্রী যথা—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবি প্রচোদয়াৎ।

অনন্তর—অগ্নিমীলে ইতি ঋগ্‌বেদাদিমন্ত্রস্য মধুচ্ছন্দ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

১ ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতমম্।

ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বেতি যজুর্বেদাদিমন্ত্রস্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি-রুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

২ ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।

অগ্ন আয়াহীতি সামবেদাদিমন্ত্রস্য গৌতম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

৩ ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি বর্হিষি।

শন্নো দেবীরিতি অথর্ব্ববেদাদিমন্ত্রস্য পিপ্পলাদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

৪ ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ।

পুষ্প-চয়ন।

পুষ্প, কুশ, সমিধ্, ব্রাহ্মণের স্বয়ং আহরণ করা কর্ত্তব্য। পুষ্পচয়নে অসমর্থ হইলে বা পুষ্পের অভাব হইলে মালাকারের নিকট একদরে ক্রয় করিবে। ফাউ চাহিতে নাই বা কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতে নাই। মধ্যাহ্নস্নানের পর চয়ন নিষেধ। অধোবস্ত্রে বা নিরাধার হস্তে বা বামহস্তে রাখা (ঐ হস্তস্থিত

কোন পাত্রে দোষ নাই) বা বামহস্তে চয়ন বা আচ্ছাদন নিষেধ। বকুল ও শেফালিকা ভিন্ন ভূমিপতিত পুষ্পচয়ন বা দেবালয়স্থ পুষ্পচয়ন নিষেধ। শূদ্রেরা অন্যের রোপিত বৃক্ষ হইতে রোপণকর্ত্তার অজ্ঞাতসারে পুষ্পচয়ন করিবে না।

তুলসী-চয়ন।

দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে, মধ্যাহ্নকালে ও রাত্রিতে তুলসীচয়ন নিষেধ। স্ত্রীলোকের তুলসীচয়ন করিতে নাই। একটী একটী করিয়া সবৃন্ত চয়ন করিবে।

চয়ন-মন্ত্র।

তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়ে।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥

বিল্বপত্র-চয়ন।

অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও দ্বাদশীতে, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে চয়ন করিতে নাই। বিল্ববৃক্ষের শাখা ভঙ্গ করিতে নাই।

চয়ন-মন্ত্র।

পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালূর শ্রীফল প্রভো।
মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহম্॥

পাদ-প্রক্ষালন।

(১২ পৃষ্ঠ দেখ)।

স্ত্রীলোকে অগ্রে বামপাদ, পরে দক্ষিণপাদ ধৌত করিবে।

দেবযজ্ঞ বা পূজা-প্রকরণ।

শালগ্রামে, শিবলিঙ্গে, বাণেশ্বরে, অগ্নিতে, ও জলে সকল দেবতার পূজা হয় (১)। যন্ত্রপুষ্পে (২) শক্তিপূজা হয়।

যে দেবতার যে মন্ত্র, যে কবচ, যে চিরপ্রতিষ্ঠিত পট, প্রতিমূর্ত্তি ও ঘট, তাহাতে সেই দেবতার পূজা হয়। এই সকলে আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন নাই। চিরপ্রতিষ্ঠিত না হইলে আবাহনাদি করিবে। এক স্থানে দুটী শালগ্রাম, দুটী শিব, দুটী গণেশ, ও দুটী একাকৃতি শক্তি রাখিবে না, এবং একত্রে রাখিয়া পূজাও করিবে না।

পঞ্চশুদ্ধি।

পূজাকালে পঞ্চশুদ্ধির আবশ্যক। স্থানশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি, আত্মশুদ্ধি, দেবশুদ্ধি ও মন্ত্রশুদ্ধি।

---

(১) শালগ্রামে শববাহনার পূজা হয় না।

(২) শ্বেতদ্রোণ, রক্তজবা, পদ্ম, রক্ত ও শুক্ল করবীর, কৃষ্ণ ও শুক্লা অপরাজিতা।

স্থানশুদ্ধি।

সম্মার্জ্জন ও গোময়ানুলেপন প্রভৃতি দ্বারা স্থানশুদ্ধি হয়।

দ্রব্যশুদ্ধি।

সুপ্রোক্ষিতমস্তু বলিয়া মূল মন্ত্রে ও ফট্ মন্ত্রে দ্রব্যে জল-প্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিলে দ্রব্যশুদ্ধি হয়। তন্ত্রমতে ধেনু, অস্ত্র, ও চক্র এই তিন মুদ্রা দেখাইবারও বিধি আছে। আর মূল মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টিতে দ্রব্য সকল অবলোকন করিবারও বিধি আছে।

আত্মশুদ্ধি।

স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও ন্যাসাদি দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়।

দেবশুদ্ধি।

দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও সকলীকরণ প্রভৃতি করিয়া মূল-মন্ত্রে মাল্য, ধূপ, জল, ইত্যাদি দ্বারা তিনবার প্রোক্ষণ করিলে দেবশুদ্ধি হয়।

মন্ত্রশুদ্ধি।

যে দেবতার পূজা করিতে হইবে তাঁহার যে বীজ, সেই বীজটী সানুস্বার মাতৃকাবর্ণে পুটিত করিয়া অনুলোম বিলোম-

ক্রমে একবার জপ করিলে মন্ত্রশুদ্ধি হয়। যেমন ক্লীং বীজে-অং ক্লীং অং, আং ক্লীং আং, ইত্যাদি। ইহাকে অনুলোম বলে। লং ক্লীং লং হং ক্লীং হং ইত্যাদি। ইহাকে বিলোম কহে। ইহা গৌণ কল্প। অথবা সেই বীজের এক একটী বর্ণ পরে পরে সানুস্বার মাতৃকাবর্ণে পুটিত করিয়া অনুলোম বিলোম-ক্রমে ঐরূপ জপিলে মন্ত্রশুদ্ধি হয়। ইহা মুখ্য কল্প। যেমন ক্লীং এই বীজে 'ক,' 'ল,' 'ঈ,' 'ম,' এই চারিটী বর্ণ আছে। প্রথম 'ক', পরে 'ল', পরে 'ঈ', পরে 'ম', এক একটী পুটিত কর। আবার 'ম', পরে 'ঈ', পরে 'ল', পরে 'ক', এক একটী পুটিত কর।

তন্ত্রমতে পূজার্থ জলানয়ন বা গ্রহণ মন্ত্র।

(তীর্থজল ভিন্ন)।

ওঁ পবিত্র বজ্রোদকে হুং ফট্।

তন্ত্রমতে ভূমিশোধন মন্ত্র।

ওঁ সর্ব্ববিঘ্নান্ উৎসারয় উৎসারয় হুঃ ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রে ভূমিতে নারাচ-মুদ্রায় জল ছড়াইবে।

ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে হুং ফট্ স্বাহা—এই মন্ত্রে ভূমি মার্জ্জন করিবে।

আসন। (১)

কুশাসন, মৃগচর্ম্ম বা উর্ণাসন প্রশস্ত। মৃদাসন, বস্ত্রাসন, পল্লবাসন, বা কাষ্ঠাসন নিষিদ্ধ। (২)

উপবেশন।

অগ্রে দক্ষিণপদ স্থাপন করিয়া তাহার জানুর উপর বাম পদ স্থাপন করিবে। শরীর উন্নত করিয়া বসিবে।

দেবকার্য্যে উত্তর বা পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিবে। রাত্রিতে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া পূজা করা বিধি। শিবপূজা উত্তর-মুখে করিবে। পিতৃকার্য্যে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বাম পদের উপর দক্ষিণ পদ রাখিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া বসিবে।

তন্ত্রমতে পূজা ও জপাদি কার্য্যে স্বস্তিকাসন হইয়া বসিবে। দুই জানু ও উরুর অধোভাগে (অর্থাৎ হাঁটু গুড়াইলে যে খাঁজ পড়ে তাহার মধ্যে) পদতল দিয়া সোজা হইয়া বসিবে। (৩)

---

(১) দুই হস্তের অধিক দীর্ঘ হইবে না। দেড় হস্তের অধিক বিস্তার হইবে না। তিন অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হইবে না।

(২) সরোবরে বা তীর্থে—ইষ্টক, প্রস্তর, বা অনেকবাহ্য কাষ্ঠের আসনে উবু হইয়া অর্থাৎ পদতল সেই আসনের উপর রাখিয়া পূজা করা যাইতে পারে। দাঁড়াইয়া করিতে নাই।

(৩) জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্‌যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥

অধিকারবিশেষে পদ্মাসন ও বীরাসনও প্রশস্ত।

উপচার।

চতুঃষষ্টি, অষ্টাদশ, ষোড়শ, দশ ও পঞ্চ এই পাঁচপ্রকার। চতুঃষষ্টি উপচারে পূজা ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং লিখিত হইল না।

অষ্টাদশ উপচার।

আসন ১। স্বাগত ২। পাদ্য ৩। অর্ঘ্য ৪। আচমনীয়ক ৫। স্নান ৬। বস্ত্রযুগ ৭। উপবীত ৮। ভূষণ ৯। গন্ধ ১০। পুষ্প ১১। ধূপ ১২। দীপ ১৩। অন্ন ১৪। দর্পণ ১৫। মাল্য ১৬। অনুলেপন ১৭। সপ্রণামবিসর্জন ১৮।

ষোড়শ উপচার।

আসন (রজতকাঞ্চনাদিনির্ম্মিত চতুরঙ্গুলিপরিমাণ) ১। স্বাগত ২। পাদ্য (তিনটী পাত্র) ৩। অর্ঘ্য (১), (তিনটী, সামান্যার্ঘ্য একটী, বিশেষার্ঘ্য দুটী; স্বাহা মন্ত্র; একটী শেষে দিতে হয়) ৪। আচমনীয় (তিনটী পাত্র, স্বধামন্ত্র, তৈজসে বা শঙ্খে দিতে হয়) ৫। মধুপর্ক (এক পোয়া দ্রব্য ধরে এরূপ কাংস্য বাটী, স্বধামন্ত্র,—ঘৃত মধু চিনি দধি জল এই পাঁচ দ্রব্য) ৬। পুনরাচমনীয় ৭। স্নানীয় সুগন্ধি জল (নিবেদয়ামি মন্ত্র)

---

(১) দেবতার মস্তকে দিতে হয়। সামবেদীরা অর্ঘ্যং যজুর্ব্বেদীরা অর্ঘাঃ বলিবে। শাঙ্খ বা তৈজস পাত্রে করিবে, দ্বাদশাঙ্গুলির কম নয়, ছত্রিশ অঙ্গুলির অধিক নয়। দ্রব্য-সামান্যার্ঘ্যস্থলে উক্ত হইয়াছে।

৮। বস্ত্র (ব্যবহারের যোগ্য পরিধেয় ও উত্তরীয় এই দুই খানি, নিবেদয়ামি মন্ত্র। দেবী হইলে এই সময়ে সিন্দূর দিবে) ৯। গন্ধ ১০। পুষ্প (বৌষট্ মন্ত্র, এই সময়ে মালা বিল্বপত্র দিবে) ১১। ধূপ ১২ (১)। দীপ ১৩। নৈবেদ্য (এই সময়ে পানীয় দিবে) ১৪। পুনরাচমনীয় ১৫। তাম্বূল ১৬। (যেগুলির মন্ত্র ধরা হইল না, সেইগুলি নমঃ মন্ত্রে দিবে)।

তন্ত্রমতে—পাদ্য ১। অর্ঘ্য ২। আচমনীয় ৩। স্নানীয় ৪। বসন ৫। ভূষণ ৬। গন্ধ ৭। পুষ্প ৮। ধূপ ৯। দীপ ১০। নৈবেদ্য ১১। পুনরাচমনীয় ১২। তাম্বূল ১৩। স্তোত্র ১৪। দর্পণ ১৫। নমস্কার ১৬।

দশোপচার।

পাদ্য ১। অর্ঘ্য ২। আচমনীয় ৩। মধুপর্ক ৪। পুনরাচমনীয় ৫। গন্ধ ৬। পুষ্প ৭। ধূপ ৮। দীপ ৯। নৈবেদ্য ১০।

---

(১) গুগ্গুল ১, সরলকাষ্ঠ ২, দেবদারু ৩. তেজঃপত্র ৪, শ্বেতচন্দন ৫, বালা ৬, অগুরু ৭, কুড় ৮, মুতা ৯, হরীতকী ১০, নখী ১১, লাহা ১২, জটামাংসী ১৩, শৈলজ ১৪, ধুনা ১৫, ইক্ষুগুড় ১৬। ইহাকে ষোড়শাঙ্গ বলে।

মধু ১, মুতা ২, ঘৃত ৩, চন্দন ৪, গুগ্গুল ৫, অগুরু ৬, শৈলজ ৭, সরলকাষ্ঠ ৮, শিলারস ৯, শ্বেতসর্ষপ ১০। ইহাকে দশাঙ্গ বলে।

শক্তি-বিষয়ে উশীর, কুষ্ঠ, অগুরু, গুগ্গুল, ঘৃত, মধু, মিশ্রিত করিয়াও ধূপ হয়। ধূপের অভাবে কেবল ঘৃতযুক্ত গুগ্গুল দিবে।

পঞ্চোপচার।

গন্ধ ১ (কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে দিবে)। পুষ্প ২। ধূপ ৩। দীপ ৪। নৈবেদ্য ৫। নিত্যপূজা প্রায় পঞ্চোপচারেই ঘটিয়া থাকে।

মধুপর্ক।

জল সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, মধু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ঘৃত দধি চিনি সমভাগ। ঘৃত, মধু ও দধি এই তিন দ্রব্যেও মধুপর্ক হয়।

শৈব গন্ধ।

শ্বেত চন্দন, অগুরু, রক্ত চন্দন, কর্পূর, কুঙ্কুম, কুড়, তমাল, ও বালা।

বৈষ্ণব ও সৌর গন্ধ।

শ্বেত চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর, উশীর, দেবদারু বা পদ্মক, কুড়, জটামাংসী।

শাক্ত গন্ধ।

শ্বেত চন্দন, অগুরু, রক্ত চন্দন, কর্পূর, শঠী, কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী, গাঁটিয়ালা।

পুষ্পাদি।

কুশ, তুলসী ও বিল্বপত্র নির্ম্মাল্য হয় না, ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী যোগে বোঁটা ধরিয়া বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ স্পর্শ করিয়া নমঃ বা বৌষট্ মন্ত্রে প্রদান করিবে। যে পুষ্প যেভাবে প্রস্ফুটিত হয়, তাহা সেইভাবে দিবে। বিল্বপত্র অধোমুখে দিবে। পুষ্পাঞ্জলির সময়-নিয়ম নাই। যে সকল বৃক্ষের পুষ্পে পূজা হয়, অভাবে তাহাদের পত্রে ও ফলেও পূজা হয়। তদভাবে আতপচাউল বা জল বা শ্বেত সর্ষপ দ্বারা পূজা হয়। তদভাবে কেবল মানসোপচারে পূজা হয়। তথাপি পূজা ত্যাগ করিবে না।

নিষিদ্ধ পুষ্প।

আঘ্রাত, পর্য্যুষিত(১), মলিন, গন্ধহীন বা উগ্রগন্ধ, বা কীটকেশাদিদূষিত ও অঙ্গস্পৃষ্ট পুষ্পে পূজা হয় না। মুকুলে(২), জলক্ষালিত পুষ্পে এবং কোন ব্যক্তির বা দেবতার মস্তক-রক্ষিত পুষ্পে পূজা হয় না।

ছিন্ন পুষ্পে (৩) ও বাম হস্তে পুষ্প রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে সেই

(১) মালাকারগৃহের পর্য্যুষিত পুষ্পে দোষ নাই। তুলসী, বিল্ব ও ধাত্রীপত্র এবং কহ্লার পুষ্প পর্য্যুষিত হয় না। কুন্দ, হেলা, বকুল, জবা, করবীর, চম্পক ও বিকাশোন্মুখ কলিকা এক দিনে পর্য্যুষিত হয় না। পদ্ম পাঁচ দিনের পর পর্য্যুষিত হয়।

(২) চম্পক ও পদ্ম মুকুলে দোষ নাই।

(৩) পদ্ম, তুলসী, বিল্ব, ধাত্রী, জাতী ও খদির ছিন্ন হইলে দোষ নাই।

পুষ্প লইয়া পূজা করিতে নাই। পদ্ম ও বিল্বপত্র ভিন্ন শূদ্রানীত পুষ্পে পূজা হয় না। বকুল ভিন্ন বৃন্তহীন পুষ্পে পূজা হয় না।

দেবতা-বিশেষে নিষিদ্ধ পুষ্প।

গণেশকে তুলসী, কৃষ্ণকে রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, বিল্বপত্র ও বিল্বফুল দিবে না। দুর্গাকে তুলসী ও দুর্ব্বা দিবে না, অর্ঘ্যে দিবে। লক্ষ্মীকে ঝাঁটি, কাঞ্চন পুষ্প ও তুলসী, এবং সরস্বতীকে সূর্য্যমুখী ও দ্রোণ পুষ্প দিবে না। বিষ্ণুকে জবা, অর্কপুষ্প, অপরাজিতা (শ্বেত অপরাজিতায় দোষ নাই), শাল্মলী, কৌটজ (কুর্চি), শিরীষ, বন্ধুজীবক, রক্তপুষ্প ও কেবল আতপতণ্ডুল দিবে না। শিবকে শেফালিকা, জবা, কুন্দ, জাতি, মালতী ও গর্ভযুক্ত দুর্ব্বা (১) দিবে না। এই সকল নিষিদ্ধ পুষ্প সাধক অত্যন্ত ভক্তিভাবে দিলে দোষ হয় না।

দেবতা-বিশেষে বিহিত পুষ্প।

বিষ্ণুবিহিত পুষ্প—মল্লিকা, মালতী, জাতী, কেতকী, অশোক, চম্পক, বকুল, পদ্ম, পদ্মজাতীয়, করবীর, পলাশ,

---

(১) এই ছয়টী পার্থিব শিবে দিতে পারা যায়।

নাগকেশর, বক, তগর, শ্বেতজবা, ভূমিচম্পক, অতসী, শেফালিকা, যূথিকা, কুন্দ, কদম্ব, পাটল, লবঙ্গ, কুরুবক, কহ্লার ও বাসক। তুলসী, বিল্বপত্র ও ধাত্রীপত্র দিবারও বিধি আছে।

শিববিহিত পুষ্প—দ্রোণ, করবীর, পদ্ম, অপরাজিতা, ধুস্তূরপুষ্প, আকন্দ, কহ্লার, তগর, মল্লিকা, যূথিকা, কেতকী, কুমুদ, কোকনদ (রক্তপদ্ম), বনপুষ্প, চম্পক, বিল্বপুষ্প, আমলকী, তুলসী ও বিল্বপত্র।

শক্তিবিহিত পুষ্প—কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, কুন্দ, শেফালিকা, জবা, আর যন্ত্র-পুষ্প (যন্ত্র-পুষ্প পূজা-প্রকরণে দেখ)।

ধূপ।

অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা যোগে ধরিয়া, পাদাদি নাসিকা পর্য্যন্ত তিনবার ঘুরাইয়া, বামে কোন আধারে রাখিবে। ঘটে, আসনে, বা ভূমিতে রাখিতে নাই।

দীপ।

পূর্ব্ববৎ ধরিয়া পাদাদি চক্ষুঃ পর্য্যন্ত দশবার ঘুরাইয়া ঐরূপ আধারে দক্ষিণে রাখিবে। অন্ততঃ চতুরঙ্গুল-পরিমিত উর্দ্ধে

তাপ উঠা চাই। ভূমিতে তাপ না লাগে এইরূপে রাখিবে। দীপে তিল-তৈল বা ঘৃত দেওয়াই মুখ্য কল্প।

নৈবেদ্য।

পক্কান্ন দক্ষিণে, আমান্ন বামে রাখিবে। যাহা সুখাদ্য ও সুপক্ক, তাহাই দিবে। যত্নপক্ক ফল দিবে না।

নীরাজন (আরাত্রিক)।

পাদদ্বয়ে দুইবার, নাভিতে ঐ, মুখে একবার, সর্ব্বাঙ্গে সাতবার। এইরূপ দশবার করিতে হয়।

প্রণাম।

প্রণাম চারিপ্রকার—দণ্ডবৎ, অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ, করশিরঃ-সংযোগ।

দণ্ডের ন্যায় সোজা হইয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রণাম করার নাম দণ্ডবৎ। দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দুই পা, দুই হাত, দুই জানু, বক্ষঃ, মস্তক এবং দুই চক্ষু ভূমি স্পর্শ করিয়া বাক্য ও মনের দ্বারা প্রণাম করার নাম অষ্টাঙ্গ। দুই বাহু, দুই জানু, মস্তক এবং দুই চক্ষু ভূমি স্পর্শ করিয়া বাক্য দ্বারা প্রণাম করার নাম পঞ্চাঙ্গ। মন্ত্র পড়িতে পড়িতে মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করার নাম করশিরঃসংযোগ।

প্রদক্ষিণ।

শিবের অর্দ্ধচন্দ্রাকার, চণ্ডীর একবার, সূর্য্যের সাতবার অন্যান্য দেবতার তিনবার।

অর্দ্ধচন্দ্রাকার—অর্থাৎ ডানিদিক হইতে বামদিকে যাইবে। উত্তর দিক্ (জলনির্গমনস্থান) লঙ্ঘন করিতে নাই।

প্রদক্ষিণের পর স্তব, ও কবচপাঠ। পরিশিষ্ট দেখ।

বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জনে সম্বোধনান্ত দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া ক্ষমস্ব মন্ত্রে জল দিবে।

অনন্তর ধ্যানের পুষ্পটী সংহারমুদ্রা দ্বারা লইয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত পুষ্পের আঘ্রাণ লইয়া সুষুম্না পথে দেবতাকে হৃৎপদ্মে রাখিবে। পরে ঈশান কোণে মণ্ডল করিয়া, শিবপক্ষে চণ্ডেশ্বরায় নমঃ, বিষ্ণুপক্ষে বিশ্বক্সেনায় নমঃ, শক্তিপক্ষে শেষিকায়ৈ নমঃ, কালিকা প্রভৃতিতে উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ মন্ত্রে নির্ম্মাল্য পুষ্প দিয়া পূজা করিবে।

প্রার্থনা।

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিং স্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ

অজ্ঞানাদ্‌যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥
যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥
যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্‌ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥
(দেবীপক্ষে মহেশ্বরি)।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ।
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃতদুষ্কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥

আত্ম-সমর্পণ।

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাদিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তাবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ উদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যৎ কৃতং, তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণমস্তু স্বাহা। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ (নামোল্লেখ করিবে) সমর্পয়ামি স্বাহা।

পার্থিব শিব নির্ম্মাণ (১)।

এক তোলা বা দুই তোলা বা অশীতি-রতি-পরিমাণ, কেশ-কঙ্করাদি-রহিত মৃত্তিকায় শিব গড়িবে। গৌরীপীঠের (পেনে-টের) উপরিভাগের নাম লিঙ্গ। সেইটী চারি অঙ্গুলি পরিমাণের অধিক হইবে না, এবং বৃদ্ধ অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে মধ্যরেখা পর্য্যন্ত পরিমাণের কম হইবে না। তিনভাগ যেন সমান হয়। একটী বজ্র তাহার মস্তকে রাখিবে।

ধারণার্থ রুদ্রাক্ষ-সংস্কার।

নিশ্ছিদ্র ও সুপক বীজগুলি পুচ্ছে পুচ্ছে ও মুখে মুখে গ্রথিত করিবে। পরিমাণ যথা—কণ্ঠে ১০, মস্তকে ৪০, কর্ণে ৬, হস্তে ১২, বাহুতে ১৬, শিখায় ১, বক্ষে ১০৮, ইহার যে কোন নিয়মে বা সকল নিয়মেই হউক, ধারণ করিবে।

---

(১) বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্।
অনভ্যর্চ্চ্য ন ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনম্॥

ত্রিসন্ধ্যায়ও পূজার বিধি আছে। প্রথমে শিব-গায়ত্রী জপিয়া পরে পূজা করিবার বিধি আছে। বিশেষতঃ শিব-চতুর্দশীতে করিতে হইবে।

গায়ত্রী—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। দশবারের ন্যূন না হয় জপ করিবে। সংস্কৃত রুদ্রাক্ষ (পর পৃষ্ঠ দেখ) ও ভস্মে (২৪ পৃষ্ঠ দেখ) ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা বিধি। শিব-পূজায় সকলেরই অধিকার।

সমভাগ পঞ্চামৃত(১) এবং সমভাগ পঞ্চগব্য(২) স্নান করাইয়া, এই মন্ত্র পড়িবে। নমঃ শিবায়। ১। অথবা ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সমিদ্ধং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। ২। ওঁ হৌঁ অঘোরে হৌঁ ঘোরে হূঁ ঘোরঘোরতরে

---

(১) ১ শর্করা (চিনি)—গায়ত্রী দ্বারা।

২ দুগ্ধ—আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বিশ্বং ভবা বাজস্য সঙ্গতে।

৩ ঘৃত—তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।

৪ দধি—দধিক্রাব্ণোঽকার্ষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ সুরভিনো মুখাকরোৎ প্রণআয়ূংষি তারিষৎ।

৫ মধু—মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসো মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্ নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

(২) ১ গোময়—গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥

২ গোমূত্র—গায়ত্রী দ্বারা।

৩ দুগ্ধ—পূর্ব্বমন্ত্র।

৪ ঘৃত—পূর্ব্বমন্ত্র।

৫ দধি—পূর্ব্বমন্ত্র।

৬ মধু—পূর্ব্বমন্ত্র।

৭ কুশোদক (দিবার ও বিধি আছে)—দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনো বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।

ওঁ হৈঁ হ্রীং শ্রীং ওঁ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেহস্তু রুদ্র-রূপিণে হুং হুং। ৩।

অথবা রুদ্রাক্ষের মুখের সংখ্যানুসারে এই মন্ত্র পড়িলেও হয় যথা—একমুখ হইলে—ওঁ ওঁ দৃশং নমঃ।১। এইরূপ যথাক্রমে মন্ত্র—ওঁ ওঁ নমঃ। ২। ওঁ ওঁ নমঃ। ৩। ওঁ হ্রীং নমঃ। ৪। ওঁ হং নমঃ। ৫। ওঁ হুং নমঃ। ৬। ওঁ হুং হুং নমঃ। ৭। ওঁ সহুং নমঃ। ৮। হ্রীং নমঃ। ৯। ওঁ হং নমঃ। ১০। ওঁ হ্রীং নমঃ। ১১। ওঁ হ্রীং শ্রীং নমঃ। ১২। ওঁ ক্ষাং ক্ষৌং নমঃ। ১৩। ওঁ নমো নমঃ। ১৪।

ওঁ হরয়ে নমঃ এই বলিয়া মৃত্তিকা লইবে। ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ এই বলিয়া নির্ম্মাণ করিবে। ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতি-ষ্ঠিতো ভব এই মন্ত্রে পাত্রোপরি (১) বিল্বপত্রের উপর বসাইবে (২)। গৌরীপীঠ যেন উত্তর মুখে থাকে।

আচমনান্তে পুষ্পস্থাপন-মন্ত্র।

ওঁ পুষ্প কেতুরাজ ইতে শতায় মৎসম্বন্ধায়।

পুষ্পশোধন-মন্ত্র।

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে।
পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুং ফট্ স্বাহা॥

(১) কাংস্য-পাত্রই প্রশস্ত পাত্র।

(২) পার্থিব ভিন্ন বিল্বপত্রে বসাইতে নাই; তাহার মস্তকে দিতে হয়।

সামান্যার্ঘ্য।

ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহাতে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ পূজা করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে কোশা কুশী মার্জ্জন করিয়া সেই মণ্ডলের উপরে স্থাপন করিবে। পরে প্রণবে কোশার তিন ভাগ জলপূর্ণ করিয়া তদুপরি মূলে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। পরে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া দেব-বিষয়ে ৮ বার (শক্তি-বিষয়ে ১০ বার) তদুপরি প্রণব বা মূল জপ করিবে। পরে সেই জলে আপনাকে ও পূজার দ্রব্য অভ্যুক্ষণ করিবে।

অর্ঘ্যদ্রব্য।

গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপচাউল, জল। কেহ কেহ বলেন এইগুলি আর যব, তিল, শ্বেতসর্ষপ, কুশাগ্র।

সংক্ষিপ্ত পূজাক্রম। (১)

দ্বারদেশে আচমন, পুষ্পস্থাপন, পুষ্পশোধন, সামান্যার্ঘ্য, দ্বার-প্রোক্ষণ, দ্বারদেবতাপূজা, পূজাগৃহপ্রবেশ, স্থানমার্জ্জন,

---

(১) দ্বারদেশে সমাচম্য পুষ্পস্থাপনমাচরেৎ।
তেষাঞ্চ শোধনং কৃত্বা সামান্যার্ঘং ততো ন্যসেৎ।
তজ্জলৈর্দ্বারমভ্যুক্ষ্য দ্বারপূজামথাচরেৎ॥
গৃহং প্রবিশ্য দেবস্য সম্মার্জ্য স্থানমেব চ।
পূজাদ্রব্যাণি সংস্থাপ্য পুনরাচমনং চরেৎ॥

পূজাদ্রব্য-স্থাপন, পুনর্ব্বার আচমন, আসন-পূজা, গুরুপংক্তি ও দেবতা প্রণাম, বিঘ্নোৎসারণ, ভূতাপসরণ, করশুদ্ধি, তালত্রয়, দিগ্‌বন্ধ, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, ষড়ঙ্গন্যাস, অন্তর্মাতৃকা, বাহ্যমাতৃকা, পীঠন্যাস, প্রাণায়াম, ঋষিন্যাস, পীঠশক্তিন্যাস, পীঠমনুন্যাস, ব্যাপকন্যাস, ধ্যান, মানস-পূজা, পীঠশক্তি-পূজা, পীঠমনু-পূজা, পুনর্ধ্যান, মুদ্রাদর্শন, পূজা, দীপ-দানের পর পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি, আবরণ-দেবতা-পূজা, ষড়ঙ্গ-পূজা, নৈবেদ্যাদি দান, পুষ্পাঞ্জলিত্রয়, জপ, আরাত্রিক, স্তব, কবচ, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, আত্মসমর্পণ।

আসনঞ্চ সমভ্যর্চ্চ্য গুরুদেবান্ প্রণম্য চ।
ত্রিবিধং বিঘ্নমুৎসার্য্য ভূতাপসরণং ততঃ॥
করশুদ্ধিস্ত্রয়ং তালং দিগ্‌বন্ধো ভূতশোধনম্।
মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্গঞ্চ কুর্য্যাদন্তরমাতৃকাম্॥
বাহ্যৈকমাতৃকাং ন্যস্য পীঠন্যাসং সমাচরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ঋষ্যাদিব্যাপকং ন্যসেৎ॥
মূলেন সপ্তধা ধ্যানং মানসৈঃ পূজনঞ্চরেৎ।
পীঠপূজাং ততঃ কৃত্বা পুনর্ধ্যানং সমাচরেৎ॥
মুদ্রাদিদর্শনং কার্য্যং গন্ধাদিভিঃ প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলের্দানাৎ অঙ্গানি চ প্রপূজয়েৎ॥
নৈবেদ্যাদীন্ নিবেদ্যাথ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং জপম্।
ততো নীরাজনং কার্য্যং স্তুতিঞ্চ কবচং পঠেৎ।
প্রদক্ষিণপ্রণামৌ চ কৃত্বাত্মানং সমর্পয়েৎ।
নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য বিহরেচ্চ নিজেচ্ছয়া॥

জলশুদ্ধি।

অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা জলে এই মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

জলে—প্রণব মন্ত্রে, স্ত্রী বা শূদ্র হইলে নমঃ মন্ত্রে, গন্ধ পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। পরে বং মন্ত্রে ধেনু-মুদ্রা-প্রদর্শন ও মৎস্য-মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া দেব-বিষয়ে ৮ বার (শক্তি-বিষয়ে ১০ বার) প্রণব, স্ত্রী শূদ্রে নমঃ মন্ত্র ঐ সংখ্যায়, জলের উপরে জপ করিবে। পরে সেই জলে আপনাকে, দ্বারে, ও পূজার দ্রব্যে প্রোক্ষণ করিবে।

দ্বারদেবতা-পূজা (১)।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ। সমর্থ হইলে প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া করিবে। যথা, দ্বারের ঊর্দ্ধে—ওঁ নমঃ বিঘ্নায়, এইরূপ মহালক্ষ্ম্যৈ, সরস্বত্যৈ; দক্ষিণে—বিঘ্নায়, বামে—ক্ষেত্রপালায়; দক্ষিণপার্শ্বে—গঙ্গায়ৈ, বামপার্শ্বে—যমুনায়ৈ; দেহলীতে (দ্বারের নিম্নপ্রদেশে)—অস্ত্রায়; কালী দুর্গা ত্রিপুরা প্রভৃতিতে যোগিন্যৈ, বটুকায় এই দুটী অধিক। পরে পূজা-গৃহে প্রবেশ করিয়া নৈর্ঋতে—বাস্তুপুরুষায় ব্রহ্মণে; বিষ্ণুবিষয়ে—নন্দায়, সুনন্দায়, চণ্ডায়, প্রচণ্ডায়, বলায়, প্রবলায়, ভদ্রনায়ে, সুভদ্রায়, বিঘ্নবৈষ্ণবেভ্যঃ।

---

(১) প্রথমেই পূজা-গৃহের দ্বারদেশে করিতে হয়। কিন্তু সকলেই দ্বারে প্রবেশপূর্ব্বক পূজা-গৃহের দ্বারোদ্দেশে করিয়া থাকেন।

আসন-শুদ্ধি।

আসনতলে ত্রিকোণ-মণ্ডল করিয়া তাহাতে ওঁ মণ্ডলায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। তন্ত্রমতে আসনের উপরে এই মন্ত্রে মণ্ডল করিবার বিধি আছে—আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হূং ফট্ স্বাহা। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তি-কমলাসনায় নমঃ।—পরে আসন ধরিয়া এই মন্ত্র পড়িবে। ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ-ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

অঞ্জলিপুটে—বাম কর্ণমূলে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, এইরূপ পরমগুরুভ্যঃ, পরাপর-গুরুভ্যঃ, পরমেষ্ঠিগুরুভ্যঃ। দক্ষিণ—কর্ণমূলে গণেশায়। মস্তকের পশ্চাৎ—ক্ষেত্রপালায়। মস্তক-মধ্যে—অমুকদেবতায়ৈ।

বিঘ্নাপসারণ।

ঊর্দ্ধদিকে অনিমিষ-দৃষ্টি-নিক্ষেপে দিব্য-বিঘ্ন অপসারণ, ফট্ মন্ত্রে ঊর্দ্ধে জলপ্রক্ষেপে আকাশস্থ বিঘ্নাপসারণ, ভূমিতে বাম গুল্ফ দ্বারা তিনবার আঘাত করিয়া ভৌম বিঘ্নের অপসারণ, করিবে।

বামে ঘণ্টা রাখিয়া জয়ধ্বনি-মন্ত্র-মাতঃ স্বাহা পূজা করিবে।

ভূতাপসারণ।

লাজ (খৈ), শ্বেত সর্ষপ, আতপ চাউল, চন্দন, ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ—এইগুলি ভূতাপসারণদ্রব্য।

এই সকল দ্রব্যে, বা অভাবে—অন্যতম দ্রব্যে, সাতবার ফট্‌মন্ত্র জপ করিয়া নারাচমুদ্রায় সেই দ্রব্য বাম হস্তে ঘণ্টা-বাদনপূর্ব্বক এই মন্ত্রে দশদিকে ছড়াইবে—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

অথবা—অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ।
ভূতানামবিরোধেন পূজাকর্ম্ম করোম্যহম্॥

কর-শুদ্ধি।

নারাচ-মুদ্রায় তর্জ্জনী মধ্যমা ও হুঙ্কার যোগে ফট্ মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প হস্তে মর্দ্দন করিয়া মূলমন্ত্রে বাম দিকে নিক্ষেপ করিবে।

তালত্রয়।

ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধে একবার, তদূর্দ্ধে একবার, তদূর্দ্ধে একবার—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বামহস্ততলে আঘাত করিবে।

দিগ্বন্ধ।

পূর্ব্বদিক্ ক্রমে দশ দিকে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে তুড়ী দিবে।

সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি।

মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে ও হৃদয়স্থ দীপ-কলিকার ন্যায় জীবাত্মাকে চিন্তা করিয়া সুষুম্না-পথ দিয়া তাহাদিগকে সহ-

স্থারে পরমাত্মাতে যোগ করিবে। পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকার প্রমাণ।

অন্যপ্রকার।

দুই নাসিকা টিপিয়া—ওঁ মূলশৃঙ্গাটাৎ শিরঃসুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদেন যোজয়ামি স্বাহা। যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা। রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা। পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটকমুল্লসোজ্জ্বলোজ্জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হং সঃ সোঽহং স্বাহা—এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। (১)

বৃহৎ ভূতশুদ্ধি।

রং মন্ত্রে জলধারায় আপনাকে বেষ্টন করিয়া, চতুর্দ্দিকে অগ্নিময় প্রাচীর চিন্তা করিয়া, আপনার ক্রোড়ে—চিত্রিত বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত চিত্র করিয়া সুষুম্না-পথ দিয়া কুণ্ডলিনীর সহিত, দীপকলিকার ন্যায় হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামকষট্ চক্র ক্রমে ক্রমে ভেদ করিয়া, সহস্রদলস্থিত অধোমুখ পরমশিবের সহিত সোঽহং (শক্তিবিষয়ে হংসঃ, শূদ্রে নমঃ বলিবে) মন্ত্রে যোগ করিয়া, তাহাতেই—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চভূত এবং ইহাদের গুণ,—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ আর ইহাদের গ্রাহক ইন্দ্রিয়,—নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, কর্ণ, আর বাক্, হস্তদ্বয়, পাদদ্বয়, গুহ্য, লিঙ্গ, প্রকৃতি (স্বভাব), মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই চতুর্ব্বিংশতি দেহতত্ত্ব (বিষয়) লীন (যুক্ত) মনে করিবে।

---

(১) কোথাও প্রমাণ পাই নাই, অথচ বহুল প্রচার।

পরে যং মন্ত্র (বায়ুবীজ ধূম্রবর্ণ) দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠে দক্ষিণ নাসিকা ধরিয়া ১৬ বার বাম হস্তে জপিতে জপিতে বায়ু দ্বারা দেহ পূরণ করিবে। পরে যেন বায়ু নির্গত না হয় এরূপে দুই নাসিকা ধরিয়া বাম হস্তে ৬৪ বার জপিতে জপিতে বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপ-পুরুষের (পাপ) সহিত লিঙ্গ-দেহ শুষ্ক করিবে। পরে দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়া ৩২ বার বাম হস্তে জপিতে জপিতে অল্পে অল্পে বায়ু ত্যাগ করিবে।

দক্ষিণ নাসিকা ধরিয়া রং মন্ত্র (অগ্নিবীজ রক্তবর্ণ) ঐরূপ ১৬ বার জপিবে। দুই নাসিকা ধরিয়া ঐরূপ ৬৪ বার জপিয়া মূলাধার হইতে অগ্নি উত্থাপন করিয়া সেই পাপ-পুরুষের সহিত লিঙ্গ-দেহ দগ্ধ করিবে। পরে বাম নাসিকা ছাড়িয়া ঐরূপ ৩২ বার জপিয়া ঐ দগ্ধ দেহের ভস্মের সহিত বায়ু ত্যাগ করিবে।

পরে ঠং মন্ত্র (চন্দ্রবীজ শুক্লবর্ণ) বাম নাসায় ঐরূপ বাম হস্তে ১৬ বার জপিতে জপিতে সহস্রদল পদ্ম হইতে ললাটে চন্দ্র আনিবে। পরে নাসিকাদ্বয় ধরিয়া বং মন্ত্র (বরুণবীজ) ৬৪ বার জপিতে জপিতে সেই চন্দ্র হইতে সুধা আনিয়া মাতৃকা-বর্ণে (অং আং ইত্যাদি মন্ত্রে) সেই দগ্ধ লিঙ্গ-শরীর রচনা করিবে। পরে বাম নাসিকা ছাড়িয়া লং মন্ত্র (পৃথ্বীবীজ) বাম হস্তে ৩২ বার জপিতে জপিতে সেই লিঙ্গ-শরীর উত্তমরূপে গঠিত ও দৃঢ় হইয়াছে চিন্তা করিয়া অল্পে অল্পে বায়ু ত্যাগ করিবে। পরে হং সঃ (শক্তিবিষয়ে সোঽহং) মন্ত্রে কুণ্ডলিনী জীবাত্মা ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সেই সুষুম্না-পথ দিয়া তাহাদের স্থানে স্থাপন করিবে। পরে স্বহৃদয়ে হস্ত দিয়া অং সোঽহং মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। আরও অনেকপ্রকার ভূতশুদ্ধি আছে।

মাতৃকা-ন্যাস।

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ, মাতৃকা-সরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ঃ, মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। এইটী পাঠ করিয়া শিরসি (মস্তকে)—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, এইরূপ মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে, হৃদয়ে—মাতৃকা-সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ, গুহ্যে—হল্‌ভ্যঃ বীজেভ্যঃ, পাদদ্বয়ে—স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যঃ, সর্ব্বাঙ্গে—অব্যক্তায় কীলকায়।

মাতৃকা-ষড়ঙ্গ-ন্যাস। (১)

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, এই বলিয়া দুই হস্তের তর্জনী, দুই হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলির উপর স্পর্শ করিবে।

ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, এই মন্ত্রে দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুই হস্তের তর্জনী স্পর্শ করিবে।

উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, এই মন্ত্রে দুই বৃদ্ধ দ্বারা দুই মধ্য অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে।

এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং, এই মন্ত্রে দুই বৃদ্ধ দ্বারা দুই অনামা স্পর্শ করিবে।

ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, এই মন্ত্রে দুই বৃদ্ধ দ্বারা দুই কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে।

---

(১) স্ত্রী শূদ্রে স্বাহা বষট্ বৌষট্ ইত্যাদি দেবমন্ত্রের পরিবর্ত্তে নমঃ বলিবে।

অং যং রং লং বং শং ষং সং হুং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, এই মন্ত্রে বামহস্ততলে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা দুইবার আঘাত করিবে।

অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ, এই মন্ত্রে অনামা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে।

ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা, এই মন্ত্রে মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে।

উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, এই মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে।

এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং, এই মন্ত্রে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা উভয় বাহুমূল স্পর্শ করিবে।

ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, এই মন্ত্রে অনামা, মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা তিনটী চক্ষুঃ স্পর্শ করিবে (ত্রিনেত্র দেবতা হইলে কপালে আর একটী চক্ষু বিদ্যমান মনে করিতে হইবে)।

অং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্, এই মন্ত্রে বামহস্ততলে তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা দুই বার আঘাত করিবে।

অন্তর্মাতৃকা-ন্যাস।

পুষ্প বা তত্ত্ব-মুদ্রা দ্বারা (অনামা ও বৃদ্ধের যোগে)—

কণ্ঠপদ্মে—অং নমঃ, আং নমঃ ইত্যাদি সানুস্বার এক একটী স্বরবর্ণ। এইরূপ ক্রমান্বয়ে করিতে হয়। যথা—

হৃদয়পদ্মে—অনুস্বারযুক্ত কং নমঃ হইতে ঠং নমঃ পর্য্যন্ত।

নাভিপদ্মে—ডং নমঃ হইতে ফং নমঃ পর্য্যন্ত।
লিঙ্গমূলপদ্মে—বং নমঃ হইতে লং নমঃ পর্য্যন্ত।
মূলাধারপদ্মে—বং নমঃ হইতে সং নমঃ পর্য্যন্ত।
ভ্রূমধ্যে—হং নমঃ, ক্ষং নমঃ।

বাহ্যমাতৃকা-ন্যাস।

ধ্যান—ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং দিব্যাঙ্গহস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥

ললাটে—অং নমঃ। এইরূপ মুখে—আং। দক্ষিণ নেত্রে—ইং। বাম নেত্রে—ঈং। দক্ষিণ কর্ণে—উং। বাম কর্ণে—ঊং। দক্ষিণ নাসিকায়—ঋং। বাম নাসিকায়—ৠং। দক্ষিণ গণ্ডে—ঌং। বাম গণ্ডে—ৡং। ওষ্ঠে—এং। অধরে—ঐং। উর্দ্ধ-দন্তপাটীতে—ওং। অধো-দন্তপংক্তিতে—ঔং। ব্রহ্মরন্ধ্রে—অং। মুখমণ্ডিতে—অঃ।

দক্ষিণ বাহুমূলে—কং নমঃ। এইরূপ কনুইতে—খং। কব্জিতে—গং। অঙ্গুলিমূলে—ঘং। অঙ্গুলির অগ্রে—ঙং। ঐরূপ বাম বাহুতে—চং হইতে ঞং পর্য্যন্ত। দক্ষিণ পাদমূলে—টং। হাঁটুতে—ঠং। পাদমূলে (গাঁইটে)—ডং। অঙ্গুলিমূলে—ঢং। অঙ্গুলির অগ্রে—ণং। বামপাদে—ঐরূপে তং হইতে নং পর্য্যন্ত। দক্ষিণ পার্শ্বে—পং। বাম পার্শ্বে—ফং। পৃষ্ঠে—বং। নাভিতে—ভং। উদরে—মং। হৃদয়ে—যং। দক্ষিণ স্কন্ধে—

রং। ঘাড়ে—লং। বাম স্কন্ধে—বং। হৃদয় হইতে দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত—শং। হৃদয় হইতে বাম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—ষং। হৃদয় হইতে দক্ষিণ পাদ পর্য্যন্ত—সং। হৃদয় হইতে বাম পাদ পর্য্যন্ত—হং। হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত—ল়ং। হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত—ক্ষং।

পীঠন্যাস।

হৃৎপদ্মে—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইরূপ প্রকৃতয়ে, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ড-পায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়। দক্ষিণ স্কন্ধে—ধর্ম্মায়, বাম স্কন্ধে—জ্ঞানায়, বাম উরুতে—বৈরাগ্যায়, দক্ষিণ উরুতে—ঐশ্বর্য্যায়, মুখে—অধর্ম্মায়, বামপার্শ্বে—অজ্ঞানায়, নাভিতে—অবৈরাগ্যায়, দক্ষিণ পার্শ্বে—অনৈশ্বর্য্যায়।

পুনর্ব্বার হৃদয়ে—ওঁ অনন্তায় নমঃ, এইরূপ পদ্মায়। অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে; সং সত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। পরে প্রাণায়াম। ২ পৃষ্ঠ দেখ।

ব্যাপক ন্যাস।

পাদাদি শিরঃ পর্য্যন্ত, আর মস্তকাদি পাদ পর্য্যন্ত, অনুলোম বিলোমে সাতবার দুই হস্ত দিয়া চালন করিবে। দুই হস্ততল উপরে তুলিবার সময় ঈষৎ তির্য্যক্ ভাবে, আর নামাইবার

সময় হস্ততলদ্বয় অধোভাবে অবতারণ করিবে। গাত্র স্পর্শ করিতে হয় না।

শিববিষয়ে পীঠশক্তিন্যাস। (১)

হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি কেশরে—ওঁ রামায়ৈ নমঃ, এইরূপ জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, বলবিকরিণ্যৈ, বলপ্রমথিন্যৈ, সর্ব্বভূতদমন্যৈ, মনোন্মন্যৈ।

পীঠমন্ত্র।

হৃৎপদ্মের উপরে—ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তি-যুক্তায় অনন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ।

ঋষিন্যাস।

শিরসি—ওঁ বামদেবঋষয়ে নমঃ, এইরূপ মুখে—পংক্তি-চ্ছন্দসে, হৃদয়ে—সদাশিবদেবতায়ৈ।

মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস।

ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শিং অনামিকাভ্যাং হুং, বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, যঃ কর-

---

(১) যে দেবতার পূজা করিবে সেই দেবতার পীঠশক্তি, পীঠমন্ত্র, ঋষিন্যাস এবং মন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিবে।

তলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অথবা হ্রাং হ্রীং হ্রুং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ, এই বীজে বা প্রণবে করিবে।

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্, শিং কবচায় হুং, বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, যঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অথবা হ্রাং প্রভৃতি বীজে বা প্রণবে করিবে।

শ্রীকণ্ঠন্যাস।

মাতৃকা-স্থানে করিবে। যথা, অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ। এইরূপ আং অনন্তবিরজাভ্যাং, ইং সূক্ষ্মশাল্মলীভ্যাং, ঈং ত্রিমূর্ত্তিলোলাক্ষিভ্যাং, উং অমরেশ্বরবর্ত্তুলাক্ষীভ্যাং, ঊং অর্ঘীশদীর্ঘঘোণাভ্যাং, ঋং ভারভূতিসুদীর্ঘমুখীভ্যাং, ৠং অতিথীশগোমুখীভ্যাং, ঌং স্থাণুকদীর্ঘজিহ্বাভ্যাং, ৡং হরকুম্ভোদরীভ্যাং, এং ঝিণ্টীশোর্দ্ধমুখীভ্যাং, ঐং ভৌতিকবিকৃতিমুখীভ্যাং, ওং সদ্যোজাতজ্বালামুখীভ্যাং, ঔং অনুগ্রহেশ্বরোল্কামুখীভ্যাং, অং অক্রূরশ্রীমুখীভ্যাং, অঃ মহাসেনবিদ্যামুখীভ্যাং। কং ক্রোধীশসর্ব্বসিদ্ধিমহাকালীভ্যাং, খং চণ্ডেশ্বরসর্ব্বসিদ্ধিসরস্বতীভ্যাং, গং পঞ্চান্তকগৌরীভ্যাং, ঘং শিবোত্তমত্রৈলোক্যবিদ্যাভ্যাং, ঙং একরুদ্রমন্ত্রশক্তিভ্যাং, চং কূর্ম্মাত্মশক্তিভ্যাং, ছং একনেত্রভূতমাতৃকাভ্যাং, জং চতুরাননলম্বোদরীভ্যাং, ঝং অজেশদ্রাবিণীভ্যাং, ঞং সর্ব্বনাগরীভ্যাং, টং সোমেশখেচরীভ্যাং, ঠং লাঙ্গলমঞ্জরীভ্যাং, ডং দারুকরূপিণীভ্যাং, ঢং অর্দ্ধনারীশ্বরকারিণীভ্যাং, ণং উমাকান্তকাকোদরীভ্যাং, তং আষাঢ়িপূতনাভ্যাং, থং দণ্ডিভদ্রকালীভ্যাং, দং অত্রিযোগিনীভ্যাং, ধং মীনশঙ্খিনীভ্যাং, নং মেষগর্জ্জিনীভ্যাং, পং লোহিতকালরাত্রি-

ভ্যাং, ফং শিখিকুব্জিকাভ্যাং, বং ছগলণ্ডকপর্দ্দিনীভ্যাং, ভং দ্বিরণ্ডকবজ্রাভ্যাং, মং মহাকালজয়াভ্যাং, যং ত্বগাত্মবালিসুমুখেশ্বরীভ্যাং, রং অসৃগাত্মভুজঙ্গেশরেবতীভ্যাং, লং মাংসাত্মপিনাকীশমাধবীভ্যাং, বং মেদাত্মখড়্গীশবারুণীভ্যাং, শং অস্থ্যাত্মকেশবায়বীভ্যাং, ষং মজ্জাত্মশ্বেতরক্ষোবিদারিণীভ্যাং, সং শুক্রাত্মভৃগ্বীশসহজাভ্যাং, হং প্রাণাত্মকুলীশলক্ষ্মীভ্যাং, ল়ং বীজাত্মশিবব্যাপিনীভ্যাং, ক্ষং অক্রোধাত্মসংবর্ত্তকমায়াভ্যাং নমঃ।

স্নাপন (১)।

ওঁ শূলপাণয়ে নমঃ। প্রস্তর শিব হইলে ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। শঙ্খ-জলে স্নান করাইতে নাই, বা অর্ঘ্যও করিতে নাই। বজ্রটী ঈশানদিকে বা শক্তিযোনিতে হুং বজ্রায় ফট্ এই মন্ত্রে প্রক্ষেপ করিবে।

পূজার বিঘ্নশান্তি-বলি।

স্ববাসে ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া, তাহাতে কোন আধারে আতপ তণ্ডুল, বা মাষ কলাই, বা উপকরণ রাখিয়া, এষ বলিঃ—বাং বটুকায় নমঃ, যাং যোগিনীভ্যো নমঃ, ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, গাং গণপতয়ে নমঃ, ওঁ হ্রীং সর্ব্ববিঘ্নকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ হুং ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

---

(১) ঘৃতে স্নান করাইয়া চন্দনে অনুলেপন করিয়া পরে কুঙ্কুমে স্নান করাইয়া পূজা করা প্রশস্ত কল্প। পঞ্চগব্যে বা পঞ্চামৃতে স্নান করানও প্রশস্ত। (৫৭ পৃষ্ঠ দেখ)।

পঞ্চ মুদ্রায় আবাহনাদি (১)।

ভগবন্ পিনাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ এই মন্ত্রে আবাহনী মুদ্রা দ্বারা আবাহন। ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ এই মন্ত্রে স্থাপনী মুদ্রা দ্বারা স্থাপন। ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব এই মন্ত্রে সন্নিধাপনী মুদ্রা দ্বারা সন্নিধাপন। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু এই মন্ত্রে সম্বোধনী মুদ্রা দ্বারা সম্বোধন। মম পূজাং গৃহাণ এই মন্ত্রে সম্মুখীকরণ মুদ্রা দ্বারা সম্মুখীকরণ করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্য।

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥

ইদমর্ঘ্যং (সামবেদীর) এষঃ অর্ঘ্যঃ (যজুর্ব্বেদীর) ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ, এইরূপ শিবাদি-দেবতাভ্যঃ (সমর্থ হইলে প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিবে)। যথা—শিবায়, ভাস্করায়, অগ্নয়ে, কেশবায়, কৌশিক্যৈ,

---

(১) এই পঞ্চমুদ্রা সর্ব্বসাধারণী। ইহা ভিন্ন সকলীকরণ, অবগুণ্ঠন, অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ, এই চারিটী মুদ্রারও বিধি আছে। সুতরাং ৯টী সাধারণী। ইহা ভিন্ন দেবতাবিশেষে বিশেষ বিশেষ মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয়। শিবের দশমুদ্রা—লিঙ্গ, যোনি, ত্রিশূল, মালা, বর, অভয়, কপাল, মৃগ, ডমরু ও খট্বাঙ্গ (পরিশিষ্ট দেখ)।

আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ (সমর্থ হইলে প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিবে।) যথা—আদিত্যায়, সোমায়, মঙ্গলায়, বুধায়, বৃহস্পতয়ে, শুক্রায়, শনৈশ্চরায়, রাহবে, কেতবে)। ইন্দ্রাদি-দিক্‌পালেভ্যঃ (সমর্থ হইলে প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিবে।) যথা—যমায়, নৈঋ্ঋতায়, বরুণায়, বায়বে, ঈশানায়, ব্রহ্মণে, অনন্তায়), সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ, সর্ব্বাভ্যঃ দেবীভ্যঃ, গুরুভ্যঃ, পরমগুরুভ্যঃ, পরাপরগুরুভ্যঃ, পরমেষ্ঠিগুরুভ্যঃ, কুলদেবতায়ৈ।

ধ্যান।

করকচ্ছপিকা মুদ্রা মধ্যে (পরিশিষ্ট দেখ) পুষ্প রাখিয়া—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

এই ধ্যান করিয়া ধ্যানপুষ্প ওঁ নমঃ শিবায় মন্ত্রে আপনার মস্তকে স্থাপন করিয়া হৃদয়ে দেবতার রূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে দ্রব্য কল্পনা করিয়া ওঁ নমঃ শিবায় মন্ত্রে মনে মনে পূজা করিবে। এতে গন্ধপুষ্পে শিবস্য পীঠশক্তিভ্যো নমঃ। সমর্থ হইলে প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিবে। (পীঠশক্তি ও পীঠমন্ত্র ৭০ পৃষ্ঠে দেখ।) পুনর্ধ্যান করিয়া পূজা করিবে।

পূজা।

এষঃ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায়,(১) এতৎ পুষ্পং, এতৎ বিল্বপত্রং (দাগ বা বজ্র রহিত) এতৎ তুলসীপত্রং, এষা তুলসীমঞ্জরী, এতৎ বিজয়াপত্রং (সিদ্ধি) (২) ইত্যাদি। পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান।

(১) ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা—এই বলিয়াও বেদাধিকারীরা দিতে পারেন।

(২) সংবিদা বা বিজয়া (সিদ্ধি) শোধন (তন্ত্রমতে)।

ওঁ সংবিদে ব্রহ্মসম্ভূতে ব্রহ্মপুত্রি সদানঘে।
ভৈরবানাঞ্চ তৃপ্ত্যর্থং পবিত্রা ভব সর্ব্বদা॥
ওঁ ব্রাহ্মৈ নমঃ স্বাহা।

ওঁ সিদ্ধিমূলিক্রিয়ে দেবি হীনবোধপ্রবোধিনি।
রাজপ্রজাবশকরি শত্রুকণ্ঠত্রিশূলিনি॥
ঐং ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ স্বাহা।

ওঁ অজ্ঞানেন্ধনদীপ্তাগ্নি-জ্ঞানাগ্ন্য জ্বলরূপিণি।
আনন্দস্যাহুতিং মত্বা সম্যক্ জ্ঞানং প্রযচ্ছ মে॥
হ্রীং বৈশ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা।

ওঁ নমস্যামি নমস্যামি (মহামায়ে) যোগমার্গপ্রবোধিনি।
ত্রৈলোক্যবিজয়ে মাতঃ সমাধিফলদা ভব॥
শ্রীং শূদ্রায়ৈ নমঃ স্বাহা।

সিদ্ধি চারিপ্রকার, মিশ্রিত থাকে বলিয়া জানা যায় না; এইজন্য চারিটী মন্ত্র দ্বারা শোধন করিতে হয়।

পরে—ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতম্ আকর্ষয় আকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি শ্রীং অমুকীং দেবতাং মে বশমানয় স্বাহা।

পানমন্ত্র (তন্ত্রমতে)।

ঐং বদ বদ বাগ্‌বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব। সর্ব্বতত্ত্ববশঙ্করি স্বাহা।

পুষ্পাঞ্জলির স্থান—মস্তকে, হৃদয়ে, গুহ্যে, পাদদ্বয়ে এবং সর্ব্বাঙ্গে।

আবরণ-পূজা।

এতে গন্ধপুষ্পে শিবস্য আবরণদেবতাভ্যো নমঃ। সমর্থ হইলে প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিবে—যথা

ঈশান কোণে—ঈশানায় নমঃ, পূর্ব্বদিকে—তৎপুরুষায়, দক্ষিণে—অঘোরায়, উত্তরে—বামদেবায়, পশ্চিমে—সদ্যোজাতায়। সর্ব্বত্র নমঃ বলিবে।

ঈশান কোণে—নিবৃত্ত্যৈ, অগ্নি কোণে—প্রতিষ্ঠায়ৈ, নৈর্ঋত কোণে—বিদ্যায়ৈ, বায়ু কোণে—শান্ত্যৈ। সর্ব্বত্র নমঃ বলিবে।

পদ্মের অষ্ট পত্রে—পূর্ব্ব পত্রে অনন্তায়, অগ্নিকোণ পত্রে সূক্ষ্মায়, দক্ষিণ পত্রে শিবোত্তমায়, নৈর্ঋত পত্রে একনেত্রায়, পশ্চিম পত্রে একরুদ্রায়, বায়ুকোণ পত্রে ত্রিমূর্ত্তয়ে, উত্তর পত্রে শ্রীকণ্ঠায়, ঈশান পত্রে শিখণ্ডিনে। সর্ব্বত্র নমঃ বলিবে।

পত্রাগ্রে উত্তরাদি ক্রমে—উমায়ৈ, ঈশান কোণে চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাকালায়, গণেশায়, বৃষায়, ভৃঙ্গরীটায়, স্কন্দায়।

পত্রের বাহিরে পূর্ব্বাদিক্রমে—সায়ুধায় ইন্দ্রায়, সায়ুধায় অগ্নয়ে, সায়ুধায়, যমায়, সায়ুধায় নৈর্ঋতায়, সায়ুধায় বরুণায়, সায়ুধায় বায়বে, সায়ুধায় কুবেরায়, সায়ুধায় ঈশানায়, সায়ুধায় ব্রহ্মণে, সায়ুধায় অনন্তায়।

নন্দিনে ভৃঙ্গিনে ফণিভ্যঃ পরশবে মৃগায় বরায় অভয়ায়। অণিমাদ্যষ্টশক্তিভ্যঃ বৃষভায়। সর্ব্বত্র নমঃ বলিবে।

এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ। স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তাহাতে নৈবেদ্য রাখিয়া অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে জলপ্রোক্ষণ করিয়া হূং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন (পরিশিষ্ট দেখ) করিয়া তাহাতে যং বং রং জপ করিয়া ধেনু ও চক্র মুদ্রা দেখাইয়া মৎস্যমুদ্রায় (পরিশিষ্ট দেখ) আচ্ছাদন করিয়া দশবার মূল জপ করিয়া অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা মন্ত্রে ভূমিতে জলগণ্ডূষ দিয়া বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া এতৎ সঘৃতসোপকরণম্ আমান্নং নৈবেদ্যং বা ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ (নিবেদয়ামি নমঃ বলিলেও হয়)। অন্য দ্রব্য হইলে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া দিবে; নাম না জানিলে ইদং ভক্ষ্যদ্রব্যং পানীয় হইলে ইদং পানীয়ং বলিয়া দিবে। পরে প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা। প্রাণাদি মুদ্রা (পরিশিষ্ট দেখ) দেখাইয়া এতৎ পানার্থোদকং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। পরে অমৃতাপিধানমসি স্বাহা এই মন্ত্রে ভূমিতে জলগণ্ডূষ দিয়া এতৎ আচমনীয়ং, পুনরাচমনীয়ং, তাম্বূলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। শুক্ল বস্ত্র যুগল পদ্মসূত্রে বাতি করিয়া ঘৃত প্রদীপ, সঘৃত গুগ্‌গুলু, দুগ্ধ ও পায়স নিবেদন অতি প্রশস্ত। তিন বার পুষ্পাঞ্জলি দান।

শিবের অষ্টমূর্ত্তি-পূজা।

পূর্ব্বদিকে সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে, ঈশানকোণে ভবায় জলমূর্ত্তয়ে, উত্তরে রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে, বায়ুকোণে উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে, পশ্চিমে ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে, নৈঋতে পশুপতয়ে যজমান-

মূর্ত্তয়ে, দক্ষিণে মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে, অগ্নিকোণে ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে। সর্ব্বত্র নমঃ বলিবে।

অষ্ট-বিষ্ণুপূজা।

তন্ত্রমতে কুণ্ডলীর (গৌরীপীঠের) বাহুবেষ্টনে স্বমুখাদিক্রমে পূজা করিবার বিধি আছে। ওঁ উগ্রাদ্যষ্টবিষ্ণুভ্যো নমঃ। সমর্থ হইলে প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া করিবে। যথা ওঁ উগ্রায়, মহাবিষ্ণবে, জ্বলন্তায়, সংপ্রতাপনায়, নৃসিংহায়, ভীষণায়, ভীমায়, মৃত্যুঞ্জয়ায়, প্রত্যেক নামের পর বিষ্ণবে নমঃ বলিবে।

শিবের পঞ্চবক্ত্র-পূজা।

পূর্ব্বে হেঁাং সদ্যোজাতায় (শুক্লবর্ণ মুখ), পশ্চিমে হেঁাং বামদেবায় (পীতবর্ণ), উত্তরে হেঁাং অঘোরায় (কৃষ্ণবর্ণ), দক্ষিণে হেঁাং তৎপুরুষায়, ঊর্দ্ধে হেঁাং ঈশানায় (শ্যামবর্ণ), এই মুখে যাহা নিবেদিত হয়, তাহা গ্রহণ করিতে নাই।

গৌর্য্যৈ বা গৌরীপট্টায় নমঃ। এই মন্ত্রে গৌরীপীঠ পূজা করিয়া দশ বারের ন্যূন না হয়, জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে। পরে আরাত্রিক করিবে।

প্রণাম।

নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥

নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাংপতয়ে নমঃ॥
বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ॥

গালবাদ্য।

অঙ্গুষ্ঠ (লিঙ্গ) তর্জনী (শক্তি) এই দুই অঙ্গুলির যোগে দক্ষিণ গালে অনুলোম বিলোমে সানুস্বার মাতৃকাবর্ণে বাদ্য করিবে। পরে কক্ষবাদ্য ও করতলবাদ্য (হস্ততাল) করিবে। করতাল-যন্ত্র বাদ্য নিষেধ। স্তব কবচাদি পরিশিষ্টে দেখ।

বিসর্জ্জন।

মহাদেব ক্ষমস্ব, এই মন্ত্রে দেব-মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিবে, অবশিষ্ট পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে। শিব-নির্ম্মাল্য ধারণ নিষেধ।

প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে পূজা।

ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া স্নান করাইবে। আবাহনাদি নাই, আর সমস্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

জলে পূজা করিতে হইলে স্নাপন ও আবাহনাদি নাই, গন্ধাদি দিবার মন্ত্র—এতৎ গন্ধার্থং গঙ্গোদকং (যে তীর্থের জল হইবে তাহার নামোল্লেখ করিতে হয়, সরোবরাদির জল হইলে এতৎ গন্ধার্থং উদকং, ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এইরূপ পুষ্পার্থং, বিল্ব-পত্রার্থং, ধূপার্থং, দীপার্থং, নৈবেদ্যার্থং, উদকং সর্ব্বত্র বলিবে। আর সমস্ত পূর্ব্বের ন্যায়।

বাণলিঙ্গ পূজা।

ঐং বীজে ন্যাস ও প্রাণায়াম।

ধ্যান—ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমং।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং॥

ঐং বাণলিঙ্গায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে।

এইটী নিত্য কার্য্যের মধ্যে কর্ত্তব্য না হইলেও, কি দ্বিজ কি স্ত্রী কি শূদ্র প্রায় অনেকেই বাণলিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন বলিয়া লিখিত হইল।

বিষ্ণুপূজা

(স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই)।

শিবপূজার ন্যায়। যাহা বিশেষ, তাহাই লিখিত হইল। বৈষ্ণব-তিলক ও সংস্কৃত তুলসীমালা ধারণ কর্ত্তব্য। (১)

---

(১) তিলক ২২ পৃষ্ঠ দেখ। ধারণার্থ তুলসীমালা সংস্কার—প্রথমে পঞ্চগব্যে ক্ষালন করিয়া তাহাতে ৮ বার মূল ও গায়ত্রী জপিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ধারণ করিবে।

ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধন করিবে।

বিষ্ণুবিষয়ে পীঠন্যাস।

হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ বিমলায়ৈ। নমঃ সর্ব্বত্র বলিবে। উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ।

পীঠমনু।

তদুপরি ওঁ নমঃ ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগপদ্মপত্রাত্মনে নমঃ।

ঋষিন্যাস।

শিরসি ওঁ সাধ্যনারায়ণঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ দেবীগায়ত্রী-চ্ছন্দসে নমঃ; হৃদয়ে ওঁ বিষ্ণবে দেবতায়ৈ নমঃ।

করাঙ্গন্যাস।

ক্রুদ্ধোল্কায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, মহোল্কায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, বীরোল্কায় মধ্যমাভ্যাং বষট্, অনুল্কায় অনামিকাভ্যাং হুং, সহস্রোল্কায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। এইরূপ হৃদয়াদিতে—হৃদয়ায়, শিরসে, শিখায়ৈ, কবচায়, নেত্রাভ্যাং।

মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস।

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা; মোং শিখায়ৈ বষট্, নাং কবচায় হুং, রাং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, য়ং অস্ত্রায় ফট্, ণাং নমঃ (দক্ষিণ-পার্শ্বে), য়ং নমঃ (বামপার্শ্বে)।

স্নাপন।

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং ॥

ধ্যান।

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্দ্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ (২)

মানস-পূজা—পীঠ ও পীঠমন্ত্র পূজা—পুনর্ধ্যান—গন্ধ—পুষ্প।

---

(২) শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বেণু, শ্রীবৎস, কৌস্তভ, বনমালা, জ্ঞান, বিল্ব, গরুড়, নারসিংহী, বারাহী, হার, গ্রীবা, ধনু, বাণ, পরশু, কাম, জগন্মোহিনী—এই উনিশটী বিষ্ণুর মুদ্রা পরিশিষ্টে দেখ।

তুলসী-দানের মন্ত্র।

এতৎ সচন্দনং তুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। এষা তুলসীমঞ্জরী ওঁ নমঃ নারায়ণায় নমঃ।

বিল্বপত্র দিবারও বিধি আছে। পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান, ওঁ বিষ্ণোরাবরণদেবতাভ্যো নমঃ। সমর্থ হইলে প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া করিবে।

আবরণ-পূজা।

অগ্নিকোণে ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায়। নমঃ সর্ব্বত্র বলিবে। নৈঋর্তে মহোল্কায় শিরসে স্বাহা, বায়ুকোণে বীরোল্কায় শিখায়ৈ বষট্, ঈশানে অনুল্কার কবচায় হুং, দিক্ষু সহস্রোল্কায় অস্ত্রায় ফট্।

পদ্মের পূর্ব্বাদি কেশরে—ওঁ নমঃ, নং নমঃ, (নমঃ সর্ব্বত্র বলিবে) বলিবে। মোং, নাং, রাং, য়ং, ণাং, য়ং, নমঃ।

দলের পূর্ব্বাদিক্রমে—বাসুদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়। অগ্ন্যাদি দলে, শান্ত্যৈ, শ্রিয়ৈ, সরস্বত্যৈ, রত্যৈ। দলের পূর্ব্বাদিক্রমে—চক্রায়, শঙ্খায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, কৌস্তুভায়, মুষলায়, খড়্গায়, বনমালায়ৈ। তদ্‌বাহিরের অগ্রে—গরুড়ায়, দক্ষিণে শঙ্খনিধয়ে, বামে পদ্মনিধয়ে, পশ্চিমে ধ্বজায়, অগ্নিকোণে বিঘ্নায়, নৈঋর্তে আর্য্যায়ৈ, বায়ুকোণে গঙ্গায়ৈ, দুর্গায়ৈ, ঈশানে সেনান্যৈ।

সায়ুধ ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণকেও পূজা করিবে। তৎপূজাপ্রণালী শিবপূজায় দেখ।

নৈবেদ্য-নিবেদন।

ফট্‌মন্ত্রে প্রোক্ষণ, চক্রমুদ্রায় রক্ষা, যং বং রং তদুপরি জপ, মূল অষ্টধা জপ, ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ, গন্ধ পুষ্পে নৈবেদ্য পূজা করিয়া ওঁ নমঃ নারায়ণায় স্বাহা এই মন্ত্রে নৈবেদ্যে জল দিবে। পরে নৈবেদ্য হস্ত দ্বারা লইয়া ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে এই মন্ত্রে সমর্পণ করিয়া অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা এই মন্ত্রে জল দিয়া বামহস্তে গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া দক্ষিণ-হস্তে প্রাণাদিমুদ্রা দেখাইবে। পরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অনামার অগ্রে স্পর্শ করিয়া ওঁ ধ্রৌঁ নমঃ পরায় অন্তরাত্মনে অনিরুদ্ধায় নৈবেদ্যং কল্পয়ামি নমঃ এই মন্ত্রে নৈবেদ্যে মুদ্রা দেখাইয়া ওঁ নমঃ নারায়ণং তর্পয়ামি এই মন্ত্র চারিবার পাঠ করিয়া নিবেদন করিবে।

প্রণাম।

ওঁ নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

স্তবাদি পরিশিষ্টে দেখ।

ইষ্টপূজা।

(গুরুমুখে শিখিবে)।

ইষ্ট দেবতার নিত্য সংক্ষিপ্ত হোম।

অগ্রে মূল পরে বৌষট্‌ মন্ত্রে ভূমি দর্শন করিয়া ফট্‌ মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন করিয়া হুঁ মন্ত্রে অর্ঘ্যজলে ভূমি প্রোক্ষণ

করিবে। পরে কুশ দ্বারা পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্ব্বদিকে মূলমন্ত্রে তিনটী রেখা করিবে। পরে অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দর্শন, তাড়ন ও প্রোক্ষণ করিয়া রং মন্ত্রে অগ্নি লইয়া হুঁ ফট্ মন্ত্রে ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা এই বলিয়া একটী জ্বলন্ত কাষ্ঠ নৈঋর্ত দিকে ত্যাগ করিবে। পরে অগ্নির উপর মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া যোনিমুদ্রা দেখাইয়া দুই হস্তে সেই অগ্নি লইয়া কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলের উপর তিনবার ঘুরাইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত আত্মাভিমুখে রেখার উপরে অগ্নিস্থাপন করিবে। পরে দেবতাকে আবাহনাদি করিয়া ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা—এই মন্ত্রে এক একটী আহুতি দিয়া দেবতার ষড়ঙ্গ, আবরণদেবতা, ঋষি, এবং গুরুপংক্তিকে (শ্যামা ও দুর্গাদি-পক্ষে অষ্টভৈরবকে) পূর্ব্বাদিক্রমে সতিল ঘৃতে এক একটী আহুতি দিয়া মূল-দেবতার ষোড়শ আহুতি দিবে।

আত্মসমর্পণ-মন্ত্রে (৫৫ পৃষ্ঠ দেখ) পূর্ণাহুতি দিয়া সংহারমুদ্রা দেখাইয়া ইষ্টদেবতাকে স্বহৃদয়ে স্থাপন করিবে।

পরে স্তব, কবচ পাঠ করিয়া অমুক দেব বা অমুকি দেবি ক্ষমস্ব, অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ এই বলিয়া দেবতা ও অগ্নি বিসর্জ্জন করিয়া, পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব এই মন্ত্রে দধি বা জল কুণ্ডে প্রক্ষেপ করিবে। পরে প্রণাম, তর্পণ করিয়া নির্মাল্য, নিবেদিত চন্দন ও সিন্দুর ধারণ করিবে।

ভূতযজ্ঞ(১) বা বৈশ্বদেব-বলি।

বৈশ্বদেব-হোম—পূর্ব্বাভিমুখে দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া স্ব স্ব গৃহ্যসূত্রশাস্ত্রের বিধানক্রমে অগ্নি স্থাপন করিয়া কিংবা কোন পাত্রস্থিত জলে দেবতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুলির অগ্রভাগ) সঘৃত অন্ন বা সঘৃত আমান্ন (আতপ চাউল) বা কেবলমাত্র জল বা ফল দ্বারা হোম করিবে। যথা—ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা, ওঁ দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা, ওঁ পিতৃকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা, ওঁ মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা, ওঁ আত্মকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা, ওঁ যদ্দিবা চ নক্তঞ্চৈনশ্চ কৃতমস্যাবযজনমসি স্বাহা, ওঁ যদ্বিদ্বাংশ্চাবিদ্বাংশ্চৈনশ্চ কৃতমস্যাবযজনমসি স্বাহা, ওঁ এনস-এনসোঽবযজনমসি স্বাহা,—প্রত্যেককে এই বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ হোম করিবে।

ভূতবলি।

বৈশ্বদেব-হোমের পর অবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা ভূমিতে ভূতবলি দিবে। প্রত্যেক বারে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে জলসিঞ্চন দ্বারা রেখা করিবে। তদুপরি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বলি দিবে ও বলির উপর জল দিবে।

মন্ত্র যথা—ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ এই বলিয়া দ্রব্য দিয়া আবার এই মন্ত্রে জল দিবে। তাহার উত্তরে ঐরূপ জল-

---

(১) আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া প্রথম আরম্ভ করিবে। পিতা বর্ত্তমানে নিষেধ। অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দিবে।

সিঞ্চনে রেখা করিয়া ওঁ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ বলিয়া ঐরূপ জল দিবে। পরে দক্ষিণাস্য হইয়া বাম জানু পাতিত ও উত্তরীয় দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিয়া ঐরূপ রেখা করিয়া পিতৃতীর্থ (তর্জ্জনীর মূলভাগ) দ্বারা ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধা বলিয়া ঐরূপ জল দিবে। তদুত্তরে রেখা করিয়া দক্ষিণ জানু পাতিত ও উত্তরীয় বাম স্কন্ধে রাখিয়া ওঁ যক্ষন্ নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ এই মন্ত্রে বলি দিবে, ওঁ যক্ষণে নমঃ এই মন্ত্রে জল দিবে।

কাম্যবলি।

যক্ষবলির পশ্চিমে জল দ্বারা উত্তরাগ্র রেখা করিয়া জলসেক ও বলিস্থাপন করিবে।

মন্ত্র—ওঁ দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি
সিদ্ধাঃ সরক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা
যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্॥
পিপীলিকা-কীট-পতঙ্গকাদ্যা
বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু-তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং
তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-
র্নৈবান্যসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তৎতৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥

ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেত-
দহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূত-
মন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্॥
চতুর্দ্দশো ভূতগণো য এষঃ
যত্র স্থিতা যেঽখিলভূতসঙ্ঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং
তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু॥

ওঁ দেবাদিভ্যো নমঃ বলিয়া তদুপরি জলদান ও ভূমিতে জলসিঞ্চন করিবে। চণ্ডাল-পতিত-পাপরোগিভ্যো নমঃ, ধর্ম্মরাজ-চিত্রগুপ্তাভ্যাং নমঃ, বায়সেভ্যো নমঃ—ভূমিতে জল দিবে।

ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যাঃ সৌম্যা বৈ নৈর্ঋতাস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তু ভূমৌ পিণ্ডং ময়ার্পিতম্॥

বায়সেভ্যো নমঃ—দ্রব্য দিবে।

শ্বভ্যাং নমঃ—শ্বানৌ দ্বৌ শ্যাবশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং পিণ্ডং প্রযচ্ছামি স্যাতামেতাবহিংসকৌ॥

অন্নোৎসর্গ (নৈবেদ্য উৎসর্গের ন্যায়)।

অন্নাদিতে সুপ্রোক্ষিতমস্তু বলিয়া জলপ্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া তদুপরি হং যং বং রং এই মন্ত্র ও মূল ১০ বার জপ করিয়া এতৎ সঘৃতসোপকরণং সিদ্ধান্নং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। যে দ্রব্য উৎসর্গ করিবে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া করিবে। যেমন খেচরান্নং, পলান্নং, ভৃষ্টান্নং (লুচি রুটি প্রভৃতি ভাজা দ্রব্য), পিষ্টকান্নং, পক্কান্নং (মিঠাই)। সংস্কৃত নাম

না জানিলে এতৎ ভক্ষ্যদ্রব্যং, পানীয় হইলে, এতৎ পানীয়-দ্রব্যং, এইরূপ বলিবে।

মাংস মৎস্য ও মুদ্রা ভোজন করিতে হইলে উহাদের শোধন আবশ্যক।

মাংস-শোধন (তন্ত্রমতে)।

ওঁ এতদ্ বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমকুচয়ো গরিষ্ঠা যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমে ধিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ।

মৎস্য-শোধন (তন্ত্রমতে)।

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সমিদ্ধং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।

মুদ্রা-শোধন (তন্ত্রমতে) (১)।

ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষু-রাততম্। ওঁ তদ্ বিপ্রাসো হিরণ্ময়ো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥

পরে এই সমস্ত শোধিত দ্রব্যে হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন ও ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া সাতবার মূল মন্ত্র জপ করিয়া তালত্রয় ও দিগ্‌বন্ধ করিয়া নিবেদন করিবে।

---

(১) লুচি, রুটি, পকান্ন, মুড়ি, কড়াইভাজা প্রভৃতি।

নৃযজ্ঞ বা অতিথিসৎকার।

অতিথি-সেবা না করিয়া আহার করিতে নাই। যদি অতিথি উপস্থিত না হয়, তবে মুহূর্ত্তকে (দুই দণ্ডকে) আট ভাগ করিলে তাহার এক ভাগ সময় দ্বারে বসিয়া অতিথির অপেক্ষা করিবে। যদি উপস্থিত না হয়, সুতরাং আহার করিবে। শত্রুই হউক, মিত্রই হউক, মূর্খই হউক, পণ্ডিতই হউক, ব্রাহ্মণই হউক, বা চণ্ডালই হউক, অতিথি হইলে তাহার নাম গোত্র দেশ ইত্যাদি, আহার না করাইয়া, জিজ্ঞাসা করিতে নাই। তাহাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করিবে। বলিকার্য্যের পূর্ব্বে কোন ভিক্ষুক (১) আসিলে যথাশক্তি ভিক্ষা দিবে। ভিক্ষুক বা অতিথি উপস্থিত না হইলে, সেই ভিক্ষুক বা অতিথির অংশ গরুকে ভোজন করাইবে, বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। যিনি, আমি ব্রাহ্মণ, সদ্বংশজাত ইত্যাদি পরিচয় দিয়া ভোজনের লোভে অতিথি হন, তাঁহার সে ভোজন ন্যক্কার-সদৃশ।

গোগ্রাস।

একগ্রাস ঘাস বা অন্য দ্রব্য লইয়া এই মন্ত্রে দান করিবে—

সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥

---

(১) ব্রহ্মচারী, যতি, বিদ্যার্থী, গুরুপোষক, পথিক, ক্ষীণবৃত্তি।

নমস্কার—পঞ্চভূতে শিবে পুণ্যে পবিত্রে সূর্য্যসম্ভবে।
প্রতীচ্ছেমং ময়া দত্তং সৌরভেয়ি নমোঽস্তু তে ॥
নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ ॥

বৈদিক শান্তি-মন্ত্র।

ওঁ মহাবামদেব্য ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা মহাবীরাদ্যন্তয়োঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা কয়া সচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ দৃঢ়া চিদারুজেবসু। ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৄণাং শতং ভবা স্যূতয়ে। (স্যূতিভিঃ বা)। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। ওঁ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ ওঁ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি। দ্যোঃ শান্তিঃ আপদঃ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ। যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা।

যজ্ঞোপবীত-ধারণ।

সামবেদীর নাভির নিম্ন পর্য্যন্ত (হস্তপ্রমাণ), যজুর্ব্বেদীর নাভিমাত্র (মুটুমহাত), তিনটী সূত্র (তিন খেয়া) একত্র করিয়া বৃদ্ধ ও অঙ্গুষ্ঠের নীচে দিয়া স্ব স্ব প্রবর উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক নামে যথাক্রমে উপর দিকে জড়াইবে, পরে একবার গায়ত্রী পড়িয়া ফাঁস দিবে। ত্রিদণ্ডী করা বিধি। পরে তাহার উপর পাঁচবার গায়ত্রী জপ এবং অষ্টোত্তর শতবার প্রণব (ওঁ) জপ করিয়া এই মন্ত্রে ধারণ করিবে।

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি।

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং
বৃহস্পতের্যৎ পরমং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং
যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥

অভুক্ত হইয়া গ্রন্থি দিবে।

বিপ্রপাদোদক-পান-মন্ত্র।

বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপত্রেণ পিবন্তি পিতরোদকম্॥

বিষ্ণুর চরণামৃত-পান-মন্ত্র।

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা (পুণ্যং) শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

বিপ্রপাদোদক-পানের পর চরণামৃত-পান বিধি।

ক্ষৌর।

পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক অনুৎকণ্ঠচিত্তে সোম ও বুধবারে কেশ শ্মশ্রু লোম নখ বপন

করিবে (১)। শিখা বপনক রিতে নাই। সন্ধ্যা ও রাত্রিতে নিষেধ। রণোৎসুক, গমনোৎসুক, অলঙ্কৃত, অভ্যক্ত (তৈলাক্ত) ও ভুক্ত ব্যক্তির নিষেধ। জন্ম-মাসে ও জন্ম-নক্ষত্রে নিষেধ। ব্রত উপবাস ও শ্রাদ্ধ বাসরে, কাম্য-পূজা-দিনে, সংক্রান্তিতে, এবং সংযম (পূর্ব্বদিনে) ও ব্রতাদির দিনে নিষেধ। নাপিতগৃহে নিষেধ।

ভোজন।

প্রতিবাসিনী দরিদ্রা গর্ভিণী ও প্রতিবাসী বৃদ্ধ বা বালক অভুক্ত থাকিলে অগ্রে তাহাদিগকে আহার না করাইয়া আহার করিতে নাই। অনুষ্ণ, কুপথ্য, কেশাদিযুক্ত, দেবতার অনিবেদিত আহার করিবে না। নিঃশেষরূপে আহার করিতে নাই, কিছু অবশিষ্ট রাখিতে হয়। কি দিবসে কি রাত্রিতে এক প্রহর মধ্যে ও তিন প্রহরের পর আহার করিতে নাই। আড়াই প্রহরই আহারের মুখ্য কাল। আহারকালে কথা কহিতে নাই। উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না ও কাহাকেও দিবে না। পংক্তিতে ভোজন করা নিষেধ। যদি এক পংক্তিতে বসিতে হয়, তবে জল বা ভস্ম বা স্তম্ভাদি দ্বারা মধ্যে রেখা করিয়া ব্যব-

---

(১) অশৌচান্তে সকল দিনেই হইতে পারে। ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া তর্পণ করিতে নাই। পিতৃকার্য্য ও দেবকার্য্যের পর ক্ষৌর করা উচিত। ক্ষৌর কার্য্যের পর স্নান করা বিধি। মরণাশৌচের ন্যায় জননাশৌচান্ত দিনেও ক্ষৌরকর্ম্মের বিধি আছে।

ধান করিবে। পংক্তিস্থ লোকের আহার শেষ না হইলে গণ্ডূষ (আচমন, পাত্রত্যাগ) করিতে নাই। কি দিবসে, কি রাত্রিতে, দুইবার অন্ন (১) আহার করিতে নাই। একসঙ্গে আহার করিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া অগ্রে আহার করিলে সে অন্ন দূষিত হয়। লৌহ বা সীসার পাত্রে ভিন্ন (ভাঙ্গা) কাংস্যপাত্রে,(২) তাম্রপাত্রে, মলিন পাত্রে, পদ্ম ও পলাশ পত্রে, ও পত্রের পৃষ্ঠভাগে আহার করিতে নাই। উবু হইয়া বসিয়া আহার করিতে নাই। হস্তোত্তোলন ব্যতিরেকে কেবল মুখ দিয়া কিছু খাইতে নাই। জল, দধি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, শক্তু, শাক, পায়স—ইহাদিগের ভুক্তাবশেষ রাখিতে নাই। ভোজনে অসমর্থ হইলে অবশিষ্ট কাহাকেও দিতে নাই। উদ্ধৃতসার এবং বালবৎসা ও মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ পান করিতে নাই। ঘৃতহীন ভোজন করিবে না। ঘৃতশূন্য অন্নে প্রাণাহুতি করিয়া সেই অন্নে আর ঘৃত দিবে না। পাদুকাপদ হইয়া আহার নিষেধ। অনাবৃত অন্ন, ভুক্তান্ন (অগ্রে আহার করিলে রন্ধনশালা বা ভাণ্ডারস্থানস্থিত অন্ন). রাজান্ন. নগরাধ্যক্ষের অন্ন, শ্রাদ্ধ ও পঞ্চযজ্ঞ বিহীন ব্যক্তির অন্ন, রজঃস্বলা-স্পৃষ্ট অন্ন, ক্রীতান্ন (হোটেলের অন্ন), সূতিকান্ন(৩), ঘুষ্টান্ন (৪), অশৌচান্ন, অবজ্ঞা বা কুবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক দত্ত

---

(১) সিদ্ধ করা ধান্য, গম, যব প্রভৃতি শস্য।

(২) কাংস্যপাত্রে বিধবা, যতি ও ব্রহ্মচারীর একবারেই নিষেধ।

(৩) সূতিকাগৃহে স্ত্রীলোকের উদ্দেশে পক্ব অন্ন।

(৪) কে অভুক্ত আছ আইস এই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার বা ঢেঁড়া পিটিয়া আহ্বান করিয়া যে দত্ত অন্ন।

অন্ন, অবীরার অন্ন, শত্রুর অন্ন, পতিতান্ন ও শূদ্রান্ন (১), খাইতে নাই। ক্রূর, মত্ত, ক্রুদ্ধ ও আতুরদিগের অন্ন, পাদস্পৃষ্ট অন্ন, বিড়াল (২), কাক, কুক্কুর, গোজাতি প্রভৃতির স্পৃষ্ট অন্ন, পুনঃ পক্ক ও পর্য্যুষিতান্ন, খাইবে না। শূদ্রাহূত হইয়া ভোজন করিবে না। পাণিতলে বা প্রসৃত (অসমস্ত) অঙ্গুলিতে অন্ন তুলিয়া খাইতে নাই। জলপান করিবার সময় মুখ হইতে জল ও অন্ন পাত্রে পড়িলে সে অন্ন খাইবে না। পাত্র স্পর্শ করিয়া আহার করিবে। চারিকোণ বা ত্রিকোণ বা মণ্ডল করিয়া তাহার উপর ভোজনপাত্র রাখিয়া আহার করিতে হয়। পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে দক্ষিণমুখ হইয়া আহার করিতে নাই (৩)। হীরক ভিন্ন অন্য রত্নাঙ্গুরীয় হস্তে ভোজন করিবে। নিরামিষ ভোজনই প্রশস্ত ভোজন। যদি মৎস্য মাংস আহার করিতে হয়, অন্ততঃ এই সকল দিনে পরিত্যাগ করিবে। যথা,—চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, রবিবার, ব্রত ও শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন, মৃতাশৌচ, কার্ত্তিক মাস, বিশেষতঃ বকপঞ্চক (অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত)। আপনার তৃপ্তির জন্য বৃথা মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করিবে না। দেবতা ও পিতৃলোকের (৪) উদ্দেশে বধ ও পাক করিয়া নিবেদিত

(১) শূদ্রগৃহে দধি, দুগ্ধ ও ভক্ষণ নিষেধ। শূদ্রদ্রব্য গৃহে অযাচিত আসিলে, তাহা প্রোক্ষণ করিলে বা পাত্রান্তরে রাখিলে শুদ্ধ হয়।

(২) স্বর্ণজলপ্রোক্ষিত হইলে প্রতিপালিত বা ভ্রমণকারী বিড়ালোচ্ছিষ্টে দোষ নাই।

(৩) পুত্র বর্ত্তমানে উত্তরাস্য হইয়া বসিবার ব্যবহার নাই।

(৪) মাংসাষ্টকাদি শ্রাদ্ধে পিতৃলোককে মাংস দিবার বিধি আছে।

হইলে দোষ নাই। আরণ্য পশু প্রোক্ষণ করিতে হয় না, নিবেদন করিলেই হয়। আরণ্য জন্তু চণ্ডালহত হইলেও তদ্‌-ভক্ষণে দোষ নাই। স্ত্রীলোকের মাংসভক্ষণ নিষেধ (তন্ত্রমতে নিবেদিত মাংস ভক্ষণে দোষ নাই)।

প্রতিপদে—কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায়—বৃহতী, তৃতীয়ায়—পটোল, চতুর্থীতে—মূলা, পঞ্চমীতে—শ্রীফল, ষষ্ঠীতে—নিম্ব, সপ্তমীতে—তাল, অষ্টমীতে—নারিকেল, নবমীতে—অলাবু, দশমীতে—কলম্বী, একাদশীতে—শিম, দ্বাদশীতে—পূতিকা, ত্রয়োদশীতে—বার্ত্তাকু, চতুর্দ্দশীতে—মাষকলাই ভক্ষণ নিষেধ।

শ্বেতবর্ণ তাল, বার্ত্তাকী, কলম্বী, বর্ত্তুল অলাবু, কুন্দসদৃশ বার্ত্তাকী, বৃন্তাক, কুসুম্ভ ভক্ষণ নিষেধ।

লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, করক (ছত্রাক), আর অপবিত্র-স্থান-জাত ফল দ্বিজাতির অভক্ষ্য।

জল-পান।

এক হস্তে জল পান করিবে না ও জলপাত্র বাম দিকে রাখিবে না; যদি রাখ তবে ডানি দিকে একবার রাখিয়া জল পান করিবে। পীতশেষ জল পান করিবে না।

অন্ন ভোজন।

তেজোঽসি মন্ত্র পাঠ করিয়া অন্নকে প্রণাম করিবে। পরে ভুবঃপ্রতয়ে স্বাহা, ভুবনপতয়ে স্বাহা, ভূতানাং পতয়ে স্বাহা,

(স্বঃপতয়ে স্বাহা, ইহাকে দিবারও বিধি আছে) এই মন্ত্রে ভূমিতে তিনবার বলি অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অন্ন স্থাপন করিবে। পরে নাগায় স্বাহা, কূর্ম্মায় স্বাহা, ক্রকরায় স্বাহা, দেবদত্তায় স্বাহা, ধনঞ্জয়ায় স্বাহা এই মন্ত্রে এই বাহ্য পঞ্চ বায়ুকেও পাঁচটী বলি দিবার বিধি আছে। পরে অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা মন্ত্রে গণ্ডূষ করিয়া (১) প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা এই মন্ত্রে অন্তঃস্থ পঞ্চ বায়ুকে প্রাণাদি মুদ্রা (পরিশিষ্ট দেখ) দ্বারা একবার করিয়া কিঞ্চিৎ অন্ন পাঁচবার আহুতি দিয়া নির্জ্জনে আহার করিবে। অনুপনীত, শূদ্র ও স্ত্রীলোকের এ সকল বিধি নাই।

গণ্ডূষ বা পাত্র-পরিত্যাগ।

হস্ততলে জল লইয়া অমৃতাপিধানমসি স্বাহা মন্ত্রে অর্দ্ধেক পান করিয়া, অর্দ্ধেক ভূমিতে স্থাপন করিয়া, উচ্ছিষ্ট অন্ন ও জল লইয়া উচ্ছিষ্টভাগধেয়েভ্যো নমঃ বলিয়া ভূমিতে স্থাপন করিবে। (২)

---

(১) তন্ত্রমতে—ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥
এই মন্ত্রে গণ্ডূষ করিবার বিধি আছে।

(২) রৌরবে পুণ্যনিলয়ে পদ্মার্ব্বুদনিবাসিনাম্।
প্রাণিনাং সর্ব্বভূতানামক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥
এই মন্ত্রেও দিবার বিধি আছে।

ভোজনান্ত আচমন।

জল ও মৃত্তিকাদি দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আচমন ও দন্তলগ্ন দ্রব্য বাহির করিবে। যেন রক্তপাত ও ক্ষত না হয়। নখ দ্বারা বাহির করা নিষেধ। পরে পাদ ধৌত করিয়া বসিয়া বৈধ আচমনপূর্ব্বক দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠে এই মন্ত্রে জল দিবে(১)।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অঙ্গুষ্ঠঞ্চ সমাশ্রিতঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতু বিশ্বধৃক্॥

পরে উদরে এই মন্ত্রে হস্ত বুলাইবে।

অগ্নিরাপ্যায়তাং ধাতুং পার্থিবং পবনেরিতঃ।
দত্তাবকাশো নভসা জরয়ত্বস্তু মে সুখম্॥
প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তথা।
অন্নং পুষ্টিকরং চাস্তু মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্॥
অগস্ত্যবহ্নির্বড়বানলশ্চ
ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ত্বশেষম্।
সুখং মমৈতৎ পরিণামসম্ভবং
যচ্ছন্নরোগং মম চাস্তু দেহে॥

অথবা—যথা সমস্তেন্দ্রিয়দেহিদেহে
প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেত-
দারোগ্যদং মে পরিণামমেতু॥

---

(১) যেপর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র স্থানান্তরিত এবং উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার না হয়, তাবৎ অশুচি থাকিতে হয়। অতএব আহারান্তেই সেই স্থান পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

বীর্য্যবত্তা যথেবান্নং পরিণামমবৈতি হি।
সত্যেন তেন মদ্ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা॥

তাম্বূল-ভক্ষণ।

পর্ণের মূল বা অগ্র বা বোঁটা বা জীর্ণ পর্ণ ভক্ষণ করিবে না। তাম্বূল-ভক্ষণের পূর্ব্বে আচমনেরও বিধি আছে।

দ্রব্যশুদ্ধি।

সুবর্ণ রৌপ্য কাংস্য লৌহ তাম্র পিত্তল সীস রঙ্গ প্রস্তর শঙ্খ শুক্তি (ঝিনুক) ও রত্ন এই সকল নির্ম্মিতপাত্র ভক্ত প্রভৃতি বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্যে লিপ্ত হইলে ক্ষার অম্ল ও জল দ্বারা বা কেবল জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। সকল দ্রব্য সূতিকা (নবপ্রসূতা) রজস্বলা ও শবস্পৃষ্ট বা মল মূত্রে স্পৃষ্ট হইলে অগ্নিতে তপ্ত (যেন দ্রব না হয়) করিলে শুদ্ধ হয়। কাংস্যপাত্র পাদধৌত জলে বা গণ্ডূষ-জলে স্পৃষ্ট বা গোজাতিকর্ত্তৃক আঘ্রাত হইলে দশ দিন ব্যবহার করিবে না। অতএব কাংস্যপাত্রে পাদ ধৌত বা আচমন করিতে নাই। মৃণ্ময় পাত্র দূষিত হইলে পরিত্যাগ (কেহ বলেন সামান্য দোষে দূষিত হইলে দগ্ধ) করিবে। অনেকবাহ্য কাষ্ঠ (কেহ বলেন অপবিত্র হইলে চাঁচিলে পবিত্র) ও প্রস্তর পবিত্র। গোগৃহ (যে কোন জাতির হউক), স্ত্রী, বালক এবং পীড়িত ব্যক্তি অপবিত্র হয় না।

সন্তত জলধারা বা প্রস্রবণ-জল ও বাতোদ্ধূত ধূলি অপবিত্র হয় না। আকরজাত পদার্থ, কন্দুশালা (যে গৃহে কলাই মুড়ি প্রভৃতি ভাজা হয়), ইক্ষু ও তৈলযন্ত্র অপবিত্র হয়

না। কাঁচা মৎস্য ও মাংস, মধু, ফলজাত স্নেহ (দ্রব-পদার্থ) ও ঘৃত পাত্রান্তরিত হইলে পবিত্র। ঘৃত তৈল অপবিত্র হইলে অগ্নিতে গলাইলে এবং দুগ্ধ প্লাবিত (উথলাইয়া কিঞ্চিৎ পড়িলে) পবিত্র। কঠিন দুগ্ধ (ছানা) বা দধি পবিত্র। পুষ্প ফল পুস্তক ও সংহত (পরস্পর গ্রথিত বা মিলিত) পদার্থ, রাশী-কৃত বস্ত্র বা ধান্যাদি শস্য প্রোক্ষণ দ্বারা পবিত্র। বস্ত্র ও ধান্যাদি অল্প হইলে ক্ষালন দ্বারা পবিত্র।

ক্লীব, পতিত, অভিশপ্ত, সূতিকা, (নবপ্রসূতা) রজস্বলা ও নাস্তিক ইহাদের কর্ত্তৃক দৃষ্ট অন্ন কিঞ্চিৎ ফেলিয়া প্রোক্ষণ করিলে পবিত্র। বিড়াল ইন্দুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইলে অপবিত্র (কিন্তু স্বর্ণসংস্পৃষ্ট জলে পবিত্র হয়)। চণ্ডাল ও কুক্কুর কর্ত্তৃক দৃষ্ট ঘৃত যজ্ঞীয় নয়।

প্রভূত গুড় লবণ ও বায়ু অগ্নিতাপে পবিত্র। গোরুর মুখ ও বিড়াল অপবিত্র। ভূমি জল অগ্নি বায়ু ছায়া সূর্য্যরশ্মি মক্ষিকা ও অশ্ব পবিত্র।

সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণে জলক্ষালন করিলে পবিত্র। অপবিত্র দ্রব্য, পবিত্র হউক এই কথা ব্রাহ্মণে বলিলে, পবিত্র হয়।

বিবিধ কার্য্য।

পরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া পুরাণাদির আলোচনা অর্থাৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি করিবে। দিবসের সপ্তম ও অষ্টম ভাগে সদ্বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিবে (১)।

---

(১) অধ্যাপনা, যাজন ও সৎপ্রতিগ্রহ—এই তিনটী ব্রাহ্মণের জীবিকা-নির্ব্বাহের সদ্বৃত্তি।

রাত্রিকৃত্য।

দিবসকর্ত্তব্য অর্থাৎ সন্ধ্যাদি প্রমাদবশতঃ যদি দিবসে না করা হইয়া থাকে, তবে রাত্রির প্রথম প্রহরে অগ্রে সেইগুলি করিয়া পরে সায়ংকার্য্যগুলি করিবে। যদি রাত্রিতে ভোজন করিতে হয়, তবে দেড় প্রহরের মধ্যে করিবে। রাত্রিতেও অতিথি উপস্থিত হইলে অগ্রে তাহার সেবা অর্থাৎ ভোজনাদি করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে।

শয়নবিধি।

সূর্য্যাস্তের পর শয্যা পাতিবে ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা তুলিবে। মাঙ্গল্য-জল-পূর্ণ কলস মস্তকের নিকট স্থাপন করিয়া ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ওঁ নন্দিকেশ্বরায় নমঃ, ওঁ নর্ম্মদায়ৈ নমঃ ওঁ প্রাতর্নর্ম্মদায়ৈ নমঃ বলিয়া প্রণাম করিবে, পরে ওঁ নমস্তে নর্ম্মদে নিত্যং ত্রাহি মাং বিষসর্পতঃ এই মন্ত্র পড়িয়া পবিত্র স্থানে শয়ন করিবে। স্বগৃহে পূর্ব্বশিরা বা দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ন করিবে, প্রবাসে পশ্চিম-শিরা হইয়া শুইবে। কি গৃহে কি বিদেশে কোথায়ও উত্তর-শিরা হইয়া শুইবে না।

শয়ন-নিষেধ।

নির্জন গৃহে, শ্মশানে, শিবালয়ে, বালি-ধূসরিত বা লোষ্ট্রময় স্থানে, গোরু, ব্রাহ্মণ, দেবতা, গুরুজনের উপরি স্থানে; ভগ্ন

শয্যায় এবং অপবিত্র স্থানে শয়ন করিবে না। অপবিত্র, উলঙ্গ ও আর্দ্র বস্ত্র হইয়া শয়ন করিবে না।

দারোপগমন।

ঋতুমতী স্ত্রীতে গমন করিবে না। ঋতুর চতুর্থ দিন হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত গমনকাল ; তন্মধ্যে চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ বা ষোড়শ দিনে রজোনিবৃত্তি না হইলে উপরত হইবে না। অন্য দিনে একবারেই নিষেধ। পূর্ব্বোক্ত বৈধ দিনের মধ্যে চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী ও রবি-সংক্রান্তিতে, জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, মঘা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া উত্তর ভাদ্রপদ উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে, ব্রতের পূর্ব্বদিনে, ব্রতদিনে, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে ও শ্রাদ্ধদিনে উপরত হইবে না। দিবামৈথুন, পুংমৈথুন, পশুমৈথুন ও হস্তমৈথুন নিষেধ। পীড়িত ব্যক্তির মৈথুন নিষেধ। শূদ্রান্ন (শূদ্রদত্ত তণ্ডুল ও ভৃষ্ট দ্রব্য) ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে সেই মৈথুন হইতে উৎপন্ন সন্তান শূদ্রবৎ জানিবে। পুত্রোৎ-পত্তির জন্য দারগমন, অতএব পুত্রোৎপত্তির পর ঋতুরক্ষার জন্য দারগমন না করিলে দোষ নাই। দারগমনের পর স্ত্রী শয্যা হইতে উঠিলে পবিত্রা হয় (শয়ানা থাকিলে অপবিত্রা)। পুরুষ যদি গর্ভ হইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করেন, তবে স্নান করিবেন, নতুবা মূত্র-পুরীষের শৌচের ন্যায় শৌচ করিবেন। মৈথুনের পূর্ব্বে মূত্র পুরীষ ত্যাগ করিবে না।

পরিশিষ্ট।

জপরহস্য।

(৩পৃষ্ঠ দেখ)।

পশ্বাচারীদিগের যে কোন জপ (গ্রহণভিন্ন) রাত্রিতে ৯॥ টা পর্য্যন্ত।

জপের পূর্ব্বে আচমন, আসনশুদ্ধি, গুর্ব্বাদি-নমস্কার, মাতৃকান্যাস, যে দেবতার মন্ত্র জপিবে তাহার করাঙ্গ ও ষড়ঙ্গ, ন্যাস, ঋষিন্যাস ও প্রাণায়াম করিবে।

কাম্য জপ।

(গ্রহণভিন্ন) দিবসে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত। কাম্য জপের পূর্ব্বে (গ্রহণভিন্ন) মুখশোধন প্রভৃতিও কর্ত্তব্য।

কালীবিষয়ে মুখশোধন—বীজত্রয়, পরে প্রণবত্রয়, পরে বীজত্রয়। মুখে কর্পূর দিয়া জপ করা কর্ত্তব্য।

দুর্গাবিষয়ে মুখশোধন—ঐং হ্রীং ঐং দুর্গায়ৈ স্বাহা হ্রীং ঐং ঐং।

কুল্লুকা—কালী ও দুর্গা বিষয়ে—মস্তকে—ক্রীং হূং স্ত্রীং হ্রীং ফট্ দশবার জপ।

সেতু—হৃদয়ে—ঐং হূং ঐং দশবার।(১)

---

(১) কবচ-পাঠের পূর্ব্বে ঐং হূং ঐং, ঐং হূং ঐং, ঐং হূং ঐং, দশবার জপিবে।

মহাসেতু—কণ্ঠে—মূল দশবার। (১)

নির্ব্বাণ—নাভিতে—ওঁ অং মূল ঐং, পরে সমস্ত মাতৃকা অর্থাৎ অনুস্বারযুক্ত স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ, পরে ওঁ দশবার।

যোনিমুদ্রা—ষট্চক্র ভেদপূর্ব্বক পরমশিবে কুণ্ডলিনীর যোগ করিয়া অন্তর্মালায় অনুলোম বিলোমে জপ করিয়া মূলাধারে স্থাপন।

প্রাণযোগ—হৃদয়ে—প্রণবপুটিত মূল দশবার।

দীপনী—হৃদয়ে—হ্রীংপুটিত বীজ দশবার।

অশৌচভঙ্গ—হৃদয়ে—প্রণবপুটিত বীজ দশবার।

দৃষ্টিসেতু—ভ্রূমধ্যে বা নাসিকাগ্রে—প্রণব দশবার।

মন্ত্রশিখা—ষট্চক্র ভেদপূর্ব্বক পরমশিবে কুণ্ডলিনীর যোগ করিয়া পুনর্ব্বার মূলাধারে স্থাপন।

মন্ত্রচৈতন্য—ঈংপুটিত বীজ একশত আটবার জপ। ইহা পাঁচপ্রকার, তন্মধ্যে এইটী সহজ উপায়।

মন্ত্রাঙ্গভাবনা—যেমন ক্রীঁ বীজ, ইহার কর্ণ—বিন্দু। মুখ—নাদ। হৃদয়—ক। নেত্র—র। ঈ (দীর্ঘতা) অর্থাৎ অন্য সমস্ত অঙ্গ। রযুক্ত বীজ হইলে এই নিয়ম।

মন্ত্রার্থভাবনা—বিন্দু—দুঃখহরা। নাদ—বিশ্বমাতা। ক—কালী। র—ব্রহ্ম। ঈ—মহামায়া। বিশ্বমাতা ব্রহ্মময়ী মহামায়া কালী। সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী। রযুক্ত বীজ হইলে এই নিয়ম। যেমন হ্রীঁ শ্রীঁ ইত্যাদি।

যুক্তাক্ষরভিন্ন বীজের মন্ত্রাঙ্গ—যেমন গূঁ বীজ, এই বীজের

(১) শ্যামাদি ভিন্ন অন্য-দেবতা-বিষয়ে—স্ত্রীং দশবার।

শ্রোত্র—বিন্দু। মুখ—নাদ। হৃদয়াদি পাদ—গ। উ—কীলক অর্থাৎ অন্য অবয়ব।

মন্ত্রার্থ—বিন্দু—কুরু (কর)। নাদ—বিশ্বমাতা। উ—রক্ষা। বিশ্বমাতা অমুকী দেবী রক্ষা কর (১)।

গুরুমূর্ত্তি-চিন্তা (সহস্রারে)—হৃদয়ে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি-চিন্তা। গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্র এই তিনের একতা অর্থাৎ অভেদ জ্ঞান করিয়া অনন্যমনে হৃদয়ে জপ করিবে। নাভির নীচে বা হৃদয়ের ঊর্দ্ধে হস্ত রাখিবে না। হৃদয়মধ্যে রাখিবে।

একাক্ষরী মন্ত্রে—দেবতার সমস্ত মূর্ত্তি চিন্তা।

জপসংখ্যা—সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিতে নাই। লাক্ষা (গালা), রক্তচন্দন, সিন্দূর, গোময় এবং বনের বা মাঠের শুষ্ক গোময়—এই কয়টী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া গুটিকা করিবে, তাহাতেই সংখ্যা রাখা প্রশস্ত কল্প। অক্ষত ধান্য, পুষ্প, চন্দন, মৃত্তিকা, এবং অঙ্গুলিপর্ব্বে (১০৮ পর্য্যন্ত দোষ নাই) সংখ্যা রাখিবে না।

জপসমাপ্তিতে জপসমর্পণ—প্রাণায়াম, করাঙ্গ ও ষড়ঙ্গ ন্যাস

---

(১) ইহার পর মূলাধারে—ডাং ডীং ডমরুবরযুং ডাকিন্যৈ নমঃ ১ বার জপ। হৃদয়ে—কাং কামিন্যৈ নমঃ ১ বার জপ। কণ্ঠে—শাং শাকিন্যৈ নমঃ মদনাতুরে স্বাহা ১ বার জপ। কামিনী-ধ্যান—রক্তাং রক্তাম্বরধরাং হৃদয়োপরি সংস্থিতাং, চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং। এই ধ্যান করিয়া মূলাধারে ক্লীং কামিন্যৈ নমঃ ১ বার জপ করিবে।

আত্মরক্ষা—সণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ মাং ফট্ স্বাহা ওঁ। এই মন্ত্রে বস্ত্রাঞ্চলে শ্বেতসর্ষপ বন্ধন করিয়া জপিবে।

করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় সেতু ও অশৌচভঙ্গ, এই দুইটি শেষেও করিতে হয়।

গুরু-প্রণাম।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
দেবতায়া দর্শনঞ্চ করুণা-বরুণালয়ম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতারং শ্রীগুরুং প্রণমাম্যহম্ ॥
বরাভয়করং নিত্যং শ্বেতপদ্মনিবাসিনম্।
মহাভয়নিহন্তারং গুরুদেবং নমাম্যহম্ ॥
মহাজ্ঞানাচ্ছাদিতাঙ্গং নরাকারবরপ্রদম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদাতারং স্থূলসূক্ষ্মদয়ান্বিতম্ ॥
সদানন্দময়ং দেবং নিত্যাঞ্জননিরঞ্জনম্।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দেবং নিত্যকালং কুলেশ্বরম্ ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে মহাপদ্মে তেজোবিম্বে নিরাকুলে।
যোগিভির্যোগগম্যে চ চারুশুক্রবিরাজিতে ॥
সহস্রদলসঙ্কাশে কর্ণিকামধ্যমধ্যকে।
মহাশুক্লভাস্বরার্ককোটিকোটিমহোজসম্ ॥
সর্ব্বপীঠস্থমমলং পরহংসং পরাৎপরম্।
বেদোদ্ধারকরং নিত্যং কাম্যকর্ম্মফলপ্রদম্ ॥

সদাময়শক্তিময়-লয়স্থানপদাম্বুজম্।
শরজ্জ্যোৎস্নাজালমালাশোভেন্দুকোটিবন্মুখম্॥
বাঞ্ছাতিরিক্তদাতারং সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরং গুরুম্।
ভজামি তন্ময়ো ভূত্বা তং হংসমণ্ডলোপরি॥
আত্মানং সুনিরাকারং সাকারব্রহ্মরূপিণম্।
বিদ্যামন্ত্রপ্রদাতারং শ্রীগুরুং পরমেশ্বরম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতারং গুরুদেবং নমাম্যহম্॥
কায়েন মনসা বাচা যে নমন্তি নিরন্তরম্।
অবশ্যং শ্রীগুরোঃ পাদাম্ভোরুহে তে বসন্তি হি॥
প্রভাতে কোটিপুণ্যঞ্চ প্রাপ্নোতি সাধকোত্তমঃ।
মধ্যাহ্নে দশলক্ষঞ্চ সায়াহ্নেঽনন্তপুণ্যদম্॥

ইতি রুদ্রজামলে উত্তরখণ্ডে গুরুপ্রণামঃ সমাপ্তঃ।

গুরু-স্তোত্র।

(তন্ত্রদীক্ষিতদিগের পক্ষে)।

নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারিণে॥
অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলীন্যদায়িনে॥
শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে॥
অনাচারাচারভাববোধায় ভাবহেতবে।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্তমুক্তিদাত্রে নমো নমঃ॥

নমস্তে শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে।
জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ ॥
শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে ॥
কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে ॥
আরক্তনিজতচ্ছক্তিসমভাগবিভূতয়ে।
নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমো নমঃ ॥
ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ।
প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি ॥

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রোক্তং গুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্।

গুরু-কবচ।

(তন্ত্রদীক্ষিতদিগের পক্ষে)।

দেব্যুবাচ।

ভূতনাথ মহাদেব কবচং তস্য মে বদ।
গুরুদেবস্য দেবেশ সাক্ষাদ্ব্রহ্মস্বরূপিণঃ ॥
অথাতঃ কথয়ামীশে কবচং মোক্ষদায়কম্।
যস্য জ্ঞানং বিনা দেবি ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ ॥
ব্রহ্মাদয়োঽপি গিরিজে সর্ব্বত্র যাজিনঃ স্মৃতাঃ।
অস্য প্রসাদাৎ সকলা বেদাগমপুরঃসরাঃ ॥
কবচস্যাস্য দেবেশি ঋষির্বিষ্ণুরুদাহৃতঃ।
ছন্দো বিরাড়্ দেবতা চ গুরুদেবঃ স্বয়ং শিবঃ ॥

চতুর্ব্বর্গজ্ঞানমার্গবিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূরধবলো গুরুঃ॥
বামোরুস্থিতশক্তির্যঃ সর্ব্বত্র পরিরক্ষতু।
পরমাখ্যো গুরুঃ পাতু শিরসং মম বল্লভে॥
পরাপরাখ্যো নাসাং মে পরমেষ্ঠী মুখং সদা।
কণ্ঠং মম সদা পাতু প্রহ্লাদানন্দনাথকঃ॥
বাহূ দ্বৌ সনকানন্দঃ কুমারানন্দনাথকঃ।
বশিষ্ঠানন্দনাথশ্চ হৃদয়ং পাতু সর্ব্বদা॥
ক্রোধানন্দঃ কটিং পাতু সুখানন্দঃ পদং মম।
ধ্যানানন্দশ্চ সর্ব্বাঙ্গং বোধানন্দশ্চ কাননে॥
সর্ব্বত্র গুরবঃ পান্তু সর্ব্বে ঈশ্বররূপিণঃ।
ইতি তে কথিতং ভদ্রে কবচং পরমং শিবে॥
ভক্তিহীনে দুরাচারে দদ্যৈতন্মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ।
অস্যৈব পঠনাদ্ দেবি ধারণাৎ শ্রবণাৎ প্রিয়ে।
জায়তে মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ শিখায়াং বীরবন্দিতে।
ধারণান্নাশয়েৎ পাপং গঙ্গায়াং কল্মষং যথা॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যদি মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে।
তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং কৃত্বা গুরুর্যাতি সুনিশ্চিতম্॥
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥

ইতি কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে গুরুকবচং সমাপ্তম্।

অথ গুরুগীতা।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

অস্য শ্রীগুরুগীতাস্তোত্রস্য সদাশিব ঋষির্ব্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীগুরুঃ পরমাত্মা দেবতা হং বীজং সঃ শক্তিঃ ক্রোং কীলকং শ্রীগুরু-প্রসাদসিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ঋষয় উচুঃ।

গুহ্যাৎ গুহ্যতরা বিদ্যা গুরুগীতা বিশেষতঃ।
তৎপ্রসাদাদ্ধি শ্রোতব্যা তৎ সর্ব্বং ব্রূহি মে সূত ॥

সূত উবাচ।

কৈলাসশিখরে রম্যে ভক্তিসাধনতৎপরম্।
প্রণম্য পার্ব্বতী ভক্ত্যা শঙ্করং পরিপৃচ্ছতি ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

নমস্তে দেবদেবেশ সদাশিব জগদ্‌গুরো।
প্রাণেশ্বর মহাদেব গুরুদীক্ষাং প্রদেহি মে ॥
কেন মার্গেণ ভোঃ স্বামিন্ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
তৎ কৃপাং কুরু মে স্বামিন্ নমামি চরণৌ তব ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্য তে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রবক্ষ্যন্তি মহাত্মনঃ ॥
গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞানে গ্রাসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারবিরোধিত্বাদ্গুরুরিত্যভিধীয়তে॥
গুকারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদিগুণভাষকঃ।
রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম মায়াভ্রান্তিবিমোচকঃ॥
যদঙ্ঘ্রিকমলদ্বন্দ্বং দ্বন্দ্বতাপনিবারণম্।
তারকং বিপদং বন্দে শ্রীগুরুং প্রণমাম্যহম্॥
মম রূপাসি দেবি ত্বং ত্বদ্ভক্ত্যর্থং বদাম্যহম্।
লোকোপকারকং প্রশ্নং ন কেনাপি স্মৃতং পুরা॥
দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু তচ্ছৃণুষ্ব বদাম্যহম্।
গুরুব্রহ্ম বিনা নান্যৎ সত্যং সত্যং বরাননে॥
বেদশাস্ত্রপুরাণানি ইতিহাসাদিকানি চ।
মন্ত্রযন্ত্রাদিবিজ্ঞানং স্মৃতিরুচ্চাটনাদিকম্॥
শৈবশাক্তাগমাদীনি চান্যে চ বহবো মতাঃ।
অপভ্রংশঃ সমস্তানি জীবানাং ভ্রান্তচেতসাম্॥
যজ্ঞব্রততপোদানং জপস্তীর্থং তথৈব চ।
গুরুতত্ত্বমবিজ্ঞায় মূঢ়াস্তন্যরতা জনাঃ॥
গুরুবুদ্ধ্যাত্মনো নান্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
তল্লাভার্থং প্রযত্নেন কর্ত্তব্যঞ্চ মনীষিভিঃ॥
গূঢ়বিদ্যা যথা যোগদেহমজ্ঞানসংস্থিতম্।
উদয়ং স্বপ্রকাশেন গুরুশব্দেন কথ্যতে॥
দেহী ব্রহ্ম ভবেত্তস্মাৎ তৎকৃপার্থং বদামি তে।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং শ্রীগুরোঃ পাদপঙ্কজম্॥
সর্ব্বতীর্থাবগাহস্য কিং প্রাপ্নোতি ফলং নরঃ।
গুরুপাদাম্বুজং সিক্তা জলং শিরসি ধারয়েৎ॥

শোষণং পাপসঙ্ঘস্য দীপনং জ্ঞানচেতসাম্।
গুরুপাদোদকং পীত্বা সংসারার্ণবতারণম্॥
অজ্ঞানমৃত্যুহরণং জন্ম কর্ম্মনিবারণম্।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধার্থং গুরুপাদোদকং পিবেৎ॥
গুরুপাদোদকং পীতং গুরোরুচ্ছিষ্টভোজনং।
গুরুমূর্ত্তেঃ সদা ধ্যানং গুরুস্তোত্রং সদা জপেৎ।
কাশীক্ষেত্রে নিবাসশ্চ জাহ্নবীচরণোদকং।
গুরুর্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকব্রহ্ম নিশ্চিতং॥
শিরঃপাদোক্ষিতোভূত্বা গয়াস্থশ্চাক্ষয়োবটঃ।
তীর্থরাজং প্রয়াগাখ্যং গুরুমূর্ত্তেঃ নিরঞ্জনং॥
গুরুমূর্ত্তিং স্মরেন্নিতং গুরোর্নাম সদা জপেৎ।
গুরোরাজ্ঞাং প্রকুর্ব্বীত গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ
গুরুবক্ত্রস্থিতং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে মৎপ্রসাদতঃ।
গুরুমূর্ত্তিঃ সদা ধ্যেয়া যথা স্বামিনি রোষিতে॥
আশ্রমস্বং জাতিঞ্চ স্বকীর্ত্তিপুষ্টিবর্দ্ধনং।
অন্যং সর্ব্বং পরিত্যজ্য গুরোরন্যং ন ভাবয়েৎ
অনন্যচিত্তযোগঃ স্যাৎ সুলভং তৎপরং সুখং।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরোরারাধনং কুরু॥
গুরুবক্ত্রে স্থিতা বিদ্যা গুরুভক্তেষু লক্ষ্যতে।
ত্রৈলোক্যে স্ফুটবক্তব্যা দেবতাসুরপন্নগৈঃ॥
সর্ব্বাৎ গুরুপদং শ্রেষ্ঠং দেবানামপি দুর্লভং।
হাহাহূহূগণৈশ্চৈব গন্ধর্ব্বৈশ্চৈব পূজ্যতে॥
ধ্রুবং তেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং নাতীতত্বং গুরোঃ পরং।
গুরৌ রোষো ন কর্ত্তব্যঃ স্বচ্ছন্দং যদি ভাবয়েৎ॥

আসনং শয়নং বস্ত্রং বাহনঞ্চাপি ভূষণং।
সাধকেন প্রদাতব্যং গুরোঃ সন্তোষকারণাৎ ॥
গুরোরারাধনং কার্য্যং সজীবং বৈ নিবেদয়েৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা সদা আরাধয়েদ্ গুরুং ॥
দীর্ঘদণ্ডং নমস্কৃত্য প্রণমেদ্ গুরুসন্নিধৌ ॥
শরীরমর্থং প্রাণাংশ্চ সদ্‌গুরুভ্যো নিবেদয়েৎ।
আত্মদারাদিকাংশ্চৈব সদ্‌গুরুভ্যো নিবেদয়েৎ ॥
কৃমিকীটভস্মবিষ্ঠা-দুর্গন্ধমলমূত্রকম্।
শ্লেষ্ম রক্তং ত্বচং মাংসং গুরোরগ্রে ন কারয়েৎ ॥
সংসারবৃক্ষমারূঢ়া পতন্তশ্চ মহার্ণবে।
যেন উদ্ধারিতাঃ সর্ব্বে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরোরেব পরো নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্নবিরাজিতপদাম্বুজম্।
বেদান্তাম্বুজসূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
চৈতন্যং শাশ্বতং দিব্যং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
যস্য শ্রবণমাত্রেণ জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ম্।
স এব জ্ঞানসম্পন্নস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
স্থাবরং নিশ্চলং শান্তং জঙ্গমং স্থিরমেব চ।

ব্যাপ্তং যেন জগৎ সর্ব্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
জ্ঞানশক্তিসমারূঢ়ং তথা মালাবিভূষিতম্।
ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ দাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অনেকজন্মসংপ্রাপ্তজন্মকর্ম্ম বিধীয়তে।
জ্ঞানাঞ্জনপ্রভাবেণ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং সিদ্ধিমূলং গুরোঃ কৃপা ॥
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং নিত্যং নমাম্যহম্ ॥
গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদেবতা।
গুরুমন্ত্রসমং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
সপ্তসাগরপর্য্যন্তং তীর্থস্নানফলং তথা।
গুরোরঙ্ঘ্রিজলাদ্বিন্দুসহস্রাংশেন দুর্ল্লভম্ ॥
গুরুরেব জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মাৎ সংপূজয়েৎ গুরুম্ ॥
জ্ঞানং বিনা মুক্তিপদং লভতে গুরুভক্তিতঃ।
তস্মাৎ পরতরং নাস্তি নেতি নেতীহ তৎশ্রুতেঃ ॥
মনসা বচসা চৈব অস্মদাদ্যা বিমোহিতাঃ।
গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন ব্রহ্মবিষ্ণুসদাশিবাঃ ॥
সামর্থ্যং তৎপ্রসাদেন কেবলং গুরুসেবয়া।
দেবকিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ পিতৃযক্ষাস্ত চারণাঃ ॥
মুনয়োঽপি ন জানন্তি গুরুশুশ্রূষণাবিধিম্।

মহাহঙ্কারশব্দেন বিদ্যতে পরমাত্মতা॥
সংসারান্দেহ আবর্ত্তে ঘটমন্ত্রো যথা পুনঃ।
ন মুক্তা দেবগন্ধর্ব্বপিতরো যক্ষকিন্নরাঃ।
ঋষয়ঃ সর্ব্বসিদ্ধাদ্যা গুরুসেবাপরাঙ্মুখাঃ॥
ধ্যানং শৃণু মহাদেবি সর্ব্বদানন্দদায়কম্।
সর্ব্বসৌখ্যকরঞ্চৈব মুক্তিভক্তিপ্রদায়কম্॥

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি॥

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং জ্ঞানমুক্তিং পরেশং
স্থানাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি॥

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিয়তেরযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্গুরুং নিত্যমহং নমামি॥
ধ্যায়েদ্গুরুং ব্রহ্ম সনাতনং মহৎ
ব্রহ্মাম্বুজে কার্ণিকমধ্যসংস্থম্।
সিংহাসনস্থং স্মিতদিব্যমূর্ত্তিং
ধ্যায়েদ্গুরুং চন্দ্রকলাপ্রকাশম্॥
বামাঙ্গপীঠস্থিতদেবশক্তিং
মন্দস্মিতং চারুকৃপানিধানম্।

ভীত্যন্তকাভীষ্টবরং দধানং
মুক্তাবিভূষং মুদিতত্রিনেত্রম্ ॥
সৃষ্টিস্থিতিধ্বংসকরং বিধেয়ানুগ্রহাত্মকম্।
কৃত্যং পঞ্চবিধে শশ্বদ্ভাষিতং তন্নমঃ শিবম্ ॥
প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
বরাভয়করং শান্তং স্মরেৎ তন্নামপূর্ব্বকম্ ॥
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং
শিরসা স নতঃ শিরসা স নতঃ।
ন পরো ন পরঃ ইদমেব শিবং
ইদমেব শিবং ইদমেব শিবম্ ॥
শিবাদন্যথা দৈবতং নাভিজানে শিবোঽহম্।
এবংবিধং গুরুং ধ্যাত্বা জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ম্
তদা গুরুপ্রসাদেন মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ ॥
গুরোর্নিরূপিতে মার্গে মনঃশুদ্ধিং প্রকল্পয়েৎ।
অনিত্যং খণ্ডয়েৎ সর্ব্বং যৎ কিঞ্চিদাত্মগোচরম্ ॥
জ্ঞেয়ং সর্ব্বমতীতঞ্চ জ্ঞানঞ্চ মন উচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়সমং কুর্য্যাদযথা স্যাত্বদ্বিতীয়কম্ ॥
এবং শ্রুত্বা মহাদেবি গুরুনিন্দাং করোতি যঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥
যাবদ্দেহান্তকল্পোঽস্তি তাবদ্দেবি গুরুং স্মরেৎ।
হুঙ্কারেণ ন কর্ত্তব্যং প্রজ্ঞাশিষ্যৈঃ কদাচন ॥
গুরোর্হুঙ্কৃত্য চ গুরুং গুরুং নির্জ্জিত্য বাদিতঃ।
অবশ্যং নির্জ্জনে দেশে স তাবদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥
মুনিভিঃ পন্নগৈর্ব্বাপি সুরৈর্ব্বা শাপিতো যদি।

কালমৃত্যুভয়াদ্বাপি গুরু রক্ষতি পার্ব্বতি ॥
অশক্তা হি সুরাধ্যক্ষা অশক্তা মুনয়স্তথা।
গুরুশাপাত্ততঃ ক্ষীণঃ ক্ষয়ং যাতি ন সংশয়ঃ ॥
মন্ত্ররাজমিদং দেবি গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
স্মৃতিবেদার্থবাক্যানাং গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং পদম্ ॥
শ্রুতেঃ স্মৃতেশ্চ বিজ্ঞানং কেবলং গুরুসেবয়া।
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ ॥
নিত্যং ব্রহ্ম নিরাকারং নির্গুণং বোধয়েৎ গুরুম্।
শব্দব্রহ্ম নিরাভাসং দীপো দীপান্তরে যথা ॥
গুরোঃ কৃপাপ্রসাদেন আত্মারামং নিরীক্ষয়েৎ।
অনেন মুক্তিমার্গেণ আত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপিণং।
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি প্রণমামি জগদ্গুরুম্ ॥
বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং সদা গুরুম্।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণম্ আত্মসংস্থিতম্ ॥
পরাৎপরতরং ধ্যেয়ং নিত্যানন্দকরং সদা।
হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্ ॥
স্ফটিকপ্রতিমারূপং দৃশ্যতে দর্পণে যথা।
তথাত্মানং চিদাকারং আনন্দং সোঽহমিত্যুত ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষং ধ্যায়েত্তচ্চিন্ময়ং হৃদি।
ততঃ স্ফুরতি যস্তাবঃ শৃণু তৎ কথয়াম্যহম্ ॥
অগোচরং তথা গম্যরূপং নানাদিবর্জিতম্।
নিঃশব্দত্বং বিজানীয়াৎ স্বভাবো ব্রহ্ম পার্ব্বতি ॥
যথা নিত্যং স্বভাবেন কর্পূরকুসুমাদিষু।

শীতলস্য স্বভাবেন তথা ব্রহ্ম চ শাশ্বতম্ ॥
স্বয়ং তথাবিধো ভূত্বা স্থাতব্যং যত্র কুত্রচিৎ ॥
কীটো ভৃঙ্গইব ধ্যানাৎ যথা ভবতি পার্ব্বতি।
গুরুধ্যানাত্তথাত্যন্তং স্বয়ং ব্রহ্মময়ং ভবেৎ ॥
লৌকিকং কর্ম্মতো যাতি জ্ঞানহীনং পরন্তপ।
জ্ঞানী চ ভাবয়েৎ সর্ব্বং কর্ম্ম নিষ্কর্ম্মসাম্যতঃ ॥
ইদন্তু ভক্তিভাবেন পঠ্যতে শ্রূয়তে যদি।
লিখিত্বা যৎ প্রদাতব্যং জ্ঞানঞ্চ দক্ষিণাসহ ॥
গুরুগীতামিমাং দেবি শুদ্ধতত্ত্বং ময়োদিতম্।
ভবব্যাধের্বিনাশার্থং স্বয়মেব জপেৎ সদা ॥
গুরুগীতা কৈরেকং মন্ত্ররাজমিমং জপেৎ।
অন্যে চ বিবিধা মন্ত্রাঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
অনন্তফলমাপ্নোতি গুরুগীতাজপেন চ।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং সর্ব্বদারিদ্র্যনাশনম্ ॥
অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বসঙ্কটনাশনম্।
যক্ষরাক্ষসভূতানাং চৈব ব্যাঘ্রভয়াদিকম্ ॥
মহাব্যাধিগতাঃ সর্ব্বে জপ্ত্বা শ্রুত্বা নিরাময়াঃ।
অথবা মোহনে বশ্যে স্বয়মেব জপেৎ সদা ॥
কুশৈর্ব্বা দূর্ব্বয়া বাপি আসনে শুদ্ধকম্বলে।
উপবিশ্য ততো দেবি জপেদেকাগ্রমানসঃ ॥
শান্ত্যর্থমাসনং শুক্লং বশ্যে রক্তাসনং প্রিয়ে।
অভিচারে কৃষ্ণবর্ণং পীতবর্ণে ধনাগমে ॥
উত্তরে শান্তিজাপঞ্চ বশ্যে পূর্ব্বমুখে বিশেৎ।
দক্ষিণে মারণং প্রোক্তং পশ্চিমে চ ধনাগমঃ ॥

গুরুধ্যানং তথা কৃত্বা স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
পিণ্ডে পদে তথা রূপে মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
স্বয়ং সর্ব্বময়ো ভূত্বা তৎপদং চাবলোকয়েৎ।
পরাৎ পরতরং নাস্তি সর্ব্বং গুরুর্নিরাময়ম্ ॥
তস্যাবলোকনপ্রাপ্তঃ সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
একাকী নিস্পৃহঃ শান্তঃ স্থাতব্যং তৎপ্রসাদতঃ ॥
লব্ধং বাথ ন লব্ধং বা স্বল্পং বা বহুলং তথা।
নিষ্কলৈরেব ভোক্তব্যং সদা সন্তুষ্টমানসৈঃ ॥
সর্ব্বত্র পদমিত্যাহুর্দেবি সর্ব্বময়ং বিদুঃ।
সদানন্দঃ সদাশান্তো রমতে যত্র কুত্রচিৎ॥
উপদেশময়ং দেবি গুরুমার্গেণ মুক্তিদম্।
গুরুভক্তিস্তথা ধ্যানং সকলং তব কীর্ত্তিতম্ ॥
অনেন সদ্গুরুঃ কার্য্যন্তদ্বদামি মহেশ্বরি।
লোকোপকারকং দেবি লৌকিকন্তু ন ভাবয়েৎ ॥
মোহনং সর্ব্বভূতানাং বন্ধমোক্ষকরং ভবেৎ।
অসাধ্যং সাধয়েৎ সর্ব্বং তথা বন্ধ্যাসুতপ্রদম্ ॥
অবৈধব্যকরং স্ত্রীণাং সদা সৌভাগ্যদায়কম্।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যপুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনম্ ॥
অকামতস্ত্রী বিধবা জপেন্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
অবৈধব্যং সকামেন লভ্যতে স্বল্পকর্ম্মণি ॥
সর্ব্বদুঃখভয়ং বিঘ্নং নাশয়েৎ স্বপ্নকারকম্।
সর্ব্ববাধাপ্রশমনং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্।
যং যং চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥
কামিনশ্চ কামধেনুঃ কল্পে তস্য চ কল্পিকঃ।

চিন্তামণিশ্চিন্তিতস্য সর্ব্বমঙ্গলদায়কম্ ॥
লিখিত্বা পঠ্যতে যেন পাঠান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
কামেন জপতে যো বৈ তস্য কামফলপ্রদম্।
জপেত্তু শাক্তঃ শৈবশ্চ গাণপত্যশ্চ বৈষ্ণবঃ।
শৈবশ্চ সিদ্ধিদং দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
অথ কাম্যজপস্থানং কথয়ামি বরাননে।
সাগরান্তে সরিত্তীরে তীর্থে হরিহরালয়ে।
শক্তিদেবালয়ে গোষ্ঠে সর্ব্বদেবালয়ে তথা।
বটস্য ধাত্র্যা মূলে বা মঠে বৃন্দাবনে তথা ॥
পবিত্রে নির্ম্মলস্থানে নিত্যানুষ্ঠানতোঽপি বা।
নির্বেদনেন মৌনেন জপশ্চৈব সমাচরেৎ ॥
শ্মশানে ভয়ভূতশ্চ জপেদেকাগ্রমানসঃ।
সিদ্ধন্তী-পিপ্পলী-মূলে চূতবৃক্ষস্য সন্নিধৌ ॥
গুরুঃ পূজ্যো বরং মূর্খো মন্ত্রঃ সিধ্যতি নান্যথা।
শুভাশুভানি কামানি দীক্ষা চ সিদ্ধিদায়িনী।
সংসারমলনাশার্থং ভবেৎ পাপাগ্নিবর্ত্ততে ॥
স এব চ গুরুঃ সাক্ষাৎ সদা স ধর্ম্মবিত্তমঃ।
তস্য স্থানানি সর্ব্বাণি পবিত্রাণি ন সংশয়ঃ ॥
স শুদ্ধঃ স পবিত্রশ্চ মোক্ষভাবেন তিষ্ঠতি।
তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে ক্ষেত্রপীঠে বসন্তি চ ॥
আসনস্থোঽনশনস্থো গুরুগীতাজপেন চ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
সমুদ্রে চ তথা তোয়ং ক্ষীরে ক্ষীরজলে জলং।
ভিন্নে কুম্ভে যথাকাশং তথাত্মা পরমাত্মনি ॥

যথাতথাবিধো গত্বা যত্র কুত্র স্থিতোঽপি বা।
তথৈব জ্ঞানজীবাত্মা পরমাত্মনি সর্ব্বদা॥
তস্য সর্ব্বপ্রযত্নেন ভাবভক্তিং করোতি যঃ।
সর্ব্বং প্রযত্নং কৃত্বা তু মুক্তো ভবতি পার্ব্বতি॥
ভক্তির্মুক্তির্দয়া তস্য ধর্ম্মবৃদ্ধিকরঃ পরঃ।
গৃহে লক্ষ্মীস্তথা বাণী জিহ্বাগ্রে বসতে সদা॥
অনেন জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে গুরুগীতাস্তবেন চ।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি ভক্তিং মুক্তিং ন সংশয়ঃ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ধর্ম্মসথ্যং ময়োদিতম্।
গুরুগীতাসমো নাস্তি সত্যং সত্যং বরাননে॥
একদেব একধর্ম্ম একনিষ্ঠঃ পরন্তপঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তত্ত্বঞ্চৈব গুরোঃ পদম্॥
মাতা ধন্যা পিতা ধন্যো ধন্যং সর্ব্বকুলন্তথা।
ধন্যা চ বসুধা দেবি গুরুভক্তিঃ সুদুর্লভা॥
শরীরমিন্দ্রিয়ং পাণী অর্থস্বজনবান্ধবাঃ।
পিতৃমাতৃকুলং দেবি গুরুরেব ন সংশয়ঃ॥
আকল্পজন্মনাং কোটির্যজ্ঞব্রততপঃক্রিয়াঃ।
তস্য স্বর্গফলং দেবি গুরুসন্তোষমাত্রতঃ॥
বিদ্যাধনৈর্বলেনৈব মন্দভাগ্যাস্ত যে জনাঃ।
গুরুসেবাং ন কুর্ব্বন্তি সত্যং সত্যং বরাননে॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবর্ষিপিতৃকিন্নরাঃ।
সিদ্ধচারণযক্ষাদ্যা যে চান্যে মুনয়ো জনাঃ॥
গুরুভাবং পরং তীর্থমন্যতীর্থং নিরর্থকম্।
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়ো দেবি পাদাঙ্গুষ্ঠে চ বর্ত্ততে॥

ইদং রহস্যং নো বাচ্যং তবাগ্রে কথিতং ময়া।
সুগোপ্যঞ্চ প্রযত্নেন পরমাত্মপ্রিয়ে সতি॥
স্বামিমুখ্যগণেশাদিবৈষ্ণবাদিষু পার্ব্বতি।
অভক্তে বৈষ্ণবে ধূর্ত্তে পাষণ্ডে নাস্তিকে পুনঃ।
মনসাপি ন দাতব্যা গুরুগীতা কদাচন॥
গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ স গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ।
বক্তব্যন্তু ইদং দেবি মম প্রাণপ্রিয়ে সতি॥
সংসারসাগরসমুদ্ধরণৈকমন্ত্রং
ব্রহ্মাদিদেবমুনিপূজিতসিদ্ধমন্ত্রম্।
দারিদ্র্যদুঃখভয়শোকবিনাশমন্ত্রং
বন্দে মহাভয়হরং গুরুরাজমন্ত্রম্॥

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে উমামহেশ্বরসংবাদে
শ্রীগুরুগীতানাম পটলং সমাপ্তম্।

স্ত্রীগুরু-স্তোত্র।

শ্রীদেব্যুবাচ।

স্তুতিঞ্চ কবচং নাথ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।
শ্রীগুরোঃ কবচং স্তোত্রং পুরা প্রোক্তং ত্বয়া প্রভো॥
ইদানীং স্ত্রীগুরোঃ স্তোত্রং কবচং ময়ি কথ্যতাম্।
সর্ব্ববিজ্ঞানমাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

শ্রীশিব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি স্তোত্রং পরমগোপনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥
নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
ভববন্ধনপারস্য তারিণী জননী পরা।
জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
শ্রীনাথবামভাগস্থা সদয়া সুরপূজিতা।
সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী।
মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্রস্বরূপিণী।
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা চ মদাঘূর্ণিতলোচনা।
স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদিজীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
ইদং স্তোত্রং মহেশানি যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।
স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
প্রাতঃকালে পঠেদ্যস্তু গুরুপূজাপুরঃসরম্।
স এব ধন্যো লোকেশো দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥

ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে শ্রীস্ত্রীগুরোঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্।

স্ত্রীগুরু-কবচ।

স্তোত্রং সমাপ্তং দেবেশি কবচং শৃণু সাদরম্।
যস্য স্মরণমাত্রেণ বাগীশসমতাং ব্রজেৎ॥
স্ত্রীগুরুকবচস্যাস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ।
তবাখ্যা দেবতা খ্যাতা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা॥
ক্লীঁ বীজং মে শিরঃ পাতু তদাখ্যাতা ললাটকম্।
ক্লীঁ বীজং চক্ষুষোর্মধ্যে সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু॥
ঐঁ বীজং মে মুখং পাতু হ্রীঁ জিহ্বাং পরিরক্ষতু।
শ্রীঁ বীজং স্কন্ধদেশং মে হসখফ্রেঁ ভুজদ্বয়ম্॥
হকারঃ কণ্ঠদেশং মে সকারঃ ষোড়শং দলম্।
ক্ষবর্ণস্তদধঃ পাতু লকারো হৃদয়ং মম॥
বকারঃ পৃষ্ঠদেশঞ্চ রকারো দক্ষপার্শ্বকম্।
যূংকারো বামপার্শ্বঞ্চ সকারো মেরুমেব চ॥
হকারো মে দক্ষভুজং ক্ষকারো বামহস্তকম্।
মকারশ্চাঙ্গুলিং পাতু মকারো মে নখং বতু॥
বকারো মে নিতম্বঞ্চ রকারো জঠরং বতু।
যীংকারঃ পাদযুগলং হ্সৌ সর্ব্বাঙ্গমেব চ॥
হ্সৌ লিঙ্গঞ্চ লোমানি কেশঞ্চ পরিরক্ষতু।
ঐঁ বীজং পাতু পূর্ব্বে মে হ্রীঁ বীজং দক্ষিণেঽবতু॥
শ্রীঁ বীজং পশ্চিমে পাতু উত্তরে ভূতসম্ভবম্।
শ্রীঁ পাতু চাগ্নিকোণে চ বেদাখ্যা নৈর্ঋতেঽবতু॥
দেব্যম্বা পাতু বায়ব্যাং শম্ভৌ শ্রীপাদুকা তথা।
পূজয়ামি তথা চোর্দ্ধং নমশ্চাধঃ সদাবতু॥

ইতি তে কথিতং কান্তে কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥
গুরুমন্ত্রং জপিত্বা তু কবচং প্রপঠেদ্যদি।
স সিদ্ধঃ সগণঃ সোঽপি শিব এব ন সংশয়ঃ ॥
পূজাকালে পঠেদ্যস্তু কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্।
পূজাফলং ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি ॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ॥
ভূর্জ্জে বিলিখিতঞ্চৈব স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্যদি।
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভাং গতাঃ ॥
বিবাদে জয়মাপ্নোতি রণে চ নির্ঋতেঃ সমঃ।
সভায়াং জয়মাপ্নোতি স মত্তুল্যো ন সংশয়ঃ ॥
সহস্রারে ভাবয়ন্ তাং ত্রিসন্ধ্যং প্রপঠেদ্যদি।
স এব সিদ্ধো লোকেশো নির্ব্বাণপদমীয়তে ॥
সমস্তমঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন।
দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় চান্যথা পতনং ব্রজেৎ ॥
অভক্তায় ন দাতব্যং ... কবচং দেবি কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি।
তব স্নেহানুবন্ধেন কিং ময়া ন প্রকাশিতম্ ॥

ইতি শ্রীমাতৃকাতন্ত্রে সপ্তমপটলে
শ্রীগুরোঃ কবচং সমাপ্তম্।

অথ স্ত্রীগুরু-গীতা।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

লোকেশ কথ্যতাং নাথ গুরুগীতা ময়ি প্রভো।

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু তারিণি বক্ষ্যামি গীতাং ব্রহ্মময়ীং পরাম্।
গুরুস্ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রাণামহমেব প্রকাশকঃ॥
ত্বমেব গুরুরূপেণ লোকানাং ত্রাণকারিণী।
গয়া গঙ্গা কাশিকা চ ত্বমেব সকলং জগৎ॥
কাবেরী যমুনা রেবা করতোয়া সরস্বতী।
গোমতী চন্দ্রভাগা চ ত্বমেব কুলপালিকে॥
ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দেবি কোটিব্রহ্মাণ্ডমেব চ।
নহি তে বক্তুমর্হামি ক্রিয়াজালং মহেশ্বরি॥
উক্ত্বা চোক্ত্বা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোঽহং নগাত্মজে।
কথং ত্বং জননী ভূত্বা বধূস্ত্বং মম দেহিনাম্॥
তব চক্রং মহেশানি অতীতং পরমাত্মনি।
ইতি তে কথিতা গীতা গুরুদেবস্য ব্রহ্মণঃ॥
সংক্ষেপেণ মহেশানি প্রভুরেব গুরুঃ স্বয়ম্।
জগৎ সমস্তমাস্থায় গুরুস্ত্বেকো হি কেবলম্॥
ইতি তাং তোষয়িত্বা চ নতিভিঃ স্তুতিভিস্তথা।
নানাবিধদ্রব্যদানৈঃ সিদ্ধঃ স্যাৎ সাধকোত্তমঃ॥

ইতি শ্রীকঙ্কালমালিনীতন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে
স্ত্রীগুরুগীতা সমাপ্তা।

কুণ্ডলিনীর স্তব।

ওঁ নমস্তে দেবদেবেশি যোগীশপ্রাণবল্লভে।
সিদ্ধিদে বরদে মাতঃ স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতে ॥
প্রসুপ্তভুজগাকারে সর্ব্বদা কারণপ্রিয়ে।
কামকলান্বিতে দেবি মমাভীষ্টং কুরুষ্ব চ ॥
অসারে ঘোরসংসারে ভবরোগাৎ কুলেশ্বরি।
সর্ব্বদা রক্ষ মাং দেবি জন্মসংসাররূপকাৎ ॥
ইতি কুণ্ডলিনীস্তোত্রং ধ্যাত্বা যঃ প্রপঠেৎ সুধীঃ।
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো জন্মসংসারসাগরাৎ ॥

ইতি যোগসারে তৃতীয়পটলে কুণ্ডলিনী-
স্তোত্রং সমাপ্তম্।

গঙ্গার নিকট প্রার্থনা।

১৮ পৃষ্ঠে ৬ পংক্তিতে অনুদ্ধৃত মন্ত্র এখানে লিখিত হইল। গঙ্গাকূলে অবতরণ করিয়া—

গঙ্গে দেবি জগদ্ধাত্রি পাদাভ্যাং সলিলং তব।
স্পৃশামি ত্বপরাধং মে প্রসন্না ক্ষন্তুমর্হসি ॥
স্বর্গারোহণ-সোপানং ত্বদীয়মুদকং শুভে।
অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥

গঙ্গাস্তব।

দেবকৃত, ঋষিকৃত ও স্বকৃত পাঠ্য। ঋষিকৃত অপেক্ষা দেবকৃত উৎকৃষ্ট, দেবকৃত অপেক্ষা স্বকৃত উৎকৃষ্ট।

মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি
স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিষু প্রেক্ষত-
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥
ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধসিন্ধুরঘটাসংঘট্টঘণ্টারণৎ-
কারত্রস্তসমস্তবৈরিবনিতালব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ॥
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচীভিরান্দোলিতং
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতম্।
দিব্যস্ত্রীকরচারুচামরমরুৎসংবীজ্যমানঃ কদা
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং বপুঃ॥
অভিনববিসবল্লী পাদপদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদনমথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা॥
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্ম্যাঃ
ক্ষয়িতকলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু॥
যত্তালতমালসালসরলব্যালোলবল্লীলতা-
চ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্।
গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূত্তুঙ্গস্তনাস্ফালিতং
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্॥
গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতম্।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।

ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি ॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ।
ন পুনর্দূরতরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ ॥
গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রয়তঃ প্রভাতে
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষপঙ্কমাশু
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ ॥
ইতি শ্রীবাল্মীকিনা বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

ওঁ নমঃ শিবায়।

মহিম্নঃ স্তোত্রম্।

মহিম্নঃ পারন্তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ।
অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ ॥ ১ ॥
অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো-
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ
পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ ॥ ২ ॥

মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবত-
স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্বিস্ময়পদম্।
মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ
পুনামীত্যর্থেহস্মিন্ পুরমথন বুদ্ধির্ব্যবসিতা॥ ৩॥
তবৈশ্বর্য্যং যৎ তজ্জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ
ত্রয়ীবস্তু ব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু।
অভব্যানামস্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং
বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ॥ ৪॥
কিমীহঃ কিঙ্কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ।
অতর্ক্যৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ
কুতর্কোহয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ॥ ৫॥
অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোহপি জগতা-
মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি।
অনীশো বা কুর্য্যাৎ ভুবনজননে কঃ পরিকরং
যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর সংশেরত ইমে॥ ৬॥
ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥ ৭॥
মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ
কপালঞ্চেতীয়ৎ তব বরদ তন্ত্রোপকরণম্।
সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং বিদধতি ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাং
নহি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি॥ ৮॥

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং
পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে।
সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈর্বিস্মিত ইব
স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু নন্বু ধৃষ্টা মুখরতা ॥ ৯ ॥
তবৈশ্বর্য্যং যত্নাৎ যদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনলমনিলস্কন্দবপুষঃ।
ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরু গৃণদ্ভ্যাং গিরিশ যৎ
স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি ॥ ১০ ॥
অযত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈরিব্যতিকরং
দশাস্যো যদ্বাহূনভৃত রণকণ্ডূপরবশান্।
শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ
স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তেস্ত্রিপুরহর বিস্ফূর্জ্জিতমিদম্ ॥ ১১ ॥
অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবনং
বলাৎ কৈলাসেঽপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।
অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি
প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীৎ ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ ॥ ১২ ॥
যদৃদ্ধিং সুত্রাম্নো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী-
মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ।
ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো-
র্ন কস্যাপ্যুন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ ॥ ১৩ ॥
অকাণ্ডব্রহ্মাণ্ডক্ষয়চকিতদেবাসুরকৃপা-
বিধেয়স্যাসীদ্‌যস্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ।
স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো
বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ ॥ ১৪ ॥

অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে
নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
স পশ্যন্নীশ ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ
স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা নহি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥ ১৫ ॥
মহী পাদাঘাতাদ্ ব্রজতি সহসা সংশয়পদং
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ্নগ্রহগণম্।
মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি ননু বামৈব বিভুতা ॥ ১৬ ॥
বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগণিতফেনোদ্গমরুচিঃ
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘু দৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি-
ত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিম দিব্যং তব বপুঃ ॥ ১৭ ॥
রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধি-
র্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ ॥ ১৮ ॥
হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়ো-
র্যদেকোনে তস্মিন্ নিজমুদহরন্নেত্রকমলম্।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্ত্তি জগতাম্ ॥ ১৯ ॥
ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রৎ ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং
ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।
অতস্ত্বাং সম্প্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ ॥ ২০ ॥

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ সদস্যাঃ সুরগণাঃ।
ক্রতুভ্রংশস্তত্তঃ ক্রতুষু ফলদানব্যসনিনো
ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ॥ ২১॥
প্রজানাথং নাথ প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ॥ ২২॥
স্বলাবণ্যাশংসাধৃতধনুষমহ্নায় তৃণবৎ
পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন পুষ্পায়ুধমপি।
যদি স্ত্রৈণং দেবীযমবিরতদেহার্দ্ধঘটনা-
দবৈতি ত্বামদ্ধা বত বরদ মুগ্ধা যুবতয়ঃ॥ ২৩॥
শ্মশানেষ্বাক্রীড়াঃ স্মরহর পিশাচাঃ সহচরা-
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ।
অমাঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং
তথাপি স্মর্ত্তৄণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি॥ ২৪॥
মনঃ প্রত্যক্চিত্তে সবিধমবধায়াত্তমরুতঃ
প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ।
যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ ইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে
দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্॥ ২৫॥
ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ-
স্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ।
পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতু গিরং
ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ হি যত্ত্বং ন ভবসি॥ ২৬॥

ত্রয়ী তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা-
নকারাদ্যৈর্ব্বর্ণৈস্ত্রিভিরভিদধৎ তীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ন্তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতি পদম্॥ ২৭॥
ভবঃ সর্ব্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাং-
স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদম্।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব শ্রুতিরপি
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রণিহিতনমস্যোঽস্মি ভবতে॥ ২৮॥
নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায় স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্ব্বস্মৈ তে যদিদমিতি সর্ব্বায় চ নমঃ॥ ২৯॥
বহলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ।
জনসুখকৃতে সত্ত্বোৎপত্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ॥ ৩০॥
কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক্ব চেদং
ক্ব চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।
ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাৎ
বরদ চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্॥ ৩১॥
অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥ ৩২॥

অসুরসুরমুনীন্দ্রৈরর্চ্চিতস্যেন্দুমৌলে-
র্গ্রথিতগুণগরিম্নো নির্গুণস্যেশ্বরস্য।
সকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদন্তাভিধানো
রুচিরমলঘুবৃত্তৈঃ স্তোত্রমেতচ্চকার॥ ৩৩॥

অহরহরনবদ্যং ধূর্জ্জটেঃ স্তোত্রমেতৎ
পঠতি পরমভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ যঃ।
স ভবতি শিবলোকে রুদ্রতুল্যস্তথা চ
প্রচুরতরধনায়ুঃ পুত্রবান্ কীর্ত্তিমাংশ্চ॥ ৩৪॥

কুসুমদশননামা সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ
শশধরবরমৌলের্দ্দেবদেবস্য দাসঃ।
স খলু নিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ
স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ॥ ৩৫॥

সুরবরমুনিপূজ্যং স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং
পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ।
ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ
স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্॥ ৩৬॥

শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন
স্তোত্রেণ কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ।
কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন সমাহিতেন
সুপ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ॥ ৩৭॥

এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং নিত্যমুৎপঠেৎ।
ভবপাশবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকং স গচ্ছতি॥ ৩৮॥
দীক্ষা দানং তপস্তীর্থং জ্ঞানযাগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মহিম্নঃ স্তবপাঠস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ৩৯॥

মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ।
অঘোরান্নাপরো মন্ত্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্যবিরচিতং মহিম্নঃ স্তোত্রং সমাপ্তম্।

ব্যাসকৃত শিবস্তব।

একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ো যতস্তদ্
ব্রহ্মৈবৈকং নেহ না নাস্তি কিঞ্চিৎ।
যদ্যন্ত্যজঃ কোঽপি বা কুত্রচিদ্ বা
ব্যাচষ্ট্যাস্তে যস্য শক্তিঃ সমগ্রা॥ ১॥
যঃ ক্ষীরাব্ধের্মন্দরাঘাতজাতো
জ্বালামালী কালকূটোঽতিভীমঃ।
তং সোঢুং বা কোঽপরোঽভূন্মহেশাৎ
যৎকীলাভিঃ কৃষ্ণতামাপ বিষ্ণুঃ॥ ২॥
যদ্বাণোঽভূৎ শ্রীপতির্যস্তু যন্তা
লোকেশোঽভূৎ স্যন্দনং ভূঃ সমস্তা।
বাহা বেদা যস্য যেনেষুপাতাদ্-
দগ্ধা গ্রামাস্ত্রৈপুরাস্তৎসমঃ কঃ॥ ৩॥
যং কন্দর্পো বীক্ষ্যমাণঃ সমানং
দেবৈরন্যৈর্ভস্মজাতঃ স্বয়ং হি।
পৌষ্পৈর্বাণৈঃ সর্ব্ববিশ্বৈকজেতা
কো বা স্তুত্যঃ কামিজেতুস্ততোঽন্যঃ॥ ৪॥

যং বৈ বেদো বেদ নো নৈব বিষ্ণু-
র্নো বা বেধা নো মনো নৈব বাণী।
তং দেবেশং মাদৃশঃ কোঽল্পমেধা
যাথাতথ্যাদ্‌বেত্ত্যহো বিশ্বনাথম্‌॥ ৫॥
যস্মিন্‌ সর্ব্বে যস্ত সর্ব্বত্র সর্ব্বে
যো বৈ কর্ত্তা যোঽবিতা যোঽপহর্ত্তা।
নো যস্যাদির্যঃ সমস্তাদিরেকো
নো যস্যান্তং যোঽন্তকৃৎ তং নতোঽস্মি॥ ৬॥
যস্যৈকাখ্যা বাজিমেধেন তুল্যা
যস্যানত্যা চৈকয়া চেন্দ্রলক্ষ্মীঃ।
যস্য স্তুত্যা লভ্যতে সত্যলোকং
যস্যার্চ্চাতো মোক্ষলক্ষ্মীরদূরা॥ ৭॥
নান্যং দেবং বেদ্ম্যহং শ্রীমহেশান্‌-
নান্যং দেবং স্তৌমি শম্ভোর্ঋতেঽহম্‌।
নান্যং দেবং চানমামি ত্রিনেত্রাৎ
সত্যং সত্যং সত্যমেতন্মৃষা ন॥ ৮॥

শিবের ষড়ক্ষর-স্তব।

ওঁ-কারং বিন্দুসংযুক্তং নিত্যং ধ্যায়তি যো জনঃ।
কামদং মোক্ষদং চৈব ওঁকারায় নমো নমঃ॥
ন-কারং নৈব সংযুক্তং নাশো যস্য ন বিদ্যতে।
নমন্তি দেবতাঃ সর্ব্বাঃ নকারায় নমো নমঃ॥

মহাদেবং মহাত্মানং মহাযোগি-মহেশ্বরম্।
মহাপাপহরং দেবং মকারায় নমো নমঃ॥
শিবং শান্তং জগন্নাথং লোকানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণম্।
শিবমেকং পরং ব্রহ্ম শিকারায় নমো নমঃ॥
বাহনো বৃষভো যস্য বাসুকির্যস্য ভূষণম্।
বামে শক্তিধরং দেবং বাকারায় নমো নমঃ॥
যত্র তত্র স্থিতং দেবং জগদ্ব্যাপিনমীশ্বরম্।
জগৎকর্ত্তা জগন্নাথো যকারায় নমো নমঃ॥
ষড়ক্ষরমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

ইতি শ্রীরুদ্রজামলে শিবস্য ষড়ক্ষরং নাম স্তোত্রং সমাপ্তম্।

শিবের ষড়ক্ষর-কবচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
ত্রৈলোক্যরক্ষণং নাম সর্ব্বাপদ্বিনিবারণম্॥
বক্ত্রকোটিসহস্রৈস্তু কল্পকোটিশতৈরপি।
কবচস্য গুণান্ বক্তুং নৈব শক্তো মহেশ্বরঃ॥
ওঁ কারো মে মুখে পাতু নকারঃ কণ্ঠদেশকে।
মকারঃ শিরসি পাতু শিকারো হৃদয়ে মম॥
বাকারো নেত্রযুগ্মে চ যকারো বাহুযুগ্মকে।
অকারস্তু মুখে পাতু উকারো হৃদয়ে মম।

মকারঃ পৃষ্ঠদেশে চ পঞ্চার্ণঃ পাতু সর্ব্বতঃ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥
ত্রৈলোক্যরক্ষণং নাম সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ কবচস্য চ ধারণাৎ।
সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতি শ্রীলিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে মহাদেবস্য
ষড়ক্ষর-কবচং সমাপ্তম্।

শিবের দ্বাদশ নাম।

ওঁ প্রথমঞ্চ মহাদেবং দ্বিতীয়ঞ্চ মহেশ্বরম্।
তৃতীয়ং শঙ্করং প্রোক্তং চতুর্থং বৃষভধ্বজম্ ॥
পঞ্চমং কৃত্তিবাসঞ্চ ষষ্ঠং কামাদিনাশনম্।
সপ্তমং দেবদেবেশং নীলকণ্ঠং তথাষ্টমম্ ॥
নবমম্ ঈশ্বরং প্রোক্তং দশমং পার্ব্বতীপ্রিয়ম্।
রুদ্রমেকাদশং নাম দ্বাদশং শিবমুচ্যতে ॥
দ্বাদশৈতানি নামানি যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্ ॥
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগাৎ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥

ইতি রুদ্রজামলে শিবস্য দ্বাদশনামস্তোত্রং সমাপ্তম্।

পার্থিব-শিব-কবচ।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেব দেব মহাদেব বিরূপাক্ষ ত্রিলোচন।
কৃপয়া কথ্যতাং দেব পার্থিবস্য মহাপ্রভোঃ।
কবচং দুর্লভং তস্য শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্॥

শ্রীঈশ্বর উবাচ।

দেবেশি শৃণু চার্ব্বঙ্গি জগদ্ধাত্রি মনোরমে।
কবচং তস্য গিরিজে ত্রিষু লোকেষু গোপিতম্॥
তব স্নেহান্মহাদেবি বক্তব্যং কবচং শুভম্।
অপ্রকাশ্যং পরং গুহ্যং সাধকাভীষ্টদায়কম্॥
অস্য শ্রীপার্থিবশিবকবচস্য উন্মত্তভৈরবঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ
শ্রীপার্থিবশিবো দেবতা সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।
ওঁকারো মস্তকে পাতু নকারস্তু শিখান্তরে।
মকারো ভ্রূযুগে পাতু শিকারঃ পাতু চক্ষুষী॥
বা পাতু নাসিকারন্ধ্রে যো জিহ্বায়াং সদাবতু।
এষ ষড়ক্ষরো মন্ত্রস্তালুমূলে সদাবতু॥
ষড়ক্ষরঃ শক্তিপুটো বসুবর্ণাত্মকো মনুঃ।
গৌরীনাথস্বরূপস্তু ভুজৌ মে পরিরক্ষতু॥
শক্তিপ্রণবরহিতঃ পঞ্চাক্ষরো মহামনুঃ।
এষ পঞ্চাক্ষরো মন্ত্রঃ কুক্ষিং মে সর্ব্বদাবতু॥

মহাদেবঃ সদা পাতু কণ্ঠং বক্ত্রং ত্রিলোচনঃ।
চিত্তং হি মে বীজরূপঃ অর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ॥
ধনং বিদ্যাং পুত্রদারান্ গুহ্যং রক্ষতু সর্ব্বদা।
গঙ্গাধরঃ শঙ্করশ্চ পাদৌ মে পরিরক্ষতু॥
ত্রিদশাধিপতির্ভূমৌ পায়ুং মে পরিরক্ষতু।
ঊর্দ্ধং মূর্দ্ধানমীশানো মম রক্ষতু সর্ব্বদা॥
তৎপুরুষো মে ত্বধঃ পাতু সর্ব্বাত্মপরিনাশনঃ।
দক্ষিণস্যাং সদা পাতু গিরিনাথোঽগ্নিলোচনঃ।
অঘোরাখ্যো মহাদেবঃ পূর্ব্বস্যাং পরিরক্ষতু॥
কৃশানুরেতাঃ পশ্চিমায়াং সর্ব্বদা পরিরক্ষতু।
উত্তরস্যাং সদা পাতু লোকনাথঃ স্বরূপধৃক্॥
ইদং রক্ষাকরং দেবি কবচং দেবদুর্লভম্।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং কবচং সাধকোত্তমঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ ধনবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ॥
পূজাকালে পঠেদ্যস্তু কবচং সাধকোত্তমঃ।
কীর্ত্তিঃ কান্তিশ্চ মেধায়ুঃ শ্রীযুতো ভবতি ধ্রুবম্॥
নিশীথে তু পঠেদ্যস্তু কবচং চৈকভাবতঃ।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ বিবাদে শত্রুপীড়িতে।
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি বৃহস্পতিসমো ভবেৎ॥
কণ্ঠে যো ধারয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপকম্।
যুদ্ধে চ জয়মাপ্নোতি সাধকো নাত্র সংশয়ঃ॥
কবচং ধারয়েদ্যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে।
দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা বশ্যাস্তস্য ন সংশয়ঃ॥
কবচং শিরসা যস্তু ধারয়েদ্যত্নতো নরঃ।

করস্থাস্তস্য দেবেশি অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥
ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং শুক্লপট্টেন বেষ্টিতাম্।
রজতোদরসংবিষ্টাং কৃত্বাপি ধারয়েদ্‌বুধঃ।
স প্রাপ্য মহতীং বিদ্যামন্তে মৎস্থানকং ব্রজেৎ ॥
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন।
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।
অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ সত্যমেব মনোরমে ॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো যজেৎ পার্থিবং শিবম্।
পূজনে কোটিলিঙ্গানাং ক্রিয়াসিদ্ধির্ন জায়তে ॥
স্নেহাত্তে কথিতং দেবি কবচং সর্ব্বকামদম্।
ন দেয়ং কস্যচিদ্‌ভদ্রে যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥
কাম্যে স্বস্ত্যয়নে যত্র পূজয়েৎ পার্থিবং শিবম্।
তত্রৈব প্রপঠেদ্দেবি ফলার্থী ফলভাগ্‌ভবেৎ ॥

ইতি উন্মত্তভৈরবতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে পার্থিব-
শিবকবচং সমাপ্তম্।

নারায়ণ-স্তব।

ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভীত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

বিষ্ণুর নামাষ্টক।

ব্রহ্মোবাচ।

ওঁ অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্॥
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ॥
গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে।
ব্রহ্মবিদ্যা প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকং সমাপ্তম্।

পৌরাণিক শান্তিমন্ত্র।

ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে॥ ১॥

ওঁ আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋর্তস্তথা।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।
ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্পালাঃ পান্তু তে সদা ॥ ২
ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপালাঃ সুসংযুতাঃ ॥ ৩ ॥
ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ।
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ ॥
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥
অস্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালশ্চাবয়বাশ্চ যে ॥ ৪ ॥
ওঁ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
দেবদানবগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫ ॥

(বৈদিক ৯১ পৃষ্ঠ দেখ।)

বাণলিঙ্গ-স্তব।

ওঁ বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো।
নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তেঽব্যক্তযোনয়ে ॥
সংহারকারিণে তুভ্যং নমস্তে সূক্ষ্মরূপিণে।
প্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কামরূপায় তে নমঃ ॥

দহনায় নমস্তুভ্যং নমস্তে যোগকারিণে।
ভোগিনাং ভোগকর্ত্রে চ মোক্ষদাত্রে নমো নমঃ॥
নমঃ কামাঙ্গনাশায় নমঃ কল্মষহারিণে।
নমো বিশ্বপ্রদাত্রে চ নমো বিশ্বস্বরূপিণে॥
বাণস্য বরদাত্রে চ রাবণস্য ক্ষয়ায় চ।
রামস্যানুগ্রহার্থায় রাজ্যায় ভরতস্য চ॥
মুনীনাং যোগদাত্রে চ রাক্ষসানাং ক্ষয়ায় চ।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ॥
ঐং দাহিকাশক্তিযুক্তায় মহামায়াপ্রিয়ায় চ।
ভগপ্রিয়ায় সর্ব্বায় বৈরিণাং নিগ্রহায় চ॥
পরিত্রাণায় যোগিনাং কৌলিকানাং প্রিয়ায় চ।
কুলাঙ্গনানাং ভক্তায় কুলাচাররতায় চ॥
কুলভক্তায় যোগায় নমো নারায়ণায় চ।
মধুপানপ্রমত্তায় যোগেশায় নমো নমঃ॥
কুলনিন্দাপ্রণাশায় কৌলিকানাং সুখায় চ।
কুলযোগায় নিষ্ঠায় শুদ্ধায় পরমাত্মনে॥
পরমাত্মস্বরূপায় লিঙ্গমূলাত্মকায় চ।
সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বায় শিবায় নির্গুণায় চ॥
ইত্যেতৎ পরমং গুহ্যং বাণলিঙ্গস্ত শঙ্কর।
যঃ পঠেৎ সাধকশ্রেষ্ঠো গাণপত্যং লভেত সঃ॥
স্তবস্যাস্য প্রসাদেন যোগী যোগিত্বমাপ্নুয়াৎ।
রাজ্যার্থিনাং ভবেদ্রাজ্যং ভোগিনাং ভোগ এব চ॥
সাধূনাং সাধনং দেব কৌলিকানাং কুলং ভবেৎ।
যং যং কাময়তে মন্ত্রী তং তমাপ্নোতি লীলয়া॥

বাণলিঙ্গপ্রসাদেন সর্ব্বমাপ্নোতি সত্বরম্।
কিমন্যৎ কাময়ামীহ সর্ব্বং বেৎসি কুলেশ্বর॥
মহাভয়ে সমুৎপন্নে রাজদ্বারে কুলেশ্বর।
দেশান্তরে ভয়ে প্রাপ্তে দস্যুচৌরাদিসঙ্কুলে।
পঠনাৎ স্তবরাজস্য ন ভয়ং লভতে ক্বচিৎ॥
বাণলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া।
তস্য শ্রবণমাত্রেণ নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
বাণলিঙ্গঃ সদারাধ্যঃ যোগিনাং যোগসাধনে।
কৌলিকানাং কুলাচারে পশূনাং শত্রুনিগ্রহে॥
বেদজ্ঞানাং বেদপাঠে রোগিণাং রোগনাশনে।
যো যো নারাধয়েদেনং সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ॥

ইতি শ্রীযোগসারে সর্ব্বাগমোত্তমে পার্ব্বতী-
শিবসংবাদে বাণলিঙ্গস্তোত্রং সমাপ্তম্।

বাণলিঙ্গ-কবচম্।

অস্য শ্রীবাণলিঙ্গকবচস্য সংহারভৈরব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো হৌঁ বীজং হূং শক্তিঃ নমঃ কীলকং শ্রীবাণলিঙ্গসদাশিবো দেবতা মমাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁকারো মে শিরঃ পাতু নমঃ পাতু ললাটকম্।
শিবশ্চ কণ্ঠদেশং মে বক্ষোদেশং ষড়ক্ষরম্॥
বাণেশ্বরঃ কটিং পাতু দ্বাবুরূ চন্দ্রশেখরঃ।
পাদৌ বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বাঙ্গং লিঙ্গরূপধৃক্॥

ইতি কবচমপূর্ব্বং বাণলিঙ্গস্য কান্তে
পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলিঃ শুদ্ধচিত্তঃ।
ব্রজতি শিবসমীপং রোগশোকৈঃ প্রমুক্তো
বহুধনসুখভোগী বাণলিঙ্গপ্রসাদাৎ॥

ইতি বিশ্বেশ্বরতন্ত্রে দেবীশ্বরসংবাদে
বাণলিঙ্গ-কবচং সমাপ্তম্।

তুলসী বৃক্ষে জলদান বা স্নাপনের মন্ত্র।

গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তিচৈতন্যরূপিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীম্॥

তুলসীর প্রণাম।

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

অশ্বত্থ বৃক্ষ স্নাপন।

নমো নারায়ণায় মন্ত্রে স্নান করাইয়া নমো নারায়ণায় মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

বিশেষার্ঘ্য।

স্ববামভাগে ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তাহাতে আধার-শক্তয়ে অনন্তায় কূর্ম্মায় পৃথিব্যৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া ত্রিপদিকা রাখিবে। পরে অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে শঙ্খ প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকায় স্থাপন করিবে। পরে অর্ঘ্য দ্রব্য তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া নির্ম্মল জলে বিলোম মাতৃকাবর্ণে বা মূলমন্ত্রে সেই শঙ্খ পূরণ করিবে। পরে ত্রিপদিকায় মং বহ্নিমণ্ডলায় দশ-কলাত্মনে নমঃ, শঙ্খে অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, জলে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। পরে ৮ বার (শক্তি বিষয়ে ১০ বার) মূলে অঙ্কুশ মুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে গঙ্গে চেত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। পরে হূং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন করিয়া অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা দেখাইয়া প্রণবে সেই জল দেখিবে। পরে অঙ্গ-মন্ত্রে (যেমন অগ্রে মূল পরে অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি) সকলীকরণ করিয়া গন্ধপুষ্পে দেবতাকে পূজা করিবে। পরে তদুপরি মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া মূল আট ৮ বার জপ করিবে, পরে ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে রক্ষা করিবে। পরে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণী পাত্রে (কোশায়) নিক্ষেপ করিয়া আপনাকে ও পূজার দ্রব্যগুলিকে অভিষেক করিবে।

মুদ্রা-প্রকরণ।

দেবতার আবাহনে নয়টী মুদ্রা প্রদর্শনের আবশ্যক।

১ আবাহনী—চিত্রভাবে অঞ্জলি করিয়া অনামাদ্বয়ের মূলপর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যোগ করিবে।

২ স্থাপনী—ঐরূপে হস্তদ্বয় অধোমুখ করিবে।

৩ সন্নিধাপনী—হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ একত্র উন্নত করিবে।

৪ সংবোধনী—ঐরূপ মুষ্টির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রবেশিত করিবে।

৫ সম্মুখীকরণী—ঐ মুদ্রা উত্তান (চিৎ) করিবে।

৬ সকলীকরণী—দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে।

৭ অবগুণ্ঠনী—বামমুষ্টির তর্জনী দীর্ঘ ও অধোমুখ করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরাইবে।

৮ অমৃতীকরণী বা ধেনু—হস্তদ্বয়ের কনিষ্ঠা ও অনামা এবং তর্জনী ও মধ্যমার পরস্পরের মুখে যুক্ত করিবে।

৯ পরমীকরণী বা মহামুদ্রা—হস্তদ্বয় মিলিত করিয়া প্রসারণপূর্ব্বক দুই অঙ্গুষ্ঠ গ্রথিত করিবে।

শিবের মুদ্রা।

১ লিঙ্গ—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া বাম অঙ্গুষ্ঠে বন্ধন ও বামাঙ্গুলি সকলকে দক্ষিণাঙ্গুলি সকল দ্বারা বন্ধন করিবে।

২ যোনি—কনিষ্ঠাদ্বয় মিলিত করিয়া দুটী তর্জ্জনী দ্বারা অনামাদ্বয় বদ্ধ করিবে, পরে দুটী অনামার অগ্রে মধ্যমাদ্বয় যোগ করিয়া প্রসারণ করিবে, পরে মধ্যমার মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংলগ্ন করিবে।

৩ ত্রিশূল—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ কনিষ্ঠায় যোগ করিয়া অপর তিনটী অঙ্গুলি যোগ করিয়া ঊর্দ্ধভাবে প্রসারিত করিবে।

৪ অক্ষমালা—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠে তর্জ্জনী যোগ করিয়া অপর তিনটী অঙ্গুলি প্রসারিত করিবে।

৫ বর—দক্ষিণ অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া অধোমুখ করিবে।

৬ অভয়—বাম অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া অধোমুখ করিবে।

৭ মৃগ—দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা যুক্ত করিয়া মধ্যমার অগ্রে যোগ করিবে, আর অন্য অঙ্গুলি উন্নত করিবে।

৮ খট্বাঙ্গ—দক্ষিণ অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া যুক্ত করিবে।

৯ কপাল—বামহস্ত বামাঙ্গে পাত্রের ন্যায় রাখিয়া (কপাল পাত্র বা ঠোঙ্গা) উন্নত করিবে।

১০ ডমরু—শিথিলভাবে দক্ষিণ হস্তে মুষ্টি করিয়া মধ্যমা ঈষৎ উন্নত করিয়া দক্ষিণ কর্ণদেশে চালনা করিবে।

বিষ্ণুর মুদ্রা।

১ শঙ্খ—দক্ষিণ মুষ্টি দ্বারা বাম অঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিবে। পরে বামাঙ্গুলি সকল প্রসারণ করিয়া ঐ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে যোগ করিয়া মুষ্টি উত্তান করিবে।

২ চক্র—দুটী হস্ত সম্মুখীন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত ও বক্রভাবে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে যোগ করিবে।

৩ গদা—দুটী হস্ত সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুলি সকল পরস্পর গ্রথিত করিবে। পরে দুটী মধ্যমা ও দুটী অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিবে।

৪ পদ্ম—দুটী হস্ত সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুলি সকল সন্নত ও বক্রোন্নত (বক্রভাবে নত) করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় হস্ততলে মিলিত করিবে।

৫ বেণু—বামাঙ্গুষ্ঠ ওষ্ঠে যোগ করিয়া বাম কনিষ্ঠা দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে যোগ করত দক্ষিণ কনিষ্ঠা প্রসারিত রাখিবে। পরে তর্জনী মধ্যমা ও অনামা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া চালন করিবে।

৬ শ্রীবৎস—একটী হস্তের পৃষ্ঠে অপর হস্তের পৃষ্ঠ রাখিয়া হস্তদ্বয়ের মধ্যমা ও অনামাকে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বন্ধন করিয়া তর্জনীদ্বয় কনিষ্ঠাদ্বয়-মূলে স্থাপিত করিবে।

৭ কৌস্তুভ—দক্ষিণ অনামার পৃষ্ঠে দক্ষিণ কনিষ্ঠা সংলগ্ন করিবে, পরে বাম কনিষ্ঠা দ্বারা দক্ষিণ তর্জনী বদ্ধ করিয়া বাম হস্তের অনামা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলে বদ্ধ করিবে। পরে বামাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা সরলভাবে যোগ করিয়া অন্য চারিটী অঙ্গুলির অগ্রে পরস্পর যোগ করিবে।

৮ বনমালা—হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী যোগ করিয়া কণ্ঠ হইতে পাদ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয়ে মালার ন্যায় করিবে।

৯ জ্ঞান—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী পরস্পর অগ্রভাগে

মিলিত করিয়া হৃদয়ে অর্পণ করিবে। আর বাম হস্ত পদ্মের ন্যায় করিয়া বাম জানুর উপর স্থাপন করিবে।

১০ বিল্ব—বামাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে বদ্ধ করিয়া ঐ বামাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা (পীড়িত) দৃঢ় করিয়া ধরিবে এবং বাম হস্তের অঙ্গুলি সকল দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা বদ্ধ করিয়া ক্লীং বীজ উচ্চারণ করত হস্তদ্বয় হৃদয়ে স্থাপন করিবে।

১১ গরুড়—এক হস্তের পৃষ্ঠে অন্য হস্ত বিপরীতভাবে রাখিয়া কনিষ্ঠাতে কনিষ্ঠা, তর্জ্জনীতে তর্জনী, অঙ্গুষ্ঠাতে অঙ্গুষ্ঠা গ্রথিত করিয়া দুই অনামা ও মধ্যমা দুটী পক্ষের (ডানার) ন্যায় চালন করিবে।

১২ নারসিংহী—জানুদ্বয় মধ্যে হস্তদ্বয় রাখিয়া চিবুক (দাড়ি) এবং ওষ্ঠ সমভাবে রাখিবে, আর হস্তদ্বয় ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া কম্পিত করিবে, পরে মুখ ব্যাদান (হাঁ) করিয়া জিহ্বা পুনঃ পুনঃ নাড়িবে।

প্রকারান্তর—অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে কনিষ্ঠাদ্বয় ধরিয়া সমস্ত অঙ্গুলি অধোমুখ করিবে।

১৩ বারাহী—দেবতার উপর বামহস্ত উত্তানভাবে রাখিবে। অধোভাগ নামিত করিবে।

প্রকারান্তর—দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধমুখ ও বামহস্ত অধোমুখ করিয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি সকল অগ্রভাগে যোগ করিবে।

১৪ হায়গ্রীবী—বামহস্ত তলে দক্ষিণাঙ্গুলি অধোমুখ রাখিয়া

দক্ষিণ মধ্যমা উন্নত করিয়া অধোভাগে আকুঞ্চিত (কোঁকড়ান) করিবে।

১৫ ধনু—বামহস্তের মধ্যমার অগ্র তর্জনীর অগ্রভাগে যোগ করিয়া সেই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামা ও কনিষ্ঠা পীড়ন (সংলগ্ন) করত বামস্কন্ধে স্পর্শ (স্থাপন) করিবে। বামহস্তে যে ভাবে ধনু থাকে হস্ত সেইরূপ করিলেও হয়।

১৬ বাণ—দক্ষিণ মুষ্টির তর্জনী দীর্ঘে প্রসারিত করিবে। দক্ষিণ-হস্তে যে ভাবে বাণ থাকে হস্ত সেইরূপ করিলেও হয়।

১৭ পরশু—করতলে করতল রাখিয়া অঙ্গুলি সকল বক্রভাবে মিলিত ও প্রসারিত করিবে।

১৮ কাম—হস্তদ্বয় পুটিত (সম্মুখীন) করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রসারিত করিবে, দুটী তর্জনী দুটী মধ্যমার পৃষ্ঠে, অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দুটী মধ্যমার পৃষ্ঠে যুক্ত করিবে।

১৯ ত্রৈলোক্যমোহিনী—হস্তদ্বয়ে মুষ্টি করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দুটী উন্নত করিবে।

দৌর্গী মুদ্রা।

১ পাশ—বাম মুষ্টির তর্জনী দক্ষিণ মুষ্টির তর্জনীতে মিলিত করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ তর্জনীর অগ্রে ও বামাঙ্গুষ্ঠ বাম তর্জনীর অগ্রে যুক্ত করিবে।

২ অঙ্কুশ—মধ্যমাঙ্গুলি সরল করিয়া তর্জনীর মধ্য পর্ব্বে যুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিবে।

৩ বর, ৪ অভয়, ৫ ধনু, ৬ বাণ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

৭ খড়্গা—দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কনিষ্ঠা ও অনামা বন্ধন পূর্ব্বক দক্ষিণ তর্জ্জনী ও মধ্যমা মিলিত করিয়া প্রসারিত করিবে।

৮ চর্ম্ম—বামহস্ত বক্র করিয়া প্রসারিত করত অঙ্গুলি সকল কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিবে।

৯ মুষল—বাম মুষ্টির উপর দক্ষিণ মুষ্টি স্থাপন করিবে।

১০ দুর্গা—ঐ মুষল মুদ্রা মস্তকোপরি রাখিবে।

১১ কুম্ভ—দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ বামাঙ্গুষ্ঠে বন্ধন করিয়া দুই হস্ত এক মুষ্টিতে বদ্ধ করিবে।

প্রকারান্তর—দুই হস্তে মুষ্টি করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ঊর্দ্ধমুখে তর্জ্জনীর অগ্রে যুক্ত করিবে।

১২ সংহার—বামহস্ত অধোমুখ দক্ষিণহস্ত ঊর্দ্ধমুখ করিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকল গ্রথিত করিয়া হস্ত পরিবর্ত্তন করিবে।

১৩ মৎস্য—দক্ষিণহস্ত পৃষ্ঠে বামহস্ত তল রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় চালিত করিবে।

১৪ কূর্ম্ম—বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা আর দক্ষিণ তর্জ্জনীতে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ যুক্ত করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ উন্নত ভাবে রাখিবে, এবং বামহস্তের অনামিকা ও মধ্যমা দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে যুক্ত করিবে। পরে বাম হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যভাগে দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অধোমুখে যুক্ত করিবে, আর দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় করিবে।

১৫ মুণ্ড—বাম মুষ্টির মধ্যে বামাঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট করিয়া দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ধারণপূর্ব্বক তর্জনীপ্রভৃতি অঙ্গুলি মিলিত করত বাম মুষ্টিতে সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ ভাগে প্রদর্শন করিবে।

১৬ লেলিহান—(জীবন্যাসে প্রয়োগ) তর্জনী মধ্যমা ও অনামা সমভাবে অধোমুখ করিয়া অনামাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি নিক্ষেপপূর্ব্বক কনিষ্ঠা সরলভাবে রাখিবে।

১৭ মহাযোনি—হস্তদ্বয়ের তর্জনীর সহিত তর্জনী, মধ্যমার সহিত মধ্যমা, অনামার সহিত অনামা, ও কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা যুক্ত করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয়ের মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যুক্ত করিবে।

১৮ আকর্ষণী—মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্কুশাকার করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামা সমভাবে রাখিবে, পরে মধ্যমাতে অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামার উপরে কনিষ্ঠা যোজিত করিবে।

১৯ ভূতিনী—যোনিমুদ্রায় মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় বক্র করিয়া উহাদের উপরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সন্নিবেশিত করিবে।

২০ গালিনী—দক্ষিণ কনিষ্ঠা বাম অঙ্গুষ্ঠে আর বামহস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠে যোগ করিয়া তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা অভুগ্ন করিয়া সরলভাবে যুক্ত করিবে।

২১ তত্ত্ব—বৃদ্ধা ও অনামা মিলিত করিয়া অন্য অঙ্গুলি উন্নত করিবে।

২২ নারাচ—দুই হস্ততল পরস্পর মর্দ্দন করিবে (দড়িপাকানর ন্যায়)।

২৩ অঙ্কুশ—দক্ষিণ মধ্যমা উন্নত এবং তর্জনী ঈষৎ কুঞ্চিত

(আঁকুশীর ন্যায়) আর সমষ্টি অঙ্গুলি হস্ততলে সংলগ্ন করিবে।

২৪ গ্রাস—বাম তর্জনী প্রভৃতি চারিটী অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া ঈষৎ অবনত করিবে, আর অঙ্গুষ্ঠও তৎসমীপে ঈষৎ অবনত করিবে যেন অবকাশ থাকে (গরসের ন্যায়)।

২৫ অবগুণ্ঠন—হস্তদ্বয় অধোভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জনীদ্বয় বহিষ্করণপূর্ব্বক চালনা করিবে।

দেব-বিষয়ে প্রাণাদি মুদ্রা (তন্ত্রমতে)।

১ প্রাণ—কনিষ্ঠা অনামা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

২ অপান—তর্জনী মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৩ ব্যান—মধ্যমা অনামা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৪ উদান—কনিষ্ঠা তর্জনী মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৫ সমান—সমস্তাঙ্গুলি যোগ।

ভোজনে প্রাণাদি মুদ্রা।

১ প্রাণ—তর্জনী মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

২ অপান—মধ্যমা অনামা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৩ ব্যান—কনিষ্ঠা অনামা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৪ উদান—কনিষ্ঠা অনামা মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ যোগ।

৫ সমান—সমস্ত অঙ্গুলি যোগ।
